নানা প্রসঙ্গে

৪র্থ খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র কথিত

নানা প্রসঙ্গে

(চতুর্থ খণ্ড)

প্রশ্নকর্ত্তা ও পাদটীকা সংযোজক
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশকঃ

শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

© প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ—১৯৩৯
পঞ্চম সংস্করণ—২০০৩

মুদ্রক ঃ
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানি
৪৬/১, রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা ৭০০ ০০৯

NANA PRASANGE, Vol. IV
Conversation with Sri Sir Thakur Anukulchandra
5th Edition, 2003, August

নিবেদন

ভারতের আর্য্যসমাজের বিভিন্ন বর্ণের যে সমস্যাগুলি আজ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে—ভারতীয় আর্য্য আদর্শের বিকৃতিতে বাংলার ও ভারতের সর্ব্বত্র যে বর্ণসমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান কোথায় আজ কে বলিবে? আর্য্যসমাজ আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন কতগুলি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ আদর্শ-বিচ্যুত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বর্ণগত সম্প্রদায়ে বিশ্লিষ্ট হইয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জাতি (race) ও সমাজ-সংগঠন আন্দোলনে যে সকল বাস্তব প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে—তাহারই উত্তর-সমেত "নানাপ্রসঙ্গে" চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে যথাযথরূপে অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বাংলার ethnological গবেষণা আজও পূর্ণভাবে হয় নাই। বাংলার জাতীয় ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায় আজও রচিত হয় নাই। বাংলার আর্য্যসমাজ-সংগঠনের ইতিহাস বাঙ্গালী জানে না। জাতির ব্যক্তি ও সমাজের সহিত তাহার রাজনীতির গূঢ় সংস্রব রহিয়াছে তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংহতিকে পদদলিত করিয়া বাংলার জনসাধারণ আজ বিকৃত পাশ্চাত্য আদর্শের মূঢ় অনুকরণে বিভ্রান্ত হইয়া মৃত্যুর অভিসারে চলিয়াছে। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও জীবনাদর্শ পথভ্রান্ত ভারতকে আবার স্বস্থ করিয়া আর্য্যাদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে মহান সার্থকতার দিকে আমাদের লইয়া যাইবে—ইহাই এই গ্রন্থের মধ্য-দিয়ে আজ স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের আদর্শ ও আর্য্য সমাজ-সংগঠনের মূল-প্রকৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর মধ্য-দিয়া আজ সুনির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তিনি শুধু ভারতের বর্ত্তমান সমাজ-সমস্যার সমাধান দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—আর্য্যবর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম কেমন করিয়া আজ সারা পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান করিতে পারে তাঁহার বাণী আজ তারস্বরে তাহাই ঘোষণা

করিতেছে। বাংলার বর্ত্তমান সমস্যার যে সুনির্দ্দিষ্ট সমাধান তিনি দান করিয়াছেন—তাহা অদূর-ভবিষ্যতে বাংলার ও ভারতের সমাজকে আর্য্যাদর্শের পুনরভ্যুত্থানে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতিকে জীবনে, যশে ও বৃদ্ধিতে ক্রমসংবর্দ্ধিত করিয়া তুলুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী-সমূহের সমর্থক সমজাতীয় বাণী আমরা বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষিগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তকমধ্যে পাদটীকারূপে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইতি—

১২ই জুলাই, বুধবার, ১৯৩৯

বিনয়াবনত
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

আজ হ'তে শতবর্ষ পূর্ব্বে এই ধরণী পবিত্র হ'য়ে উঠেছিল যাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে, যুগস্রষ্টা নরবিগ্রহ সেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বহু অমূল্য তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ গ্রন্থ নানাপ্রসঙ্গে চতুর্থ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫

প্রকাশক

অধ্যায়-সূচী

প্রথম অধ্যায় পৃঃ ১—৭০

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সংশ্রব শুধু দ্বিজ-সংস্কারীদের মধ্যে প্রচলনযোগ্য ৪২—৪৫, চলতি ভোজপ্রথার পরিবর্ত্তে সিধে দেওয়ার রীতি ভাল ৪৫—৪৭, শাস্ত্রে বাহ্যজাতিকে assimilate করার বিধান আছে ৪৮, হজরত রসুল আর্য্যবংশ-সম্ভূত ৫০—৫১, অনুলোমজেরা পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয় ৫১, অনুলোমে সমগ্র জাতি crystallised হয়, ৫২, ৫৩, তাই class war স্থান পায় না, ৫৪, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ফলে instinct-গুলি হয় finer ও richer in varieties ৫৫—৫৭, আর cohesive urge-এ normal evolution হয় ৫৭, ৫৮, অনুলোমের প্রভাবে জোরের দাবীর পরিবর্ত্তে আসে শ্রদ্ধার দাবী ৫৮, প্রত্যেকটি individual unique, তাই একাকারে কাজ হয় না ৫৯, ৬০, পারিপার্শ্বিকের তুষ্টি ও পুষ্টি আমাদের স্বাভাবিক চাহিদা হ'য়ে ওঠা চাই, প্রত্যেক বর্ণ অন্য বর্ণকে তাদের বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক fulfil করে ৬০—৬২, প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রত্যেক মানুষের একটা attractive zone ও repulsive zone আছে, সমাজ-সংগঠন-ব্যাপারে pulverisation-এর চেয়ে crystallisation ভাল—positive Ideal-এর অভাবেই জাতির অধঃপতন হয় ৬৩—৬৬, উন্নততে admiration উন্নতির নিয়ম—কিন্তু একশা হ'লেই সর্ব্বনাশ—তাই class disintegration-এর পরিবর্ত্তে class fulfilment বাঞ্ছনীয় ৬৭—৬৯।

দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ ৭১—৯৫

যেখানে প্রতিলোম interpolation ঘটেনি, সেখানেই Aryan instincts ঠিক আছে ৭১, আর্য্যোচিত clan, cult, instincts, habits and behaviour বজায় থাকলে আর্য্যত্ব অক্ষুণ্ণ আছে বুঝতে হবে ৭২, ৭৩, আর্য্য-কৃষ্টি ও আর্য্য ঋষিদের প্রতি অশ্রদ্ধা অন্তর্নিহিত হীনতার লক্ষণ—শ্রেষ্ঠকে অবলম্বন করতে গিয়ে পূর্ব্বতনকে অস্বীকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়ক ৭৪—৭৭, Instinct থেকে culture বোঝা যায়, আর instincts ধরা যায় habits and behaviour দেখে; behaviour আর dealings আলাদা ৭৭—৭৯, অনুলোমের অবর্ত্তমানে প্রতিলোমের tendency চারিয়ে যায় ৭৯, আর্য্যবিধি পরম সমাধানীবিধি এবং

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ইহা সর্ব্বদেশেই প্রযোজ্য ৮০, আর্য্যবিধির কথাই হ'চ্ছে acquisition-কে instinct-এ পরিণত করা, আর্য্যকৃষ্টির মস্তক ও মেরুদণ্ডই হ'চ্ছে ইষ্টানুপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ সপারিপার্শ্বিক ব্যষ্টিকৃষ্টি ৮২, ৮৩, উচ্চবংশের বৈশিষ্ট্য হ'লো আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ—ইষ্ট ও কৃষ্টিতে কর্ম্মময় অনুরাগই পাতিত্য নিরসনের পন্থা ৮৪, ৮৫, প্রত্যেকের উন্নতি ও অবনতির জন্য তার পারিপার্শ্বিকও অনেক পরিমাণেই দায়ী—বিচারের সময় অন্যায়কারীর পারিপার্শ্বিকের defect of nurture আছে কিনা consider করতে হবে ৮৬—৮৮, উপনয়ন-সংস্কার বিধিমাফিক করা উচিত, দশবিধ-সংস্কার অবশ্য করণীয়—সংস্কারগুলির আচরণ না করলে দ্বিজ শূদ্রতাপ্রাপ্ত হয় ৮৮—৯০, নারী মানে নেত্রী ও বৃদ্ধিকারিণী ৯১, আর্য্যসমাজের আর্য্যেতর সমাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল ৯২, জাতীয় আন্দোলনে সমাজ-সংস্কার অপরিহার্য্য ৯৪।

তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ৯৬—১৩৬

বেদ মানে জানা—ঋক্, সাম, যজুঃ অথর্ব্ব ইত্যাদি বেদ জানারই বিভিন্ন পদ্ধতি ৯৬, ৯৭, আর্য্যরা paternal experience-কে ignore করেন না—তা' যারা করে তারা ম্লেচ্ছ ৯৭—৯৯, আর্য্যরা প্রকৃতির প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের ভিতরেই বিশেষ-বিশেষভাবে সেই এককেই উপলব্ধি করতে চান, ৯৯, ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগ ১০০-১০২, আর্য্য-দ্বিজগণ, বেদ-নিন্দুকদের মানতেন না ১০৩, আর্য্যরা ঋষিপরম্পরা ও বেদকে মেনেই থাকেন, তা'তে অস্তি-বৃদ্ধির facility বেড়ে যায়, effciency-ও বেড়ে যায় ১০৪, ১০৫, মহাপুরুষদের কথাগুলি science-এর মতই সত্য; ধর্ম্ম অভেদ, কারণ, বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার principle-কে maintain করাই ধর্ম্ম, seer the Reformer-এর ভিতর পূর্ব্ববর্ত্তী seerরা জাজ্জ্বল্যমান থাকেন ১০৫—১০৭, সদ্গুরু-প্রাপ্তিমাত্র দীক্ষা নেওয়া কর্ত্তব্য—কৌলই মানুষের superior beloved হ'তে পারেন—সংস্কারাবদ্ধ হ'য়ে—সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করাই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মতঃ

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

গুরুত্যাগ ১০৮—১১১, সাম্প্রদায়িক বিভেদ circumscribed ignorance ছাড়া আর কিছুই নয় ১১২, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে এক আদর্শে অনুরক্ত হ'লে বাঙলার এক শক্তিশালী বৃহৎ সমাজের সৃষ্টি হ'তে পারে ১১৩, ত্যাগ নয়—proper use জানতে হবে ১১৩, মানুষকে instinct-মাফিক evolve করানই সৎচালকের প্রকৃত লক্ষ্য—সৎ-চালককে অনুসরণ করলে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ তো হয়ই না বরং তার fulfilment হয় ১১৪, মাছ-মাংস মানুষের আয়ু হ্রাস করে ১১৪, Normally vegeterian হ'তে হবে—অবস্থামত মাছ-মাংস ব্যবহার করা যেতে পারে ১১৬, যাজন আর্য্যদের নিত্য-নৈমিত্তিক করণীয়—যজনহীন যাজন প্রাণহীন ১১৬, ১১৭ দীক্ষা মানে জ্ঞানীর কাছে করার জ্ঞান লাভ করা—মানুষের কর্ত্তব্য determine করে—যাতে বা যেখানে 'libido' excited হ'য়ে 'ligared' হয় তা'-ই,—সুতরাং ইষ্টানুরক্ত না হ'লে সদ্ভাবে কর্ম্ম করা যায় না ১১৮—১২০, উপযুক্ত আদেশ-কর্ত্তার আদেশ-পালনার্থে তৎপ্রতিষ্ঠাপর জনসেবাই প্রকৃত দেশসেবা ১২০, ১২১, নিজের unsolved complex থাকলে অন্যের problem solve করা যায় না ১২২—১২৪, প্রত্যেক species-এর laws of ধর্ম্ম প্রত্যেক species হ'তে খানিকটা different—কিন্তু যা' principle of life তা' সবারই সমান ১২৭, অনুন্নতদের instinct-গুলিকে elevation-এ goad ক'রে superior becoming-এ accelerate করা উচিত ১২৮, কোন Religious Reformer যদি সকল মতকে fulfill করেন—তাহ'লে তাঁ'তে সবাই unified হ'তে পারে ১৩০, বিশ্বাসী এত চক্ষুষ্মান যে মানুষ তাঁকে অন্ধ ভাবে—তাঁর চলার সম্পদ আদর্শ বা ইষ্টে তার সারা মনের ন্যাস্ততা ১৩১—১৩৩, বিশ্বাসহীনতার চালকই হ'চ্ছে আদর্শহীনতা ১৩৩, ইষ্টপ্রাণতা না থাকলে পরস্পরের ভিতর বিশ্বাসও থাকে না ১৩৫—১৩৬।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কন্যার উক্ত পুরুষকে বিবাহ করা সমীচীন নয়,—সে অন্য পুরুষকে বিবাহ করলে অন্যায় হবে না, তবে যথা-বিধি offer দেওয়ার পরও কোন পুরুষ যদি কোন কন্যাকে গ্রহণ না-করে—তার অবিবাহিতা থাকাই উচিত ১৬১—১৬২।

Offer দেওয়ার রীতি ১৬৩, Proposal ও offer-এর পার্থক্য ১৬৪, ধর্ষিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করা মহাপাপ ১৬৫, ইষ্টনিষ্ঠ পুরুষের বহুবিবাহে জনবল-বৃদ্ধি,—কলিযুগে বহুকাল ধ'রে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল ১৬৬, ১৬৭, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের স্থগিতিতে জাতি নির্ব্বীর্য্য হ'য়ে পড়েছে,—অনুলোম বিবাহ পুনঃপ্রবর্ত্তিত না-হ'লে জাতির সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য ১৬৭—১৬৯, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহকে যারা বাধা দেয় তাদের স্বরূপ ১৬৯—১৭১।

পঞ্চম অধ্যায় — পৃঃ ১৭২—১৯৩

বৃত্তিস্বার্থোন্মুখতাই মানুষকে বাঁচার মত বাঁচতে দেয় না, দুঃখ-দুর্দ্দশার সৃষ্টি করে; ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণতা ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা-বুভুক্ষাই মানুষের জীবনকে অমৃতময় ক'রে তুলতে পারে ১৭২, ১৭৩, মানুষের liking-এর অনুকূল যা' তা'তে সহজে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে—প্রতিকূল যা' তা' মঙ্গলজনক হ'লেও বুঝতে চায় না—তাই Ideal-কে follow করতে গেলে বৃত্তিগুলির ভিতর conflict বাধে—সেইজন্য ইষ্টস্বার্থ হ'য়ে ওঠা কঠিন ১৭৩, ১৭৪, যিনি যতকে যতটা fulfill করেন, ততজন তাঁ'তে তদনুপাতিক গ্রথিত হ'য়ে ওঠে—প্রকৃত ধর্ম্ম সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধান আনে ১৭৪, ১৭৫, করাকে অবলম্বন না-করলে শুধু কল্পনার দ্বারা মানবের মহামিলন আনা সম্ভব হবে না ১৭৫, ১৭৬, কল্পনাকে brain-materialisation বলা যায়—মানুষ চায় অজর, অক্ষয় হ'য়ে উপভোগ করতে-করতে eternal becoming-এর পথে চলতে ১৭৭, বেদান্ত শিক্ষা দেয় মানুষ অজর, অমর, চিরচেতন, আনন্দময় ১৭৮, মানুষ-বেদান্ত অনুসরণ করতে গেলে পরতে-পরতে তার fulfilment দেখতে পাবে ১৭৯, পারম্পর্য্যানুযায়ী ক'রে যাওয়াই কৃতকার্য্যতার পথ ১৭৯, চলা ও করায় একজন আদর্শ

দরকার—যাঁ'কে দেখে আমার চলাগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তাঁর দিকে—আর করাগুলিও নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তাঁ'-থেকে ১৮০, মানুষের সর্ব্ববৃত্তি Ideal-এ interested হ'লে তার উপভোগের অনন্ত উৎস খুলে যায় ১৮১, Ideal-এর জন্য সংসার হ'লে আনন্দের সংসার হয় ১৮২, পরিবারের কেউ Ideal-এ attached হ'লে আর-কেউ না-হ'লে সংঘর্ষ অনিবার্য্য ১৮২, ১৮৩, Ideal-এ Complex-গুলি interested না-হ'য়ে উঠলে বুঝতে হ'বে attachment-এ common sense সহজ ও কূট হ'য়ে দাঁড়ায় ১৮৫, সংসারের প্রত্যেকে যখন ঠাকুর নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে—তখন সংসার যেন অমৃতে উপচে পড়ে—দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতা তা'দের চরিত্রগত সম্পদ হ'য়ে দাঁড়ায় ১৮৬, Ideal-এর কথা বুঝতে না-পারা একটা symptom of poverty of libido towards the Superior Beloved ১৮৭, Complex-গুলি Ideal-এ interested হ'লে Ideal, individual ও environment-এর ভিতরে concordance নিয়ে আসবেই ১৮৮, Ideal-এ libido 'ligared' না-হ'লে pressure পড়লেই ন্যাকা-ভক্তির গোঙরানী বেরোয় ১৮৯, করা, বলা, ভাবা সমানতালে চালালে libido আপনা থেকে excited হয় ১৮৯, বৃত্তিগুলি গোঁজামিল দিতে চায়, তাই প্রত্যক্ষকে না-মেনে পরোক্ষের পানে চায়, ১৯০, ১৯১, সাধনা করলে হাতে-হাতে ফল পাওয়া যায় ১৯১, একজনও যদি জাতিস্মর হ'য়ে থাকে সবাই জাতিস্মর হ'তে পারে, স্মৃতিবাহী চেতনালাভ করলে জগৎটা ও জীবনটা বিরাট হ'য়ে ওঠে ১৯২, ১৯৩।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথাও চিত্তেরই খোরাক মাত্র হয় -
করার যা আচরণের ভেতর দিয়ে
পেতে থাকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিতেই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় -

তোমারই "আমি"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

১

প্রশ্ন। আপনি যে ভারতের আর্য্যদ্বিজগণের সংস্কার চা'চ্ছেন তা'তে ব্রাহ্মণেরা কিরূপ করিলে, কিরূপভাবে জীবিকার্জ্জন করিলে, কিরূপ সংস্কারাপন্ন হইলে তাঁহাদের আর্য্য-মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন—আর তা' বর্ত্তমানে সম্ভব হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এঁদের প্রথম চাই খুব ক'রে আঁকড়ে ধরা ইষ্ট-প্রাণতাকে—আর এটা বাক্য এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়ে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে—স্বাস্থ্যের সমীচীন নিয়মগুলির সহিত আচরণে। দৈনন্দিন জীবনে যা' Brahminic culture তার সাধনা কিছু-না-কিছু করতেই হবে।* আর, এগুলি নিয়ে যতদূর সম্ভব tremendously public-এর প্রত্যেককে সেবার ভিতর-

---

* ব্রাহ্মণের অর্থাৎ বিপ্রের জীবিকা হচ্ছে—

মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাং বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥ ৪
অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি॥ ২
... ...
সর্ব্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথাহধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥" ১৭

বিপ্রের নিত্যকর্ম্ম হ'চ্ছে—

"বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥ ১৪
নেহেতার্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্ম্মণা।
ন বিদ্যমানেষ্বর্থেষু নার্ত্ত্যামপি যতস্ততঃ॥ ১৫

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥১৬
সর্ব্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথাঽধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥১৭
বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেষবাগ্ বুদ্ধি-সারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ॥১৮
বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্॥১৯
যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে॥২০
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥"২১

আবার প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদরাজন্য-প্রসূতিতঃ॥৮৪
যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ।
স পর্য্যায়েণ যাতীমান্নরকানেকবিংশতিম্॥৮৭
এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নন্তি প্রেত্য শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥৯১"

নিত্যকৃত্যাদি সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিতেন—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ॥৯২
যদ্‌যদাত্মবশস্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ॥১৫৯
উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
পুর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে চাপরাং চিরম্॥৯৩
ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নু য়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ॥৯৪

... ...

যথোদিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ।
ব্রহ্মাচ্ছন্দস্কৃতঞ্চৈব দ্বিজো যুক্তো হ্যনাপদি॥১০০

... ...

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥১৪৫
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।
জপতাং জুহ্বতাঞ্চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে॥১৪৬
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥১৪৭

... ...

দৈবতান্যভিগচ্ছেত্তু ধার্ম্মিকাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
ঈশ্বরঞ্চৈব রক্ষার্থং গুরূনেব চ পর্ব্বসু॥১৫৩
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥১৫৫
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥১৫৬
দুরাচারোহি পুরুষঃলোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥১৫৭
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥১৫৮
যদ্যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তদ্যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥১৬০
যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোযোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥১৬১
আচার্য্যঞ্চ প্রবক্তারং পিতরং মাতরং গুরুম্।
ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ॥১৬২
নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥১৬৩

... ...

সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্ম্মেণ বাগ্বাহূদরসংযতঃ॥১৭৫

এই সমস্তই মনুসংহিতা-কথিত বিপ্রের দৈনন্দিন কর্ম্ম; ইহার প্রধান কর্ম্মগুলি যথাসাধ্য কিছু-না-কিছু করিতেই হইবে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিদেশ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দিয়ে তাদের অন্তরে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্রাহ্মণরা চাকরি-বাকরি যা'-ই কিছু করুক—তাঁদের জীবনকে উক্তরূপে চালিয়ে আর যা'-কিছু সব।

আমার মনে হয় এমনি করতে-করতে ইষ্ট ও পূর্ত্তসেবাই তাঁদের হ'য়ে উঠবে normal চাকরি, *—আর এই চাকরি অযাচিতভাবে তাঁদের ভরণপোষণ ক'রে পরম-সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণদের যদি সুপ্ত-ভাবেও Brahminical instinct বজায় থেকে থাকে—তাঁদের যদি শিখান যায় with vigorous impulse—তোমার সামনে যা'-কিছু দেখছো এগুলি তোমার বা তোমার ইষ্টেরই বিভিন্ন জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি,—তোমার সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ যা'-কিছু চাহিদা ঠিক তেমনতরভাবেই নানারকমে এঁদের ভিতরে জাগরূক আছে; ‡ অতএব do to others as you wish to be done by

---

* "শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্দ্ধনৈঃ।।
দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌর্ত্তিকম্।।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ।।"

—মনুসংহিতা, ৪—২২৬, ২২৭

ইহাই ব্রাহ্মণকে সত্যিকার সমাজের সেবক করিয়া রাখিত। ইষ্ট মানে যজন-যাজনাদি, আর পূর্ত্ত মানে public works. এই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ ছিল ব্রাহ্মণের বৃত্তি। চাকরি বা দাসত্ব—সেবাবৃত্তি নহে, শ্ববৃত্তি।

‡ "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।"—ঈশোপনিষৎ, ৬, ৭
"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণশরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।"

'বিবেকবাণী'—স্বামী বিবেকানন্দ'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

them—দেখবেন, ঘাম-দিয়ে তার ignorance-এর জ্বর ছুটে যাবে,—চলন, বলন ও সেবা তৎক্ষণাৎ এমনধারা একটা pose নিয়ে তার চরিত্রকে উদ্দীপ্ত ক'রে, আরম্ভ হবে যেন সে আর সে-মানুষ নেই, সব বদলে যাচ্ছে!

এটা এইজন্য বললাম, যাঁরা সত্যিকার ব্রাহ্মণ ছিলেন এটা তাঁদের normal instinct ছিল। তাঁদের সন্তানসন্ততি—যাঁরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন ignorance-এর কোলে—ধাক্কা বেশ ক'রে দিতে জানলে তৎক্ষণাৎই সাড়া পাওয়া যেতে পারে।*

প্রশ্ন। পূর্ত্ত কা'কে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ত্ত মানে হ'চ্ছে public works–public-এর প্রত্যেককে individually সেবার ভিতর-দিয়ে ইষ্ট বা আদর্শের প্রতিষ্ঠায় জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে উন্নীত করা।!

ব্রাহ্মণের ইহাই সহজসংস্কার। আজও তাহাই আছে,—তবে আর্যবিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না। অনুকূল পারিপার্শ্বিক এমনই করিয়া যখনই সৃজিত হইবে তখনই ঐ সহজ-সংস্কারগুলি আবার উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিবে।

* "Since the natural conditions of existence have been destroyed by modern civilization the science of man has become the most necessary of the sciences. But if he stands alone he cannot indefinitely resist his material, mental and economic environment. In order to combat this environment victoriously he must associate with others having the same purpose." –Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

"As long as the hereditary qualities of the race remain present, the strength and the audacity of his forefathers can be resurrected in modern man by his own will." –'Man the Unknown'

"heredity or nature provides whatever potentialities we possess; environment or nurture determines whether or not they shall be realised in actuality." –'Educational Psychology'–Peter Sandiford

'ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥"—লিখিত-সংহিতা, ৬

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আর ক্ষত্রিয়ই বা কাদের ধরব? তাঁরা বর্ত্তমানে কি করলে সুপ্ত আর্য্যগরিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাঁরা কায়স্থ আছেন সাধারণতঃ তাঁদের ক্ষত্রিয় ব'লে গণ্য করা যায়। * তাঁরা ইষ্ট বা আদর্শ ও Brahminic culture-কে আপ্রাণ

স্মৃতিকার লিখিতের মতে, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকার্য্য এবং পুষ্করিণী-খননাদি পূর্ত্তকার্য্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমান অধিকার।

'পূর্ত্ত' কথাটি আসিয়াছে পূর্-ধাতু হইতে—পূর্-ধাতু মানে পূরণ করা। মানবের সর্ব্ববিধ অভাবপূরণই পূর্ত্তকার্য্য। ইহাতে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার।

* "তাঁহাদিগের সমাজগঠন করিবার উপযুক্ত প্রতিভা ও দূরদর্শিতা ছিল না বলিয়াই, যাহাদিগের ক্ষত্রিয়োচিত বুদ্ধি, বীর্য্য, সাহস, আর্ত্তত্রাণ ও দুষ্টের দমন ও অন্যায় নিবারণ করিবার প্রবৃত্তি কতক পরিমাণেও ছিল, বর্ণসাঙ্কর্য্য-দুষ্ট হইলেও তাহাদের প্রকৃত ক্ষত্রিয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্যই তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়জাতিভুক্ত করা বিধেয় ছিল (এখনও তাহাই করা বিধেয়); তাহা হইলে চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইত,—রণদক্ষতা, শৌর্য্য, বীর্য্য সম্যক্ উদ্দীপিত হইতে পারিত,—রাজ্যশাসন-কার্য্য সম্যক পরিচালিত হইত, আমরা পরবর্ত্তী-কালের মুসলমান আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে পারিতাম॥"

'নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দুসমাজে'
—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র
জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, সহ-সভাপতি

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে।" —ইতি আপস্তম্বশাখা।

অর্থাৎ, আপস্তম্বশাখায় বর্ণিত আছে, বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত, ইত্যাদি।

আবার আছে—

"কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থস্তৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ —ইতি পরাশরীয় কল্পার্ণবঃ
"ব্রহ্মকায়-সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনম্॥" —ইতি ব্যোমসংহিতা

তা'-ছাড়া বাংলার কায়স্থ জমিদারগণ চিরদিনই ক্ষত্রিয়োচিত বলবীর্য্য ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

"আইনী-আকবরীতে বাংলার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ, এবং তাহারা ২৩, ৩৩০, অশ্বারোহী, ৮০১, ১৫৮ পদাতিক, ১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়ে থাকে। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অবলম্বন করিয়া মানুষের প্রত্যেক individual-এর service দিয়া, being and becoming-এর যা'-কিছু বাস্তব ক্ষত ও অন্তরায় তার প্রতিরোধ করিয়া অপসারণ করতঃ তাহাদের রক্ষা করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারেন।* এখন বর্ত্তমানে এই উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থে সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষা ও executive function-গুলিকে adopt করিতে পারেন—আর তাঁদের আর্য্য আদর্শ ও কৃষ্টির পরিপোষণ-উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত হইয়া চাকরিকে অবলম্বন করিলেও উন্নয়নের পথ নেহাৎ রুদ্ধ হইবে না—যদি চাকরি তাদের জীবনের

"আকবর সাহের রাজত্বকালে পূর্ব্বদেশে বারভূঁইয়া নামক পরাক্রমশালী জমিদারদিগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চন্দ্র-দ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়। জমিদারদিগের দেওয়ানী ফৌজদারী দুই প্রকার ক্ষমতাই ছিল। তাঁদের সৈন্য ছিল, গড় ছিল, বিচারালয় ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিতেন। মুসলমান-শাসনে এই সকল রাজারা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন।"

—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

"কায়স্থদিগের স্বজাতীয় বৃত্তি ঐ রাজ-সরকারের চাকরি করা হইয়াছে। যে সকল ক্ষত্রিয় পূর্ব্বে রাজ্য-পরিচালন জন্য অসামরিক কার্য্য করিত তাহারাই কালক্রমে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।" —শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

*ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ। ক্ষত্রিয়গণ চিরদিনই আর্য্য-সমাজের সর্ব্ববিধ ক্ষত হইতে উহাকে ত্রাণ করিতেন। সমাজকে রক্ষা করা, শান্তিরক্ষা ও শান্তিস্থাপন ক্ষত্রিয়গণের বৃত্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরও তজ্জাতীয় বিধানই দিতেছেন। মনুসংহিতায়ও রহিয়াছে—

"বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।" —মনুসংহিতা, ১০–৮০

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি—রক্ষণ অর্থাৎ রক্ষা করা।

"শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশুকৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ।" ১০—৭৯

প্রাজা-রক্ষণার্থ শস্ত্র ও অস্ত্রের (Missile weapons) ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্ত্যর্থ জানিবে অর্থাৎ জীবিকা জানিবে। বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি এই তিনটি বৈশ্যর জীবনার্থ জানিবে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়েরই দান, অধ্যয়ন ও যজন অর্থাৎ ইষ্ট বা আদর্শের শরণগ্রহণ ধর্ম্ম জানিবে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

temperamental function-কে অপঘাত না করে।* যেখানে অপঘাতই করে, সেখানে তাঁরা যদি principle-কে ত্যাগ করিয়া চাকরিকেই principle করিয়া নেন তবে কিন্তু সর্ব্বনাশ!

প্রশ্ন। বৈশ্য বলব কাদের? তাঁদেরই বা কোন্ বৃত্তি অবলম্বনীয়? বর্ত্তমানে পেটের দায়ে প্রায় সবাই তো শ্ববৃত্তি অর্থাৎ চাকরিই অবলম্বন করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৈশ্যদের main function-ই হ'চ্ছে—ব্যবসা, industry, commerce, agriculture ও manufacture-এর ভিতর-দিয়ে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের সেবা করিয়া নিজের ও পরিবারের পুষ্টিসাধন।‡

তাঁদের দৈনন্দিন জীবন অনেকটা ব্রাহ্মণের দৈনন্দিন জীবনের তুল্য হওয়াই নিতান্ত প্রয়োজন। ‡তাহা না হইলে পাতিত্যের আক্রমণ হইতে

---

*"It is the temperamental function and duty of the kshattriya to ride abroad redressing human wrongs."

—'Ancient vs. Modern Socialism'—Dr. Bhagawan Das

ঐ ইষ্ট বা আদর্শহীনতাই ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্বকে অপঘাত করে। চাকরি যদি ইষ্টকে ছাপাইয়া ওঠে তবে তাহা হয় গোলামী—তখনই, ক্ষত্রিয় কেন, প্রত্যেকেরই সর্ব্বনাশ ঘটে।

তাই, ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।"

প্রত্যেক দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—সকলেই সত্যধর্ম্ম ও আর্য্যবৃত্তি এবং শৌচে সর্ব্বদা থাকিবেন।

‡ "ঋত্বিক্ ও রাজন্যবংশ ব্যতীত আর্য্যসমাজের জনসাধারণের সহিতই উক্ত প্রজাসাধারণ মিশিয়া গেল; সেই মিলিত বিশাল সমাজ ঋক্-সংহিতায় বিশ্ বা বিট্ বলিয়া সুপরিচিত। বেদভাষ্যকারগণ 'পণি' ও 'বিট্' শব্দের একই অর্থ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে পণিক, বণিক, বিট ও বৈশ্য—এগুলি একপর্য্যায়-বাচী শব্দ হইয়া পড়িয়াছে।" —'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ২৪ পৃঃ

বিষ্ণু-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যকুসীদ-যোনিপোষণানি বৈশ্যস্য।"

মনুসংহিতায়ও আছে—

"......বণিক্‌পশ্বকৃষির্বিশঃ।"

"আজীবনার্থং, ধর্ম্মস্ত্ত দানমধ্যয়নং যজিঃ।"

বিষ্ণু-সংহিতায় রহিয়াছে—"দ্বিজানাং যজনাধ্যয়নে।।"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্যাদি যেমন বৈশ্যের জীবনার্থ, তেমনই প্রত্যেক দ্বিজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্রাহ্মণেরই ন্যায় দান, অধ্যয়ন ও যজন compulsory—অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য। যজন ও অধ্যয়নে বৈশ্যগণ ইষ্টে এবং আর্য্যকৃষ্টিতে অটুট, অক্ষুণ্ণ থাকিতেন, এবং দানে তাঁহাদের অর্থ সমাজমধ্যে বণ্টিত—distributed—হইত বলিয়া সমাজে কোন বৈষম্য আসিত না।

ইঁহাদের জীবন কতখানি গৌরবময় দায়িত্বপূর্ণ, এবং আর্য্যকৃষ্টির ইঁহারাই পালনকর্ত্তা ও পোষয়িতা কতখানি ছিলেন তাহা ভগবান্ মনুর এই বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াই সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ উক্তির মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিবেন—

"বৈশ্যস্য কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে॥
প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ॥
ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন॥
মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তান্তবসা চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ্যবলাবলম্॥
বীজানামুপ্তিবিচ্চ সস্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥
ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ॥"

—মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়ঃ। ৩২৬—৩৩৩

"লোহকর্ম্ম তথারত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥" —পরাশর সংহিতা

হারীত-সংহিতায় নিম্নোদ্ধৃত বচনে প্রমাণিত হইবে, বৈশ্যের দৈনন্দিন জীবন ব্রাহ্মণের দৈনন্দিন জীবনের সহিত কতটা সদৃশ!

"গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্॥

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এড়াইয়া থাকা একদম অসাধ্য। কারণ, সর্ব্বপ্রকার আর্থিক সম্পদ সর্ব্বদাই তাঁদের সেবা ক'রে থাকে। তাঁদের ভিতর যদি ঐ সম্পদ আধিপত্য ক'রতে পারে, তাঁদের কেন—সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ একদম সটান চ'লে এসে সব-টাকে সাবাড় করতে কিছুই লাগে না।

যখনই সম্পদ এই আর্য্য-বৈশ্যদের হৃদয়ে আধিপত্য ক'রে আদর্শ ও কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করেছে, কৃতঘ্নতার লেলিহান ছুরি মদমোহিত বৈশ্যদের হাতের ভিতর ঢুকে অমৃতবাহী Brahminic culture-কে অবসাদগ্রস্ত রক্তাক্ত কলেবরে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বিদায় দিয়েছে, *—আর তারই ফলে সর্ব্বহারা,

---

দম্ভমোহবিনির্ম্মুক্তস্তথা বাগনসূয়কঃ।
স্বদারনিরতো দান্তঃ পরদারবিবর্জ্জিতঃ॥
ধনৈর্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা যজ্ঞকালে তু যাজকান্॥
অপ্রভুত্বঞ্চ বর্ত্তেত ধর্ম্মেস্বাদেহপাতনাৎ॥
যজ্ঞাধ্যয়নদানাদি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনপরঃ॥
এতদ্বৈশ্যস্য ধর্ম্মোহয়ং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি।
এতদাচরতে যোহি স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ॥"

—হারীত-সংহিতা, ২।৬—১০

* ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, বাংলার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি—বৈশ্যগণ বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করিয়া বিজাতীয় কৃষ্টির সংস্পর্শে মদমোহিত হইয়া আর্য্যকৃষ্টিকে অবদলিত করিয়াছিলেন। তাহাই ভারতের ও বঙ্গের অধঃপতন আনয়ন করিয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশেও বর্ত্তমানে Capitalism, Labour, Socialism এবং Communism-এর বিভীষিকা যে জগৎকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে তাহারও মূলে এই বৈশ্যেরই মদমত্ততা রহিয়াছে, জার্ম্মাণীর যুদ্ধপরাজয় ও দুর্দ্দশার মূলে ছিল বৈশ্যগণই।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি মনুও বলিতেছেন—

"বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌহি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥"

—মনুসংহিতা, ৮—৪১৮

রাজা যত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্য করাইবেন, যেহেতু ঐ উভয়ে স্বধর্ম্ম ও স্বকার্য্যচ্যুত হইয়া মদমত্ততায় সমগ্র জগৎকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে। কেন? যেহেতু তাঁহারা বিভিন্ন সমাজে প্রবেশ করিয়া অর্থাহরণ করিতেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে আছে—"যেমন ইংরাজ জাতির সহিত আধুনিক কালে ভারতের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, সেইরূপ পাঁচ হাজার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দিশাহারা, ক্ষীণজ্যান্ত জাতি আর্য্যাবর্ত্তের বুকে শিয়াল-কুকুরের মত অনাদর ও অবহেলায় অবশ ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ বেকুব চলনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ যদি বৈশ্য ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বে সেবার শূল নিয়ে রুদ্র অমৃতের ডাকে হুঙ্কার ছেড়ে, বুক পেতে আদর-আপ্যায়িতের সঙ্গে প্রত্যেককে আগলে ধরে—আর্য্য উমা কী-ভঙ্গীতে যে এখনই নেচে উঠে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে অঢেল ক'রে দেন—তা' আমাদের সুখ-কল্পনার দিগ্বলয়েরও ওপারে!

প্রশ্ন। বাংলার নমঃশূদ্ররা কি শূদ্র? শূদ্র কা'কে বলব? তাদের বৃত্তিই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'নমঃশূদ্র' নাম একটা উড়ো নাম ব'লে আমার মনে হয়। শূদ্রদের নমস্য ব'লে বোধ হয় পারশবদিগকে 'নমঃশূদ্র' আখ্যা দেওয়া

বর্ষেরও পূর্ব্বে বাণিজ্য উপলক্ষেই পণি বা আর্য্য-বণিক জাতির সহিত মিশর, ব্যাবিলন, ট্রয় প্রভৃতি সুপ্রাচীন জনপদের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত H. Brunhofer তাঁহার 'Iran and Turan' নামক গ্রন্থের ২২১ পৃষ্ঠায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্যাবিলনের পতনে আর্য্যগণের হর্ষ-সংবাদ ঋগ্বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন ইংরাজ-বণিকসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য এখানে খৃষ্টিয় ধর্ম্মযাজকগণের সমাগম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ পণিদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের সমভিব্যাহারী পুরোহিত বা ঋত্বিক্‌গণের যত্নেই সুদূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বৈদিক দেবপূজা প্রচলিত হইয়াছিল।"

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বৈশ্যকাণ্ড'
বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

বিশ্‌-ধাতু হইতে 'বৈশ্য' হইয়াছে। বিশ্‌-ধাতু মানে প্রবেশ করা। পণি বা আর্য্য-বণিগ্‌গণই Phoeniciaতে ফিনিক বা পণিক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্পদ্‌শালী বৈশ্যগণ যদি আদর্শ ও কৃষ্টিতে অটুট না থাকেন তবে সমাজের মহা অকল্যাণ সাধিত হয়। কারণ, তাঁহাদের সম্পদ্‌ ও আহরণই আর্য্যসমাজের চিরন্তন মেরুদণ্ড।

আবার, ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যে শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য বলিতেছেন—

"ত এতে করপ্রদানপরাধীনত্ব-তিরস্কার্য্যত্বাখ্যাঃ বৈশ্যগুণাঃ।।" ৭। ৫। ৩

অর্থাৎ, করপ্রদান এবং পরাধীনত্ব-জনিত তিরস্কার-ভাগিতা এইগুলি বৈশ্যের গুণ বলিয়া বেদের প্রাচীনতম ব্রাহ্মণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরাধীনতার জন্য যদি সমাজে কাহারও তিরস্কার-ভাগী হইতে হয় তাহা বৈশ্যেরই।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হয়েছে। এই পারশব হ'চ্ছে ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান।*

দ্বিজদের দ্ব্যন্তর বর্ণের কন্যাকে অনুলোমক্রমে গ্রহণ করলে তাদের গর্ভ-জাত সন্তানেরা ঐ পিতৃ-আচার-সম্পন্ন হ'য়েও মাতৃবর্ণের আধিপত্য থাকাহেতু পিতৃসংস্কারগুলিতে সংস্কৃত হ'ত না।‡ তা'হ'লেও তাদের কন্যাদের বিবাহাদি তুল্যদের সহিত ও পিতৃবর্ণ বা তদুচ্চদের সহিত হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু পুত্রদের তুল্যবর্ণ বা নিম্নে শূদ্রাদির সহিতই বিধি! আর শূদ্র

---

* "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ —মনুসংহিতা, ১০

ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রকন্যাতে জাত যে নিষাদ, তাহাকে পারশব বলা হয়। ইঁহারা ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া শূদ্রের নমস্য, তাই হয়ত নমঃশূদ্র নাম প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে কোথাও ঐ নামের উল্লেখ নাই। বোধ হয় নিষাদ কথাটি চণ্ডাল অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই ব্রাহ্মণ-ঔরসজাত পারশবদিগকে বাংলার অজ্ঞ জনসমাজের কেহ-কেহ এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

দ্বিজগণের অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ চিরদিনই ধর্ম্ম্য ছিল। মনুসংহিতায় রহিয়াছে— "শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।"

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আছে—

"উদ্বহেত বিজ্ঞেয়া প্রতিলোমানুলোমজাঃ।" —যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৯৫

ব্যাস-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আছে—

"উদ্বহেত ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়োবিশাম্।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।"

ইহাই ছিল আর্য্যসমাজের চিরন্তন বিধি।

কিন্তু দ্ব্যন্তর-বর্ণের সহিত যৌনসম্বন্ধে মাতৃভাবেরই প্রাধান্য ঘটিত। যেমন, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকন্যার সহিত অসবর্ণ বিবাহে মিলিত হইত, তবে মাতৃবর্ণের দূরত্বহেতু যদিও সেই সন্তানগণ পিতৃ-আচারে আচারবান্ হইত কিন্তু মাতৃসংস্কারী হইত। ইহাই শাস্ত্র। তাই মনুসংহিতায় আছে—

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে দ্ব্যন্তরজাত সন্তানসমূহ মাতৃজাতির ন্যায় হইবে অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারের যোগ্য হইবে।

বিষ্ণুসংহিতায়ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হ'চ্ছে তারাই,—এই দ্বিজ এবং দ্বিজদেরই অনুলোম-উদ্ভূত বর্ণগুলি বাদ যারা আর্য্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে শুচিলাভ ক'রে আর্য্যসহবাসে তদাচারসম্পন্ন হ'য়ে কৃষ্টির অনুসরণ-তৎপরতায় তারই সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে বংশ-পরম্পরায় চলছে। * এ ছাড়া প্রতিলোমজ যারা তারাই বর্ণসঙ্কর,—তারা আর্য্যগণের আচরণীয় নহে—ইহাই ঋষির অভিমত।!

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি॥১
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য॥২
দ্বে বৈশ্যস্য॥৩
একা শূদ্রস্য॥৪" —চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

* 'শুচ্'-ধাতুর অর্থ পবিত্র হওয়া।

শুচ্-ধাতুর উত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে 'র' প্রত্যয় করিয়া শূদ্র কথাটি হইয়াছে। 'শূদ্র' অর্থ শুচীকৃত—অর্থাৎ, অনার্য্যগণের যাহারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া আর্য্যাচার গ্রহণ করিয়া শুচিতা লাভ করিত তাহারাই আর্য্যসমাজে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

"একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥৯১" —মনুসংহিতা, প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বিষ্ণু সংহিতায় আছে—"শূদ্রস্য দ্বিজাতি-শুশ্রূষা" "শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি—"

মনুসংহিতায় আরো রহিয়াছে—

"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে হূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥"

উক্ত শূদ্রগণ আর্য্যদ্বিজ-সমাজসেবী বলিয়া উহাদের অন্নও ভোজন করা যায়। এইরূপে যাঁহারা দ্বিজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহারাই শূদ্র।

মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥"

মনুসংহিতায়ও রহিয়াছে—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।"

অর্থাৎ, বর্ণের ব্যভিচার বা বিপরীতাচার, শাস্ত্রানুসারে অবিবাহ্য যে তাহাকে বিবাহ এবং স্বকর্ম্মত্যাগের দ্বারা বর্ণসঙ্করত্ব জাত হয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাঁদের বৃত্তি—এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক কার্য্যে সাহায্য করা—আর এই হ'চ্ছে তাদের সেবা*—হাতে-কলমে কৃষি-কার্য্য ক'রে, raw material produce ক'রে জাতির সমৃদ্ধি সৃষ্টি করা। আর, এই experience লাভ করা যায়, সেই experience-এর ভাণ্ডার নিয়ে জাতিকে সর্ব্বতোভাবে গ'ড়ে তোলা। এই আর্য্যজাতির up-hill motion-এর accelerator-ই হ'চ্ছে front-এ ব্রাহ্মণ আর behind বা back-এ শূদ্র।

প্রশ্ন। এঁদের অন্নপানীয় গ্রহণ করতে পারা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দ্বিজসেবা যাদের ধর্ম্ম, সেবা-শুশ্রূষার ভিতর-দিয়ে জাতির পরিপোষণ যাদের সার্থকতা, জাতির

শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অনুলোম বিবাহ প্রশস্ত। "প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" তাই প্রতিলোমে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। প্রতিলোমজগণকে বাহ্যজাতি বলা হইয়াছে এবং এই প্রতিলোম-সংস্রবে হীনজাতিসমূহ প্রসৃত হয়, ইহাই শাস্ত্র এবং ইহাই আধুনিক "Heredity" ও "Eugenics" বিজ্ঞানের আধুনিকতম নির্দ্দেশ।

আরো আছে—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমা নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" —মনুসংহিতা। ১০—১২

শূদ্র হইতে বৈশ্যাজাত আয়োগব, ক্ষত্রিয়াজাত ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণীজাত চণ্ডাল—ইহারা নরাধম। শূদ্র হইতে বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীতে যাহারা জাত হয় তাহারা বর্ণসঙ্কর হয়।

* "বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ॥১১৬
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ।
কামন্তু খলু ধর্ম্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেঽল্পিকাম্॥১১৭
শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ॥১২১
স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥"১২২

—মনুসংহিতা,—দশমোঽধ্যায়ঃ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জীবন ও বৃদ্ধিই যাদের একমাত্র আরাধনার বিষয়, তাদের অন্নপানীয় যে চলত তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে এখনও লিপিবদ্ধ আছে—তবে বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ রকমের।*

---

* মনুসংহিতায় আছে—

"এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।

সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্।" —মনুসংহিতা। ৪—২৪৭

আর্য্যদ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এই দ্বিজগণের মধ্যে যে সকল জাতি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন ইহারা সকলেই শ্রদ্ধায় দান করিলে পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিত—ইহাই আর্য্যশাস্ত্রবিধি। তবে যাহারা অগ্নিহীন অর্থাৎ আর্য্যসংস্কারে যাহাদের অধিকার ছিল না তাহাদের অন্ন স্যধারণতঃ আপদকাল ব্যতীত ভোজন করিত না এবং যাহারা কদর্য্য, কৃতঘ্ন ও পতিত এবং শুদ্ধাচারবিহীন, স্বাস্থ্যের নিয়মানুসারে শরীর ও মনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদেরও অন্নগ্রহণ করিতেন না। আবার, শূদ্রগণের মধ্যেও যাহারা সর্ব্বতোভাবে আর্য্যকৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ করিত এবং যাহারা আর্য্যসমাজ-সেবায় দ্বিজাতিগণের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিত, তাহাদের অন্নও বিনা আপত্তিতে আর্য্যগণ গ্রহণ করিতেন। যথা—মহাভারত বলেন—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে।"

—অনুশাসনপর্ব্ব, ১৩৫—১ লাং ৪

"কৃষ্ণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয় ও বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পারশব বিদুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন।" মনুসংহিতায় আছে—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"

যে ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিয়া অর্দ্ধ ফসল দেয়, কুলমিত্র, গোপালক, চাকর, নাপিত ও আত্মসমর্পণকারী শূদ্রজাতির মধ্যে এই সকলের অন্ন ভোজন করা যায়।

আসল কথা হইতেছে, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা যায় না। এবং পতিতের অন্ন ও পর্য্যুষিত অন্ন গ্রহণ করা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। তাই, মনুসংহিতায় রহিয়াছে—"শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ।" শুধু মনুসংহিতাই এই বিধির উল্লেখ করিতেছে না—বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, পরাশর, গৌতম ও ব্যাস-সংহিতায়ও এই বিধিই দেওয়া আছে।

মহাভারত মঞ্জরী বলিতেছে—

"পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রাণীকে বিবাহ করিত। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা শূদ্রাণী স্ত্রীর রন্ধন-করা, স্পর্শ-করা অন্ন ভোজন করিত। বিশেষ পূর্ব্বোক্ত বিধির আত্মনিবেদন-কারীর মধ্যে স্ত্রীও পড়ে। তাহার উপর দাসের অন্ন যখন সচল তখন দাসীর অন্ন যে উড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ কি?"

—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আচ্ছা, বাংলায় বৈদ্যজাতি যে আছে তাহারা কোন্ বর্ণের?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁরা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। 'অম্বষ্ঠ' কথার মানে পিতৃস্থ*—পিতায় থাকা—ব্রাহ্মণের বৈশ্য-স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান। তাই, তাঁরাও বিপ্র—তাহ'লেই বর্ণও বিপ্র। এঁরা সাধারণতঃ আর্য্যকৃষ্টির বিশেষ অংশ আয়ুর্ব্বেদ নিয়ে চর্চ্চা ক'রে আসতেন, পিতৃপদবী-অনুযায়ী তাঁদেরও পদবী থাকাই উচিত ছিল—যা' আমার মনে হয়। ! যেমন আপনারা ভট্টাচার্য্য, আপনি যদি কোন বৈশ্য-কন্যাকে বিবাহ করতেন, তাহ'লে তার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের পদবী ঐ ভট্টাচার্য্যই হওয়া উচিত ছিল। গোত্রও তার আপনার যে গোত্র যথাযথভাবে তাই হওয়াই কি সমীচীন নয়? কিন্তু আজকাল এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরা পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা বুঝি খুইয়ে ফেলেছেন, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদির মত এঁরাও যেন একটা পৃথক বর্ণের মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

---

* মনুসংহিতায় আছে—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে জাত যে তাহার নাম অম্বষ্ঠ।

অম্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা-বৃত্তি—"অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।" আর, 'অম্বষ্ঠ' কথাটি যদি বিশ্লেষণ করি তবে দেখিতে পাই—অম্ব + স্থ = অম্বষ্ঠ। অম্বা মানে মাতা, অম্ব মানে পিতা। তাই অম্বষ্ঠ কথাটির অর্থ পিতৃস্থ। একাতর অনুলোমজাত বলিয়া অম্বষ্ঠগণ পিতৃস্থ অর্থাৎ পিতৃসংস্কারসম্পন্ন। অনুলোম অসবর্ণ দ্ব্যন্তর জাতিসমূহ মাতৃসংস্কার-সম্পন্ন হইত, অনন্তর জাতিসমূহ পিতৃসংস্কার-সম্পন্ন তো হইতই, পিতৃজাতিরই অর্থাৎ পিতৃবর্ণেরই হইত। এখন একান্তর বর্ণের আনুলোম্যে জাত অম্বষ্ঠগণের সম্বন্ধে মতদ্বৈধাদি হইতে পারে, তাহারা পিতৃ-সংস্কার-সম্পন্ন বা মাতৃসংস্কার-সম্পন্ন হইবে—তাই হয়ত উহাদের নামই হইয়াছে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃস্থ।

! বাংলা বৈদ্যগণও চিকিৎসা-বৃত্তি লইয়াই প্রধানতঃ আছেন। চিকিৎসাই তাঁহাদের জীবিকা। আর তাঁহারাও প্রায়শঃই ব্রাহ্মণের সংস্কার ও আচারসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপদবীও পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। কারণ তাঁহারা বর্ণ-গতভাবে ব্রাহ্মণই।

আবার, কখনও-কখনও শুনিতে পাওয়া যায় ইঁহাদের অনেকে কায়স্থের নিকট কন্যা বিবাহ দেন। তাহা অতীব গর্হিত। কারণ, ব্রাহ্মণকন্যাকে ক্ষত্রিয়কে সমর্পণ করিলে প্রতিলোমের উদ্ভব হয়, আর প্রতিলোমজাতকগণ হীনবৃত্তিসম্পন্ন হয়। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রাচীন শাস্ত্র উভয়েরই অনুশাসন-বাক্য।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এঁদের বিবাহাদিও ব্রাহ্মণেই মত হওয়া উচিত, কন্যা সম্প্রদানাদি সমান কিংবা বংশানুপাতিক উচ্চ ব্রাহ্মণরেদ সহিতই হওয়া উচিত। আর, পুত্রের বিবাহও সমান বা উপযুক্ত সদ্বংশীয় নিম্নবর্ণ বা নিম্নঘরের সহিত হওয়াই সমীচীন। এ না-করলে অর্থাৎ যথাযথভাবে আর্য্যকৃষ্টিকে অবলম্বন না-ক'রে,—special subject আয়ুর্ব্বেদে hereditary intuitive instinct যথাযথভাবে specialise করার চেষ্টাসম্পন্ন হ'য়ে কিংবা বিপ্রবৈশিষ্ট্যানুপাতিক যে-কোন জীবিকায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণশীল করতঃ পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদায় পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধনশীল হওতঃ বিপ্রবৈশিষ্ট্যে চলৎশীল জীবন না করলে—পাতিত্য কি কখনও এঁদের ত্যাগ করবে?*

প্রশ্ন। আপনি বললেন, চাকরী করলেও ব্রাহ্মণ পতিত হবে না, অথচ বৈদ্যগণ পতিত হলেন কি-ক'রে? তাহ'লে পতিত হওয়ার মাপকাঠি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পতিত্যের প্রথম ও প্রধান রকমই হ'চ্ছে ইষ্ট ও কৃষ্টিকে অবহেলা করা ! । আর, ঐ ইষ্ট ও কৃষ্টিকে fulfil করে না এমনতর জীবিকা-

---

* বিপ্রবৈশিষ্ট্যে বৈদ্যগণ যদি চলৎশীল না হইয়া বিপ্র হইতে বিভিন্ন জাতি বলিয়া অযথা ভেদের সৃষ্টি করেন, তবে বাংলার আর্য্যসমাজ অন্তর্ব্বিচ্ছেদে যেমন হীনবল হইয়া পড়িবে তাঁহারাও অন্তর্বিদ্বেষে পাতিত্য দূর করিতে পারিবেন না। পিতৃরক্ত, পিতৃগোত্র ও পিতৃ-সংস্কার ও আচারে শাস্ত্রানুসারে প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহারা যদি ব্রাহ্মণ্যগরিমা লইয়া আবার দাঁড়ান, তবেই তাঁদের পাতিত্য দূর হইবে।

! আর্য্যধর্ম্ম, আদর্শ ও কৃষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া পরধর্ম্মানুষ্ঠান যাহারা করে তাহারাই পাতিত্য লাভ করে। তাই মনুসংহিতায়ও রহিয়াছে—

"সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।।"

সত্যধর্ম্ম ও আর্য্যবৃত্তিতে শৌচসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা থাকিবে। আর, তাহা না করিলে মনু-সংহিতা বলিতেছেন—

"বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততিজাতিতঃ।।"

স্বধর্ম্মোক্ত স্বভাবকর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহা স্বরণীয়, পরধর্ম্ম সু-অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাতে সদ্যঃ পতিত হয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অবলম্বনে জীবন্ত থাকার প্রচেষ্টা। এ করলে,—যে করে সে তো পাতিত্যকে বরণ করেই, তা'-ছাড়া, অল্পবুদ্ধি যারা তাতে depend করে, তার দ্বারা served হয়—এমন-কি ঐ পাতিত্য-জনক কর্ম্ম ও স্বভাবকে উপলক্ষ্য ক'রে তার প্রতি যাদের normal love ও admiration থাকে তাদের ভিতরও ঐ প্রবৃত্তি চারিয়ে গিয়ে ঐ পাতিত্য-বুদ্ধি ও কর্ম্ম সেই জীবনগুলিকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে—যার ফলে তারাও ঐ ইষ্ট ও কৃষ্টিকে বাহাদুরিপূর্ণ অবহেলায় অশ্রদ্ধা ও অমর্য্যাদাপ্রবণ হ'য়ে ওঠে।

এমনি-ক'রেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে নিয়ে ক্রমমন্থর গতিতে সর্ব্বনাশের দিকে এগুতে থাকে;—তাই, আর্য্যদের ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির যে-যে বর্ণের যে-যে কর্ম্মদ্বারা পাতিত্য ঘটে, স্মৃতির ঋষি তাঁর অভিজ্ঞতাকে অনেক ক'রেই লিপিবদ্ধ করেছেন। *আর, এ চিরদিনই দেশ, কাল, পাত্র ও আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে জীবন-বৃদ্ধির অনুকূলে changeable, তা'ও তাঁরা বিশেষভাবেই ঘোষণা ক'রে গেছেন।

---

* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই আপদকাল ব্যতীত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পতিত হইবে—ইহাই শাস্ত্রবিধি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—

"বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।।"

বিষ্ণুসংহিতায় আছে—"সর্ব্বেষাঞ্চ সমানজার্ভিব্যবহারঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা বলিতেছেন—"কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ। অস্বর্গ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু।"

আবার আছে—

"বৈশ্যোহজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচারন্নকার্য্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্।।
অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ।।
যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতরঃ।
তানি কারুককর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ।।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। বাংলার নমঃশূদ্ররা সংখ্যায়ও যেমন গরিষ্ঠ—আবার এরাই বাঙ্গালী-জাতির মেরুদণ্ড। এরা নীচ অস্পৃশ্য জাতি হ'য়ে গেল কেমন-ক'রে? এদের বলে চণ্ডাল—বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে এদের স্থান নেই! কি-করলে এদের পাতিত্য দুর হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়, মহর্ষি মনু যাদের পারশব ব'লে অবিহিত করেছেন বাংলার দ্বিজাচার-সম্পন্ন নমঃশূদ্ররা অধিকাংশ তারাই।* ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদিগকেই পারশব ব'লে অভিহিত করা হয়েছে।

পুরুষ যে-বর্ণের তার চাইতে দু'তিন ধাপ নীচু বর্ণের কন্যাকে গ্রহণ

বৈশ্যবৃত্তিমনাতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণঃ স্বে পথি স্থিতঃ।
আবৃত্তিকর্ষিতঃ সীদন্নিমং ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বনয়ং গতঃ।
পবিত্রং দুষ্যতীত্যেতদ্ ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে॥
নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমা হি তে।
জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে॥
অজীগর্ত্তঃ সুতংহন্তুমুপাসর্পদ্বু ভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥
শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্ত্তোঽত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্॥
ভরদ্বাজঃ ক্ষুধাত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষ্ণো মহাতপাঃ॥
ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তু মভ্যাগাদ্বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ॥" মনুসংহিতা, দশমোঽধ্যায়ঃ ৯৮—১০৮

* "নমঃশূদ্র" পদটি বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনেরই রচিত ও প্রচারিত। কেননা, জাতিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোন পুরাণ গ্রন্থাদিতে 'নমঃশূদ্র' পদ লেখা নাই। নমঃশূদ্র জাতি বর্ণসঙ্করাদি কোন দূষিত জাতি থাকিলে শাস্ত্রগ্রন্থে নমঃশূদ্র বলিয়া লেখা থাকিত।

নমঃশূদ্রজাতিকথা—শ্রীদ্বারকানাথ মণ্ডল

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

করলে দ্বিজদের ঐ মাতৃজাতির বা কন্যার influence বেশী থাকার দরুন ঐ কন্যার বর্ণের প্রাধান্য দিয়েই তাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে অভিহিত করা হ'ত। Culture-এ born and brought up না-হওয়ায় শূদ্রাজাত কন্যারা ঐ দ্বিজ অর্থাৎ বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের instinct-গুলিকে যথাযথ-ভাবে tackle না-করতে পারলেও ওদের interesting and grossly good service-এ দ্বিজদের ওদের প্রতি inclination prevail করার দরুন ঐরূপ অসবর্ণ বিবাহে মাতৃবর্ণের prominence হওয়াই স্বাভাবিক—তা'ই শাস্ত্র।*

শূদ্রদের নমস্য ব'লেই ওঁদের নমঃশূদ্র ব'লে অভিহিত করা হয়েছে—এই আমার মনে হয়। আমি আপনাদের মুখেই শুনেছি, নমঃশূদ্র ব'লে কোন কথা মনুসংহিতাদিতে স্থান পায়নি। Non-Aryan যারা—যাদের aryanise ক'রে শুচি ক'রে নেওয়া হয়েছিল, আর্য্যসমাজে তাদিগকেই শূদ্র ব'লে অভিহিত করা হয়। ‡ 'শূদ্র' কথাটা শুচি থেকেই হয়েছে—শূদ্র মানেই শুচীকৃত

"নমঃশূদ্রজাতিকথা"য় আরো আছে—

"নম্রঃশূদ্রজাতীয়েরা বল্লাল আজ্ঞায়
শূদ্রবৎ পৈতাহীন আছে বাঙ্গালায়।
ব্রাহ্মণের যাহা যাহা আছে অধিকার
বঞ্চিত নমস্যগণ কোপেতে রাজার;
তাহা ভিন্ন উচ্চজাতি হিন্দুরা সকলে
নমঃশূদ্র জন্মকথা মিথ্যা করি বলে।
বলে তারা নমঃশূদ্র চণ্ডাল জাতিতে,
নমস্য চণ্ডালজাতি কোন্ শাস্ত্রমতে?
চণ্ডাল লক্ষণ কোথা নমঃশূদ্রদের?
না বুঝে যে বলে তার শুধু ভ্রান্তিফের।"

পারশবগণকেই যে বাংলায় নমঃশূদ্র বলিয়া পতিত ও অশুচি করিয়া রাখা হইয়াছে ইহার আরো বহু প্রমাণ রহিয়াছে।

* দশম পাদটিকা দেখুন।
‡ একাদশ পাদটিকার প্রথমাংশ দেখুন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অনার্য্য। আর্য্যকৃষ্টিকে অনুসরণ করতে গেলে প্রথমেই practically হাতে-কলমে করার ভিতর-দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। তাই, দ্বিজগণের সেবার ভিতর-দিয়েই শূদ্রদের আর্য্যকৃষ্টিকে অনুসরণ করার পথ মনীষীরা নির্দ্দেশ ক'রে গিয়েছিলেন। এরা চিরকালই জলচলই ছিল—কোন ভূয়ো আবহাওয়া এসে কোনদিন এদের জল অচল হ'য়ে উঠলো, আর চণ্ডালই বা এরা কেমন ক'রে হ'লো তার কিছুই আমি ঠাওর করতে পারি না।*

চণ্ডাল তাদেরই ব'লে থাকে, ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে প্রতিলোমপথে যাদের জন্ম। ‡ প্রতিলোমকে আর্য্যরা চিরদিনই অশ্রদ্ধা ক'রে এসেছেন। † তাঁরা বহু পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন, প্রতিলোমজ সন্তান কখনই অটুটভাবে শ্রেয়কে অবলম্বন ক'রে, বাধা-বিঘ্ন-প্রলোভনকে পরাজয় ক'রে, আদর্শকে সার্থক ক'রে অস্তি-বৃদ্ধির উপাসক হ'তে পারে না। তাদের সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করে প্রায়ই তাদের অসংযত বৃত্তিসমূহ—আর বস্তুতঃ প্রতিলোমসংস্পর্শজ যারা তাদেরই বর্ণসঙ্কর বলা যায় ও বলা হয়।[১]

---

* শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মণ্ডল মহাশয়ের মতে এবং আরও অনেক সুধীগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে বাংলায় কোন সময়ে কোন রাজশক্তি বাংলার ব্রাহ্মণ্যশক্তি খর্ব্ব করার জন্য পারশব ব্রাহ্মণ-গণকে সমাজে অচল করিয়াছিল। তাঁহারাই নমঃশূদ্র বা শূদ্রের নমস্য বলিয়া পরিচিত হইয়া ছিল। তাঁহারাই বর্ত্তমানে বাংলায় 'চণ্ডাল' বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে। আর, এই নমঃশূদ্রগণও ব্রাহ্মণ্যগরিমা বিস্মৃত হইয়া অনেকে নিজেদের 'চণ্ডাল' বলিয়াও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বাংলার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের সে-পৃষ্ঠা আজও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। শুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের এখনও চলিতে হইতেছে। বাংলার সমাজের সে-কাহিনী কবে লিখিত হইবে?

‡ "চণ্ডালা বৈদেহকসূতাশ্চ ব্রাহ্মণী-পুত্রাঃ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়ৈঃ।" —বিষ্ণুসংহিতা

† "প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" —বিষ্ণুসংহিতা

"চণ্ডালানাং বহির্গ্রামং নিবসনং মৃতচেলধারণমিতি বিশেষঃ।" —বিষ্ণুসংহিতা

১ মহর্ষি নারদ বলেন—

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আবার, অনুলোমজই হোক আর প্রতিলোমজই হোক—যে স্থলে যেমন-যেমন temperament normally prevail করে, প্রায়শঃই আর্য্য-ঋষিরা সেই-সেই জাতকে তদনুপাতিক নামকরণেই অভিহিত করেছেন আমার মনে হয়।* যেমন পারশব—'পর' কথার মানে হ'চ্ছে শত্রু, আর 'শব' হয়েছে শৃ-ধাতু থেকে, যা' শুনেছি আপনাদের কাছে, শৃ-ধাতুর মানে হ'চ্ছে হিংসা, বধ। এর থেকে আমার মনে হয়—যাঁদের আর্য্যশত্রুদিগকে হিংসা বা বধ-প্রবৃত্তি normal temperament, তাঁদেরই পারশব ব'লে অভিহিত করা হয়েছে।

এই পারশব—আমি যা' মনে করছি—বিপ্র-উৎসৃষ্ট নমঃশূদ্রেরাই যদি হ'য়ে থাকেন, তাঁদের ভিতর এই আর্য্য instinctগুলি যথাযথভাবে নিহিত থাকায়, আর তা'তে শূদ্রকন্যার অকাট্য অনুরক্তিহেতু বিপ্রানতি থাকার দরুন এমনতর একটা blended temperament হয়েছে—যা'তে ওদের ভিতর

প্রতিলোম সংস্পর্শে অর্থাৎ উচ্চবর্ণের নারীর সহিত নিম্নবর্ণের পুরুষের উপগমে যে সন্তান হয় তাহার সহজ সংস্কারগুলিই বিকৃত হয়। তাই বিষ্ণুসংহিতা ষোড়শ অধ্যায়ে প্রতিলোমজ জাতি-সমূহের বৃত্তির বর্ণনা দিয়া পরিশেষে বলিতেছেন—

> "সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃ-প্রদর্শিতাঃ।
> প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥"

১২শ পাদটীকাও এতৎসহ দ্রষ্টব্য।

* আর ঐরূপভাবে প্রতিলোমপথে জন্মিলে অবাধ্য, বিকৃত, অসংযত বৃত্তির আধিক্যবশতঃ মানুষ কুপ্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়াই থাকে। তাই, উহাদের বৃত্তিও সংহিতায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং নামকরণও তদনুপাতিকই করা হইয়াছে। যেমন চণ্ডত্ব আছে যার, সেই চণ্ডাল—তাই তাহাদের বৃত্তিও জহ্লাদের কাজ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। এই বংশানুক্রমিকতার বিকৃতি প্রতিলোম-সংস্পর্শে কিছু-না-কিছু ঘটিবেই—তাই প্রতিলোম-সংস্পর্শ এতখানি গর্হিত বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার কুফল এতখানি—ইহা জনসাধারণের সম্যক্ জানা নাই বলিয়া সেই অজ্ঞতার জন্যই, আজ হয়ত দেশে নানাস্থানে ঐ প্রতিলোম-সংস্পর্শ ঘটিতেছে। কিন্তু বিকৃত চণ্ডাল-জাতীয় সন্তান কেহই চাহে না। সুপুত্র চাহে না এমন পিতামাতা বিরল। তাই, ব্যাপার এইরূপ ঘটিয়া থাকে জানিলে কোন পিতামাতাই কুপ্রজননের প্রশ্রয় তো দিবেনই না, বরং ঐরূপ বিরুদ্ধ যৌনসম্বন্ধ ও বিবাহাদি আর যাহাতে কিছুতে না হইতে পারে তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন—ঐরূপে বংশের, পরিবারের ও জাতির মহান অকল্যাণ আনয়ন করিবেন না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

একটা innate ঝোঁক এখনও ঐ-রকমভাবেই একটা বিরাট নিয়ন্ত্রণী-পথে, অবাধ্য উজ্জ্বলতায়—একটা গোঁ-এর মতন অটুট উৎসাহাভিনন্দিত হ'য়ে সবাইকে টের পেতে বাধ্য করছে। 'পারশব' কথার সার্থকতায় এখনও তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন—দ্বিজদের প্রতি এখনও তাঁদের ভক্তি ও আনতি দেখলে অনেক স্থলেই বুকখানা তৃপ্তিতে উথলে ওঠে। দ্বিজাচার এবং সাধারণতঃ তাঁদের ধর্ম্মের মতন প্রিয়-কঠোর ভাবে তাঁদের প্রত্যেক ধমনীতে সঞ্চরণ করত।

---

*মহাত্মা মনু অপরিজ্ঞাত জাতির বর্ণ ও জাতিত্ব-নির্দ্ধারণের নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥
পিত্র্যং বা ভজতে শীলম্ মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্য্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥" —মনু, ১০—৫৮, ৫৯

অর্থাৎ অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও বৈদিক কর্ম্মহীনতা প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম লোকের আত্মপরিচায়ক,—সঙ্করজাতি তাহার পিতার কিংবা মাতার কিংবা উভয়ের স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। এজন্য অপরিচিত জাতির কর্ম্মদ্বারা পরিচয় হইতে পারে।

এই শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই নমঃশূদ্রগণ বিশিষ্ট-সদাচার-সম্পন্ন। আর্য্যের প্রধান বৃত্তি যে কৃষিকার্য্য তাহাতেই ইঁহাদের অধিকাংশ নিয়োজিত। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুগণের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইঁহাদের ব্রাহ্মণ-বিধানেই পিতামাতার অশৌচান্ত একাদশ দিনে হইয়া থাকে। এবং পক্কান্নের পিণ্ডদান হয়। এইগুলি তাহাদের চিরাচরিত আচার। খাদ্যাদি সম্বন্ধেও ইঁহাদের সর্ব্ববিধ আচার—শুধু উপনয়ন-সংস্কার নাই। মনুসংহিতায় চণ্ডালজাতির যে অনুশাসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আছে—

"চণ্ডাল, শ্বপচ ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে এবং জলপাত্র-রহিত হইয়া মৃতের বস্ত্র-পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন ও লৌহ অলঙ্কার পরিধান করতঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। ইহাদের ব্যবহার্য্য জলপাত্রাদি মার্জ্জন করিলে বা পোড়াইলেও শুদ্ধ হয় না। কুকুর ও গর্দ্দভ ইহাদের ধন। ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে সাধুগণ ইহাদের মুখ দেখিবেন না। ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাহ ও ব্যবহারাদি (আদানপ্রদান ও ঋণদান ঋণগ্রহণাদি) কার্য্য করিবে। সাধুগণ ইহাদের অন্ন ভগ্নপাত্রে ভৃত্যদ্বারা পরিবেশন করাইবেন। ইহারা রাত্রিতে গ্রামে কি নগরে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে না,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সাধারণতঃ নমঃশূদ্ররাই ছিলেন আর্য্যদের বিশেষতঃ এদেশের রক্ষক, শান্তিরক্ষক ও তাদের executive operator. ক্ষত্রিয়দের দক্ষিণহস্তই যেন তাঁরা। এখনও যদি তাঁদের police ও armyতে যথাযথভাবে educated ও trained ক'রে একচেটে ক'রে লাগান যায়—আমার মনে হয়, দুনিয়া তাঁদের পরাক্রম দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে উঠবে।

হাতে-কলমে কাজ করা এখনও তাঁদের যেন জাগ্রত instinct হ'য়ে চালিয়ে নিয়ে থাকে। এঁরা দ্বিজ-সংস্কারাপন্ন না-হ'লেও সর্ব্বতোভাবে দ্বিজ-আচারী—এমন-কি, বিপ্রাচারসম্পন্ন হওয়াই বিধেয়।*

তবে রাজকর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া কার্য্যার্থ দিবসে বেড়াইতে পারিবে। যাহার বন্ধুবান্ধব নাই এমন ব্যক্তির মৃতদেহ ইহারাই গ্রাম হইতে বাহির করিবে। রাজার আজ্ঞানুসারে যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, ইহারাই তাহাকে বধ করিবে এবং তাহার শয্যাবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিবে।"

—মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, ৫১-৫৬

নমঃশূদ্রদের অঙ্গসৌষ্ঠব, অনেকের বর্ণ এবং দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধার সহিত এই চণ্ডালত্বের কোন সংস্রব নাই। তবে "জাতিতত্ত্ব ও নমস্যকুলদর্পণ"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎপুস্তকে লিখিতেছেন—

"বর্ত্তমান সময়েও কুকুর ও গাধা-সম্বলধারী একদল লোক জনসমাজের বহির্ভূতভাবে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। শৃগাল-কুকুরাদি ও নানা প্রাণী হত্যা করিয়া কিঞ্চিৎ দগ্ধ করতঃ সেই সকলের মাংসাহারে উদর পূর্ণ করে ও পরিতৃপ্ত হয়। যদি এই নমোব্রহ্ম জাতির পূর্ব্ব-স্বভাবও তাহাই হইত তবে তাহাদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীতাও থাকিত এবং সেই স্বভাব কিছুতেই বদলাইয়া এত বীতস্পৃহতা লাভ করিতে পারিত না।"—'জাতিতত্ত্ব ও নমস্যকুলদর্পণ', ৭৬ পৃষ্ঠা

আবার নমঃশূদ্রদের গৌরবর্ণ সম্বন্ধে—

"ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ শতকরা ২৩.৫ জনের
কায়স্থের গৌরবর্ণ শতকরা ২১.৬ জনের
নমঃশূদ্রের গৌরবর্ণ শতকরা ২০.৩ জনের।"

—'আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে নমঃশূদ্রগণ যে প্রধানতঃ পারশব ব্রাহ্মণ—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির মর্ম্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

* ইঁহাদের দ্বিজাচার সম্বন্ধে পূর্ব্ব পাদটীকায়ই উল্লেখ করিয়াছি। আর বিপ্রত্বের দাবীও ইঁহারা কিছুদিন হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এঁদের সবাইকে একটু হিসাব-নিকাশী নজর ক'রে দেখতে গেলেই—দেখে যেন মনে হয়, বিপ্র-ঔরসে শূদ্রাকন্যাজাত 'পারশব', ক্ষত্রিয়-ঔরসে শূদ্রা-কন্যাজাত 'উগ্র' আর বৈশ্য-ঔরসে শূদ্রাকন্যাজাত 'করণ' ইত্যাদির একটা মেশাল-রকম যে এঁরা নন্ তা'ও নয়কো। এঁদের ভিতরকার পূর্ব্বতন বিবাহ-পদ্ধতি, আচার, চরিত্র, ব্যবহার ও অভ্যাস ইত্যাদি একটু নজর ক'রে দেখলেই অনেকটাই অনুমান করা যেতে পারে।

আবার, প্রতিলোমজও এঁদের ভিতর অনেক জায়গায়ই হয়তো মিশে গেছে—তাদেরও যে এঁদের সাথে বেশ-একটু তফাৎ আছে তা' ঐ আচার, ব্যবহার, চরিত্রের ভিতর-দিয়ে বুঝতেই পারা যায় ব'লে মনে হয়। তা'হলেও ঐ পুরাতন বিবাহ-পদ্ধতি এবং চরিত্রাদি হিসাব ক'রেই নমঃশূদ্র

"The claim of the Namasudras to be Brahmins has been made from some time but has not been at all seriously contested unitl the present census."

–'Census of India, 1931, Vol. V, p. 481

"The Namasudras have four main sub-castes, viz. Halia. Chasi, Karati and Jalia. Halia, Chasi and Karatis are engaged in cultivation, while Karatis work as carpenters. In fact, all these three sub-castes may be regarded as Halia or cultivating Namasudras as distinct from the Jalia. (or fishing) Namasudras."

—'Census of India, 1911, P. 521.

উঁহাদের হাতে-কলমে কাজ করা সম্বন্ধে ১৯১১ সনের সেন্সাস্ রিপোর্টের ১ম খণ্ডের ৫৭৮ পৃষ্ঠায় (Sub-sidiary Table) দেখা যায় নমঃশূদ্রগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায় পরিলক্ষিত হয়। নৌকার্য্য, কৃষিকার্য্য, কাষ্ঠছেদক, মৎস্যজীবী, শিকারজীবী, শ্রমশিল্পী, ব্যবসায়ী, গৃহ-কর্ম্মকারী ও অন্যান্য বহুবিধ কর্ম্ম ও জীবিকা এই নমঃশূদ্রগণের রহিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির সার্থকতা কতখানি! সত্যি সত্যি তাঁহাদের কর্ম্মের instinct গুলি যেন তাজা ও জাগ্রত রহিয়াছে।

তা'-ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলিতেছেন, তাঁরা শৌর্য্য ও তেজস্বিতায় বর্ত্তমানেও আর্য্যদের রক্ষক, তাঁদের 'পারশব' নামের সার্থকতা তাঁদের কর্ম্মকুশলতার মধ্যে চির-পরিস্ফুট।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নামে পরিচিত জাতির সবটাই যে অনায়াসে ঐ-ঐ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।*

পুরাকালে অনেক শূদ্র তাদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে কারু ভিতর-দিয়ে ক্রম-উৎক্রমণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন—এমন-কি, অনেক দ্বিজ এদের কাছে trained হ'য়ে মুনি ও ঋষিত্বে উপনীত হয়েছিলেন, পুরা-ইতিহাস এখনও তার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। ! বিবাহাদি সংস্কারও এদের কন্যাদের

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, এই নমঃশূদ্রগণ প্রধানতঃ পারশব হইলেও ইঁহাদের মধ্যে অনুলোম-জাত উগ্র-ক্ষত্রিয় ও করণও আছে। এবং প্রতিলোমজরাও এঁদের সহিত মিশে গেছে। তবে মনুপ্রোক্ত নীতি-সাহায্যে কর্ম্ম ও আচার এবং দেবদ্বিজে আনতি দেখিয়া উঁহাদের সহজেই ঐ-ঐ শ্রেণীতে আমরা বিভক্ত করিতে পারি।

! "বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীর পুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইয়াছিলেন।"
'বর্ত্তমান ভারত', পৃঃ৩১—স্বামী বিবেকানন্দ

"জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্তাৎ শ্বপাকাচ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোল ক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥
মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠা নাবিকাপত্যমুচ্যতে॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেঽপিবিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনয়ঃ॥"
—'ভবিষ্য পুরাণ', ব্রাহ্মপর্ব্ব, ৪২ অধ্যায়

"দাসীগর্ভ-সমুৎপন্নো নারদশ্চ-মহামুনিঃ।
শূদ্রীগর্ভ-সমুৎপন্নেঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ॥
নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ॥"
—'হরিবংশ', ৯—১১ অধ্যায়

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"
—মনুসংহিতা, ১০—৪২

"শূকর ও মহিষাদির মাংস-বিক্রেতা ব্যাধ অতি নীচ জাতি। তথাপি সে ধর্ম্মজ্ঞানের জন্য মহাভারতে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রশংসা পাইয়াছে। মাতঙ্গ চণ্ডাল হইয়াও, নিজকর্ম্মগুণে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছে।"
—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সমানবংশীয় এবং পিতৃবর্ণ ও তদুচ্চবর্ণের সহিত অনুলোমভাবে হওয়াই উচিত। প্রতিলোম-সংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে এদেরও অশ্রদ্ধা করা উচিত। এঁরা যদি এখনও নিজদিগকে এমনতরভাবে বুঝে না চলেন, কিছুদিন পরে এঁরা এখন যেমন আছেন, তা'-ও থাকবেন না—সর্ব্বনাশ শঙ্কিত অবসাদে একে-একে সবাইকেই যেমন গ্রাস করেছে—এঁদেরও যে অতি সহজেই তা' করবে সে-সম্বন্ধে কোন দ্বিধাই নেইকো।

তাই বলি, এঁরা যদি শ্রেয়ই চান, অনতিবিলম্বে আর্য্যজয়মুগ্ধ ও মুখর হ'য়ে, সেই প্রাণস্পন্দনে নিজেদের উদ্বুদ্ধ ক'রে আর্য্যাচার-প্রহরণী হ'য়ে এখনই ফিরে দাঁড়ান, depressed class ব'লে নিজেদের আর অভিহিত না ক'রে, শৌর্য্যশীল বিপ্রীলোহলোজ্জ্বলা পারশবতায় দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠুন—এই হ'চ্ছে আমার কথা।

প্রশ্ন। বাংলার মাহিষ্যজাতি তো সংখ্যায় সব জাতির চাইতেই বেশী—তারাও তো দ্বিজই? তাদের সমাজে এত নিকৃষ্ট স্থান কেন? মাহিষ্যজাতির

"মনুসংহিতা ও মিতাক্ষরা অনুসারে ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীকে বিবাহ করিয়া কন্যা উৎপাদন করিলে, সেই কন্যা আবার ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হইলে, এইরূপে ৫।৬ বংশ পরে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ হয়। এইরূপে কত শূদ্র ব্রাহ্মণ-বর্ণে প্রবেশ করিয়াছে।"

—'মহাভারত-মঞ্জরী' ২৫৩ পৃঃ

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বর্ত্তমানের ন্যায় বাঁধাবাঁধি জাতিভেদ ছিল না। কারণ, গ্রীক্ দূত Megasthenes দীর্ঘকাল তাঁহার সভায় থাকিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন—

"যে-কোন জাতির হিন্দু ব্রাহ্মণ হইতে পারে।"

'Hindu Superiority' P. 30

"বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, আর্য্য, অনার্য্য, এমন-কি, ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত ঋষি হইতে পারে।"

—'ভারতে বিবেকানন্দ', পৃঃ ১৯৯

গরুড় পুরাণ বলেন—

"যদি কোন ম্লেচ্ছতে অষ্টধা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তিনি মুনি, তিনি শ্রীমান্, জিতেন্দ্রিয় ও পণ্ডিত।"

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥" ২৩৮ শ্লোক।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কর্ম্ম কী, ব্যবসায় কী, আর তাদের পাতিত্য দূর হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ওদের মাহিষ্য না-ব'লে আমার হিসাবে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ব'লে অভিহিত করাই সমীচীন—যেমন মূর্দ্ধাবসিক্ত বিপ্র, অম্বষ্ঠ বিপ্র ইত্যাদি।*

সব পাতিত্যই মাথাতোলা দেয় তখনই যখন ইষ্ট ও কৃষ্টিকে কেউ—বৃত্তিস্বার্থপরতার সহিত compromise ক'রেই হোক বা বৃত্তিপরতন্ত্র হ'য়েই হোক—অবহেলা করে, বা ত্যাগ করে। ‡ এরা কখন, কেন, এদের

---

* মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে ভীষ্মদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাৎ দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
হীনবর্ণাস্তৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ।।"

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের) কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয় তাহারা উভয়েই ক্ষত্রিয়। বৈশ্যার গর্ভোৎপন্ন ক্ষত্রিয়-তনয়ের নাম মাহিষ্য-বিশেষণে বিশেষিত করা হয় মাত্র—যেমন মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়। মাহিষ্য মহ্-ধাতু হইতে হইয়াছে—ইহার অর্থ মহনীয়। আর, তৃতীয়া শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন যে ক্ষত্রিয়-সূত তাহার নাম উগ্র-ক্ষত্রিয়। অনুলোম অসবর্ণজ সন্তানগণ পিতার পদবী ও গোত্র উভয়ই প্রাপ্ত হয়।

আবার, বিপ্র বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। বিপ্রার গর্ভে বিপ্রের ঔরসে যে সবর্ণজ সন্তান হয় সে বিপ্র, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিপ্রের ঔরসে যে অনুলোম অসবর্ণ সন্তান হয় সেও বিপ্রই, তবে তাহাকে 'মূর্দ্ধাবসিক্ত' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। তেমনই বৈশ্যার গর্ভে বিপ্রের ঔরসে যে সন্তান হয় তাহাকে অম্বষ্ঠ বিপ্রই বলে—পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—এবং শূদ্রার গর্ভে পারশব ব্রাহ্মণ হয়। এই অনুলোম অসবর্ণজ সন্তানগণ পিতারই পদবী ও গোত্রের এবং পিতৃ-সংস্কারের অধিকারী হয়, তবে দ্ব্যন্তর বর্ণের হইলে মাতৃজাতির সংস্কারপ্রাপ্ত হয়। ইহাই চিরন্তন শাস্ত্রবিধি। মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয়ই—ক্ষত্রিয়-পিতার সন্তান, ক্ষত্রিয়-পিতার গোত্র ও পদবীই তাঁহাদের।

‡ জাতির বিভিন্ন খণ্ড যখন আর্য্যবৃত্তি অর্থাৎ একাদর্শপ্রাণতাকে বিসর্জ্জন দেয় এবং আর্য্যকৃষ্টির সংস্কারাদি বর্জ্জন করে এবং প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হ'য়ে পড়ে—ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণ সমাজ নিয়ে তখন তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে সহস্রধা-বিভক্ত হ'য়ে যায়—বিদ্বেষ-বিচ্ছিন্ন জাতি তখন অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও পরিবারের সমষ্টি হ'য়ে পড়ে। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর তাৎপর্য্য।

"It is at times when ideals are threatening to disappear that we are able to observe an immediate diminution of that strength, which is the essence of

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পূর্ব্বপুরুষকে, কী-স্বার্থে তাদের ইষ্ট ও কৃষ্টিসহ অবহেলায় লাঞ্ছিত করেছে তা' আমি কিছুতেই ইয়াদেই আনতে পারি না। এদের পিতৃপুরুষকে অস্বীকারে অবনত করার বুদ্ধি যে কি ক'রে এল, পিতৃপুরুষের গর্ব্বে বুক-খানাকে গরীয়ান বর্ম্ম-মুকুটে পরিশোভিত ক'রে যে কেন দাঁড়াল না বা এখনও দাঁড়ায়নি, ওদের বক্ষ ক্ষত্রতেজোদ্দীপ্ত হ'য়েও কেন যে এখনও টগ-বগিয়ে ওঠেনি—এ ভেবে তো আমি হতভম্বই হয়ে উঠেছি! উত্তরবঙ্গের ভীম—এই সেদিনকার কথা—যার ক্ষত্রতেজে সমগ্র দেশটা চক্‌মকিয়ে বিদ্যুৎ-গর্জ্জনে গর্জ্জে উঠেছিল—সে-স্মৃতিও হয়তো ওদের মস্তিষ্কে নেইকো।*

---

the community and a necessary condition of culture. Then selfishness becomes the governing force in a nation, and in the hunt after happiness the ties of order are loosened and men fall out of heaven straight into hell."

"My struggle"–Adolf Hitler"

* বাংলার মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণের বিজয়কীর্ত্তি মেদিনীপুরের আশুতোষ জানা মহাশয়ের লিখিত মাহিষ্য-রাজবংশের ইতিবৃত্ত, সেবানন্দ ভারতী-লিখিত কয়েকখানি পুস্তিকা, তমলুকের ইতিহাস, মাহিষ্য-বিবৃতি, মাহিষ্য প্রকাশ, হাবাশপুরের পণ্ডিত বিশ্বাস মহাশয়ের লিখিত কয়েকখানা বহি এবং ডায়মণ্ডহারবারের মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধির কয়েকখানি পুস্তিকখানি হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"উত্তরবঙ্গের পালবংশের স্থাপয়িতা গোপাল দেব মাহিষ্যবংশীয়। বিখ্যাত পালবংশ বৌদ্ধ হইলেও নিজ পুরোহিত বংশেরই শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণই মন্ত্রিত্ব করিতেন। পরে হিন্দু-মাহিষ্য, দিব্যক, রুদ্রক, ভীম প্রভৃতি বীরগণ বৌদ্ধ-মাহিষ্য পাল-বংশীয়দের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। পালবংশীয় বৌদ্ধগণ পরে মাহিষ্যদেরই মধ্যে মিশিয়া যায়। এখনও সে-বংশের মাহিষ্যগণ আছেন।

"বাংলার মাহিষ্যদিগকে চারিভাগে ভাগ করা যায়—অশ্বপতি, গজপতি, ক্ষেত্রপতি ইত্যাদি। এই নামগুলিই তাহাদের ক্ষাত্রবীর্য্য এবং রণদক্ষতার নিদর্শন। বাংলায় বসবাসের পার্থক্যহেতু ইহারা উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, গঙ্গারাঢ়ী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। দক্ষিণবঙ্গে মেদিনীপুরে ইঁহাদের তাম্রলিপ্ত, সুজামুঠা, তুড়ফা, ময়নাগড়, গড়বেতা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ প্রভৃতি রাজারা বড় যোদ্ধা ছিলেন।

'ইংরাজ আমলেও প্রথমতঃ মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণ অনেক বাধাই দিয়া আসিয়াছিলেন। ইংরাজেরা প্রথম আমলে পূরবীয়া সৈন্য-সাহায্যে অনেক স্থান দখল করেন। এই পূরবীয়া সৈন্যদের অধিকাংশই মাহিষ্য ছিল। নবাব সিরাজের সেনাপতি মহাবীর প্রভুভক্ত মোহনলাল মেদিনীপুর-নিবাসী মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ছিলেন। মুসলমানযুগে মহারাজ নবগৌরাঙ্গ রায় মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়জাতির

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমাদের পুর্ব্বপুরুষকে তাঁদের মহীয়ান্ কৃতিত্বের সহিত কেমন ক'রেই যে অতল বিস্মৃতিতে ডুবিয়ে রেখেছি—ভাবতেও যেন অন্তঃকরণ কাঠ হ'য়ে ওঠে!

আমার মনে হয়,—এরা যদি এখনই ইষ্টৈকপ্রাণতার সহিত কৃষ্টিকে আপ্রাণ আঁকড়ে ধ'রে, দ্বিজত্বে সমারূঢ় হ'য়ে,* ক্ষত্রগর্ব্বে রক্তকণাগুলিকে উদ্দীপ্ত ঝঞ্ঝাসম্বেগী ক'রে তোলে, তবে এখনই ওরা ও পারিপার্শ্বিক, দেশ ও আর্য্যকৃষ্টি এমন মাথাতোলা দিতে পারে, যা' দেখে দুনিয়াটা ত্রস্ত-স্তম্ভিত হ'য়ে ওঠে—প্রকৃতিই তাদের ভক্তি-অবনত ক'রে তোলে।

এরা ক্ষত্রসন্তান, ক্ষত্রিয়ের দক্ষিণ হস্ত, ক্ষত্রদীপ্তি এখনও এদের অন্তরে মন্দাকিনীর ন্যায় মৃদু হ'লেও বেগবতী, ক্ষত্রিয়েরাও যেমন দ্বিজ, এরাও দ্বিজ-সংস্কারযোগ্য—মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ন্যায়—অর্থাৎ তারাও যেমন বিপ্রধর্ম্মী এরাও তেমনই ক্ষত্রধর্ম্মী। বিবাহ-সংস্কারাদি এদেরও দ্বিজদেরই মত—কন্যার বিবাহ এদেরও ঐ অনুলোমক্রমিক। ‡ প্রতিলোম এদেরও কাছে অত্যন্তই অশ্রদ্ধেয় হওয়া উচিত—এরাও ক্ষত্রিয়ের মত ইষ্ট ও কৃষ্টির রক্ষক!

ক্ষাত্রবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে, পূর্ব্ববঙ্গের সাভারে, যশোহরে, বনগ্রামে, মেদিনীপুরে, উত্তরবঙ্গে—বঙ্গের সর্ব্বত্রই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিয়াছেন। বঙ্গ হইতে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণ সিংহল, বলীদ্বীপ, জাভা, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার মাহিষ্যগণ ক্ষাত্রবীর্য্যে এখনও তেজীয়ান্, বাংলার ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্যদান করিতেছে।"

*আধুনিক Science of Heredity এবং Science of Eugenics-ও বলে সহজাত-সংস্কার যথোপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে অঙ্কুরিত-উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিবেই। তার জন্য প্রয়োজন এক ইষ্টকে অনুসরণ করা এবং আর্য্যকৃষ্টির বিধিগুলিকে কালোপযোগীভাবে যথাযথ অনুসরণ করা। তবেই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণের বীর্য্য ও কর্ম্মকুশলতা আবার জাগরূক হইবে। সূক্ষ্মদর্শী দর্ভপাণির বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলার পালরাজগণ মাহিষ্য-ক্ষাত্র বীর্য্যের কিরূপ জ্বলন্ত সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে তাহা বাংলার জনসমাজের অবিদিত নাই।

‡ মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয়। তাই ইহারা স্বজাতীয় কন্যা এবং অনুলোমক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রাদিরও কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। আবার, ইহাদের কন্যা কখনই বৈশ্য-শূদ্রাদিকে বিবাহ-সূত্রে দান করিতে পারেন না। তাহা হইলে প্রতিলোম-সংস্পর্শ হইবে। তবে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ, কিংবা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বিপ্র এবং বিপ্রদিগকে অনুলোমক্রমে ইঁহারা কন্যাদান করিতে পারেন। কারণ, অনুলোমে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জাতি যখন এক-ইষ্টে আপ্রাণ হ'য়ে, কৃষ্টিকে অনুধাবন ক'রে বাঁচা-বাড়ার সাধনায় উন্মুখ ও উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—জাতিগত, বর্ণগত, বিভিন্ন শক্তিগুলি বজ্রনিনাদে একীভূত হ'য়ে তখনই যে কী বিরাট সম্বেগে অমৃতোৎ-সরণশীল হ'য়ে তার অধিগমনে বাস্তবসভ্যতা সৃষ্টি করতে করতে উন্নত উৎসরণ-চলৎশীল হ'য়ে চলতে থাকে, বাধা, বিপর্য্যয়, বিরোধকে—যত কিছু প্রতিকূলকে অনুকূল-নিয়ন্ত্রণ ক'রে অভিনব সৃষ্টি করতে করতে চলতে থাকে—তাকে থামিয়ে রাখে, অবশ ক'রে রাখে, মূঢ় ক'রে রাখে—এমনতর কিই-বা থাকতে পারে?

তাই বলি আমি—জেগে ওঠ, অটুট আপ্রাণ ইষ্টৈকপ্রাণ হও, কৃষ্টি-কিরীট শোভিত হ'য়ে অমৃত-উৎসরণী চলনায় চলতে থাক, পথের বাধাগুলিকে অবহেলা না-করে, compromise না-ক'রে, পুষ্টি ও পোষণ দিয়ে তাদের বলীয়ান না-করে, নিয়ন্ত্রণে অনুকূলে আন—বা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে যদি পার নিজের পোষণীয় ক'রে লও—এই হ'চ্ছে আমার কথা, এই হ'চ্ছে আমার চাহিদা!

প্রশ্ন। বাংলার পোদ-জাতিরও তো জল অস্পৃশ্য—তাদেরই বা স্থান কোথায়? এরাও কি বর্ণাশ্রমধর্ম্মী দ্বিজ নয়? এদেরই বা পাতিত্য যায় কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পোদ ব'লে যারা অভিহিত হ'চ্ছে—আমার মনে হয় তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়,—পৌণ্ড্র দেশে বাস ক'রে আর্য্যকৃষ্টিকে অবহেলা করার দরুন

নারী উচ্চতর সন্তানের জনয়িত্রী হয়, আর প্রতিলোমহীন সন্তানের উদ্ভব হয়। বাংলার মা, বাবা কখনই প্রতিলোমজ হীন সন্তানের মা-বাবা হ'তে চান না। এঁরা ক্ষত্রিয়—ইষ্ট ও কৃষ্টির রক্ষক। এঁরা নীতি-অনুসারে চলিলে ও এক-ইষ্টে আপ্রাণ হইলে ইঁহাদের পূর্ব্বগৌরব আবার উদ্দীপিত হইবে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

যাজ্ঞবল্ক্য টীকাকার মিতাক্ষরায় বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োৎপন্নমূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্যাদ্যনুলোমসঙ্করে জাত্যন্তরতোঽপ্যুপনয়নাদিপ্রাপ্তিশ্চ বেদিতব্যা তয়োর্দ্বিজাতিত্বাৎ।"

—শ্রীমৎ বিজ্ঞানেশ্বর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তারা পাতিত্য লাভ করেছিল, বস্তুতঃ তারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইতেই জাত।*

দ্বিজমাত্রেই যদি ইষ্ট ও কৃষ্টিকে অনুসরণ না করে, অবহেলা করে, তারা শূদ্র categoryতে পতিত হয়—কিন্তু বস্তুতঃ তারা শূদ্র নয়কো অর্থাৎ শূদ্র caste নয়কো। ‡

এরা যথাযথভাবে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যদি যথাযথ আর্যসংস্কারাপন্ন হয়, উপবীতাদি যথানিয়মে গ্রহণ ক'রে ইষ্টৈকপ্রাণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা' হ'লেই এদের পাতিত্যের অবসান হ'য়ে এরা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে পারে। ✞

বিবাহ-সংস্কারাদি এদের আর্য্যদ্বিজদেরই মতন হওয়া উচিত, প্রতিলোমে অশ্রদ্ধা থাকা ও প্রতিলোম-সংস্পর্শে না যাওয়া বা আসা instinctively

---

* মনুসংহিতায় আছে—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জায়তঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড কাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

—দশম অধ্যায়। ৪৩—৪৪

এই পৌণ্ড্রকগণই, 'পোদ' নামে বর্ত্তমানে অভিহিত হইতেছেন। 'পোদ' কথাটি ঐ 'পৌণ্ড্রক' কথাটির অপভ্রংশ মাত্র।

‡ পূর্ব্ব পাদটীকাতেই মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—ক্ষত্রিয়গণের কেহ কেহ ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আর্য্যকৃষ্টির প্রতীকের সাক্ষাৎ দর্শনের অভাবে বৃষলত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্য্যক্রিয়া হ'চ্ছে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রম এবং আর্য্যদশবিধসংস্কারানুগ হইয়া চলা; আর ইষ্ট হ'চ্ছে সত্যিকার ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ। আর্য্যদ্বিজগণ যদি এই ইষ্ট ও কৃষ্টিকে সম্যক্ অনুসরণ না করে, তবে বৃষলত্ব-প্রাপ্ত হয়। বৃষলত্ব শূদ্রভাবাপন্নতা, কিন্তু শূদ্র-জাতিত্ব নহে। কারণ স্মৃতিতে আছে—

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো বৈ বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলঃ স্মৃত॥

ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

✞ তবেই শূদ্রভাবাপন্নতা দূর করিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন—শাস্ত্রানুমত প্রায়শ্চিত্ত করা এবং উপবীতাদি যথানিয়মে গ্রহণ করিয়া ইষ্টাবলম্বনে আর্য্যসংস্কারাপন্ন হওয়া।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হওয়া তো চাই-ই। প্রতিলোম যৌন-ব্যাপারে জাতকের as an instinct আসে ইষ্ট ও কৃষ্টি বিরোধিতা (betrayal)*—কারণ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষের যে ইষ্ট ও কৃষ্টি instinct সন্তান-সন্ততিতে যা' বহন ক'রে জীবনে জন্মলাভ ক'রে আসছিল, প্রতিলোম-সংস্পর্শে—যেমন ক'রেই হোক—সেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষদিগকে betray ক'রে ইষ্ট ও কৃষ্টিকে অবহেলায় লাঞ্ছিত ক'রেই থাকে। আর, তারই ফলে যে সন্তান-সন্ততি জন্মে—একটা গোঁয়ের মতন তাদের ভিতর as an instinct ঐ ইষ্ট ও কৃষ্টিকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে betray করার ঝোঁক এমন সহজভাবে নিহিত থাকে যে, অতি অল্পমাত্র বৃত্তিস্বার্থই indomitable foe-র মতন সপূর্ব্বপুরুষ ইষ্ট ও কৃষ্টিকে betray করতে পারে। আর, যেখানেই অমনতর হয়নি, সেখানেই আর্য্য-দ্বিজতে শ্রদ্ধা, বিপ্রে ভক্তি, ইষ্ট ও কৃষ্টিতে আনতি একটু টোকা দিলেই ঝন্-ঝন্ ক'রে গর্জ্জে ওঠে। কারণ, এটা একটা normal instinct-এর মতন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষের

---

* পাতিত্য দূর করিবার জন্য বিবাহও আর্য্যনিয়মানুসারে চালাইতে হইবে। কারণ, অনুলোম বিবাহে যেমন নারীর উৎকৃষ্টতর সন্তান লাভ হয়, তেমনি প্রতিলোম-সংস্পর্শে অর্থাৎ নিম্নবর্ণের পুরুষ যদি উচ্চবর্ণা স্ত্রী গ্রহণ করে তবে তজ্জাত সন্তান স্বভাবতঃই ইষ্ট ও কৃষ্টির বিরোধী ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কারণ উচ্চবর্ণীয়া নারী প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রা হইয়া ইষ্ট ও কৃষ্টিকে অবহেলা ও betray না করিলে কিছুতেই নিম্নবর্ণের পুরুষে উপগত হইতে পারে না। তাই, প্রতিলোম যৌন-সংশ্রবে নারীর ঐ betrayal ও অবহেলা সহজ-সংস্কাররূপে জাতিতে সঞ্চারিত হয়। সন্তান স্বভাবজ হীনতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাই, প্রতিলোম-সংস্পর্শ আর্য্যসমাজে এত ভয়াবহ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ রহিয়াছে—'প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।' —বিষ্ণুসংহিতা

শাস্ত্রে আরও আছে—

"যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে॥" —মনুসংহিতা, ১০।৭২

বীজপ্রভাবে তির্যক্‌জাতগণও ঋষিত্ব লাভ করিয়া পূজিত ও প্রশস্ত হইয়াছিলেন। সেই কারণে বীজেরই মাহাত্ম্য। ইহাদ্বারা অনুলোমজাত সন্তানগণ যে উচ্চবর্ণের ভাব পায় এবং নিম্ন-বর্ণের বীজে উৎপন্ন প্রতিলোমজগণ বীজপ্রভাবে যে হীনত্ব লাভ করে তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভিতর দিয়ে ooze ক'রে তাদিগকে জীবনে জন্ম দিয়েছে—এটা একটা normal litmus paper test-এর মতন।

আবার একটু নজর ক'রেই দেখবেন—পুরুষ, যারা কোন কারণে অন্য রকমে convert হয়েছে—যাদের পরম্পরা ঠিক আছে অথচ আর্য্যকৃষ্টিরই মানুষ, তাদের—যেমনতর বললাম,—ঐ দ্বিজে শ্রদ্ধা, বিপ্রে ভক্তি, আর্য্য ইষ্ট ও কৃষ্টিতে একটা normal আনতি একটু হিসাব ক'রে টোকা দিলেই কেমনতর ঝন্-ঝনিয়ে বাজতে থাকে—আর যেখানে মেয়েরা কোনরকম enticement-এ অমনতরভাবে convert হয়েছে,—convert হ'য়ে অন্য প্রতিলোম পুরুষকে গ্রহণ করেছে—তাদের ছেলেপিলেগুলি কেমনতর brutally তাদের পূর্ব্বতনকে অস্বীকার ক'রে foe-like attitude-এ পূর্ব্বতনকে অবজ্ঞা ক'রে ইষ্ট ও কৃষ্টিকে একটা demoralising vengeance-এ repel ক'রে দেয়—তাই প্রতিলোম-সংস্পর্শ সর্ব্বথাই পরিহার্য্য!*

---

* তাই, প্রতিলোমজাতকগণ কিছুতেই পুষ্ট না হইতে পারে এবং তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি কিছুতেই না হয় তজ্জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা—তাহাদের শুধু সমানজাতির সহিত ব্যবহার। আরো আছে—

"সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্॥"

তাহারা প্রকাশ্যভাবেই থাকুক আর অপ্রকাশ্যভাবেই থাকুক তাহাদের কর্ম্মের দ্বারাই জাতি জানিয়া লইবে এবং ব্রাহ্মণ, গো, নারী এবং শিশুদের উদ্ধারার্থ আত্মোৎসর্গ প্রতিলোমজগণ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের পথ।

তাহাদের সংখ্যার আধিক্য জন্মিলে রাষ্ট্রে ভীষণ উপদ্রবের সৃষ্টি হয়। বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যদি স্ব-স্ব বৃত্তিতে নিয়োজিত না থাকিয়া মদমোহিত হ'ন, তবে তাঁহারা যেমন জগৎকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন, তেমনই প্রতিলোম অপধ্বংসজগণের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে রাষ্ট্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জগতে এই উভয় কারণেই নানাবিধ রাষ্ট্র-বিপ্লব ও বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হইতেছে। তাই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ই হোক, নমঃশূদ্রই হোক, মাহিষ্যই হোক, আর বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-বিপ্রই হোক—যেখানে এমনতর নাই, তারা এই আর্য্যকৃষ্টির টোকায় গর্জ্জে উঠবেই কি উঠবে—বহু বিরহের পর মিলনকে মানুষ যেমন আগ্রহে গ্রহণ করে, তেমনি-করেই আর্য্য ইষ্ট ও কৃষ্টিকে তারা গ্রহণ করবেই কি করবে!* চাই যথোপযুক্তভাবে, convincingly তাদের ইয়াদের সম্মুখে put করা।

প্রশ্ন। বাংলার বাগ্দি, বাংলার জেলে, বাংলার ডোম, বাংলার হাড়ি, বাংলার ধোবা, মুচি, মেথর, মুদ্দফরাশ—যারা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, বাহ্যজাতি ব'লে কথিত, তাদেরও তো আর্য্যকৃষ্টিই আদর্শ? এদেরও কি উন্নয়নের পন্থা আর্য্য-বিধানে আছে? তা' কেমন-ধারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যারা প্রতিলোমজ, যাদিগকে বাহ্য ব'লে স্মৃতিকারগণ ব্যাখ্যা করেছেন,—আর্য্য-সমাজ, আর্য্যকৃষ্টি তাদিগকে কি ক'রে reformation-এর ভিতর-দিয়ে remotedly refine ক'রে নিতে হবে তারও ব্যবস্থা

---

* বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ স্বনামধন্য ডাক্তার Alexis Carrel বলিতেছেন—

"As long as the hereditary qualities of the race remain present, the strength and the audacity of his fore-fathers can be resurrected in modern man by his own will." —'Man, the Undnown'

তিনি আরো বলেছেন—

"Do we still have enough energy and perspicacity of such a gigantic effort? At first sight, it does not seem so. Man has sunk into indifference to almost everything except money. There are, however, some reasons for hope. After all, the races responsible for the construction of our world are not extinct. The ancestral potentialities still exist in the germplasm of their weak offspring. These potentialities can yet be actualised. They will not succumb. For the descendants of the energetic strains possess a marvellous, although hidden strength."

—'Man, the Unknown', pp. 276-77

বাংলার পোদ, নমঃশূদ্র ও মাহিষ্যগণও তাঁদের অন্তর্নিহিত আর্য্য ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্যবীর্য্যে আবার ইষ্টকৃষ্টির গ্রহণ ও অনুসরণে দেদীপ্যমান্ হইয়া উঠিবেই।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ক'রে দিয়েছেন। আর্য্যকৃষ্টি কাকেও যে ত্যাগ করেছে তা' তো আমি বড় দেখতে পাই না—শুধু ইষ্ট, আদর্শ বা গুরুদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি কতকগুলি বাদ—আর তা' কেই-বা করে না?*

সব দেশেই তো শুনতে পাই, ঐ-জাতীয় পাতিত্য সর্ব্বনাশ ছিটিয়ে দেশ ও জাতিকে অপঘাতে নিঃশেষ করে ব'লেই মানুষের অস্তিবৃদ্ধির চাহিদার খাতিরে ঐগুলি-সম্বন্ধে, যা' শুনেছি—ঐ-জাতীয় কঠোরতা অবলম্বন ক'রেই থাকে। ¦

---

* মনুসংহিতায় অপধ্বংসজ প্রতিলোমজাতকগণের বৃত্তি বর্ণনায় মনু বলিতেছেন—

"তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ।।"

অর্থাৎ, তাহারা দ্বিজজাতির উপকারক, গর্হিত কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বিষ্ণুসংহিতার ষোড়শাধ্যায়ে আছে—

"প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ। সর্ব্বেষাং চ সমানজাতিভির্ব্যবহারঃ। স্বপিতৃবিত্তানুহরণঞ্চ।
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্।।"

আবার পদ্মপুরাণে রহিয়াছে—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।।"

বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে—

"মুচি হ'লেও হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হ'লেও হয় মুচি যদি কৃষ্ণ ত্যজে।।"

বিশ্বাসঘাতকের উদ্ধার নাই—

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতক্যঃ।
তে নরাঃ নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।।"

অর্থাৎ "মিত্রদোহী, কৃতঘ্ন, যে বিশ্বাসঘাতক।
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর—অনন্ত নরক।।"

আর, গুরুদ্রোহিতার শাস্তি ঐ বিশ্বাসঘাতকেরই অনুরূপ। গুরুদ্রোহী যে, সে পরম কৃতঘ্ন পরম বিশ্বাসঘাতক—তাই তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই।

¦ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।।" —মনুসংহিতা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ঐরূপ অন্ত্যজ প্রতিলোম-জাতকগণকে তন্নিকট উচ্চ যারা তাদের সহিত eugenic ব্যাপারে এবং হাতে-কলমে তাদের instinct-মাফিক পারি-পার্শ্বিকের সেবায় সন্নিবেশিত ক'রে,* যা'তে তারা ঐ পতিত জনন ও জীবন থেকে বাস্তব ক্রমোন্নতি লাভ করে—তার ব্যবস্থা ও প্রয়োগ ঋষিরা যথোপযুক্তভাবেই ক'রে রেখেছেন। তাঁদিগকে ডিঙ্গিয়ে যদি আমরা কিছু করতে যাই,—আর ওরাও যদি প্রলুব্ধ হ'য়ে ঋষিদিগকে অবদলিত করে, তার ফল যে কিছুতেই সুবিধাজনক হবে না—একটু চোখ-মেলে অনুসন্ধিৎসার সহিত চাইলেই তাদিগকে ও আপনাদিগকে কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। কারণ, তাঁদের ঐ ব্যবস্থা এবং সমাজে ওদের যেমনতরভাবে প্রয়োগ করেছেন—তা' যে তাঁদের কতই ভূয়োদর্শনের ফল তার ইয়ত্তা নেই। মানুষ ভালই চায়, কিন্তু যা' ক'রে ভাল হয় তা' না করলে কখনও কি সে ভাল করতে পারে? এই তো আমি যা' বুঝি।

প্রশ্ন। বাংলার নবশায়কেরা কোন্ জাতীয়? আচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থানুসারে তো বাংলায় ব্রাহ্মণ-ছাড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পর্য্যন্ত নাই—সবই নাকি শূদ্র?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নবশায়কেরা আমার মনে হয় ঐ বৈশ্যবর্ণেরই অন্তর্গত

---

* বর্ত্তমানে ইউরোপেও হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কগণ রাষ্ট্রধর্ম্মার্থ অনার্য্য ও প্রতিলোমজগণের আধিপত্য হ্রাস করিবার জন্য ইহুদী-বিতাড়নাদি এবং যৌন-সম্বন্ধাদি সম্বন্ধে বহুবিধ কঠোরতা অবলম্বন করিতেছেন শুনিতে পাই। রাষ্ট্র-রক্ষার্থ এই রাষ্ট্রনীতি রাজনৈতিক-গণ সর্ব্বত্রই অবলম্বন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুসংহিতায় আরো রহিয়াছে—

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥
তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে-যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"

এই সমস্ত অনুলোম ও প্রতিলোম-জাতকগণ তপস্যা অর্থাৎ সুকর্ম্ম এবং বীজ-প্রভাবে অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধাদির মধ্য-দিয়া এই মনুষ্যলোকে জাত্যুৎকর্ষত্ব বা অপকর্ষত্ব লাভ করে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নয়টি শাখা বা বৈশ্যাচার-পরায়ণী নয়টি শাখা। বিশেষ-বিশেষ বৈশ্যবৃত্তিকে ওরা পুরুষানুক্রমে specialise ক'রে চলত—বিশেষতঃ যা' নাকি মানুষের immediate নিত্যনৈমিত্তিক service-এ লাগে।*

জানি না আচার্য্য রঘুনন্দন কি ব'লে গিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি হয়তো সংস্কারহীন দ্বিজ—আর্য্যকৃষ্টির আচার ও নিয়মকে যারা মানত না, না মেনে পাতিত্য-অভিমুখে চলছিল—ঐ তাদিগকে নির্দ্দেশ ক'রেই ওই কথা বলেছিলেন। দ্বিজগণ যদি আর্য্যাচার ও সংস্কারবিহীন হন, পাতিত্য তাদিগকে শূদ্র category-তে নিয়ে যেয়ে থাকে!—সেই হিসাবে তারা শূদ্র হ'তে পারে। তাই ব'লে তারা শূদ্রজাত নয়কো। কিন্তু আচারবিহীন হ'লেও

---

* "গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকো বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥" —ইতি পরাশরঃ

পরাশর বলেন, গোপ, মালী, তিলি, তাঁতি, মোদক (ময়রা), বারুজী (বারুই), কুলাল (কুম্ভকার), কর্ম্মকার (কামার) ও নাপিত এই নয়জাতি নবশায়ক—জল-আচরণীয় নয়টি বৈশ্যাচারপরায়ণ শাখাজাতি।

জাতিবিকাশ গ্রন্থে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ ডিরেক্টরর জেনারেল্ W.W. Hunter, B. A.-এর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, 'নবশাখা' অর্থাৎ সৎ-শূদ্র নয়টি জাতি—১। নাপিত। ২। কামার। ৩। কুমার। ৪। তেলি বা তিলি। ৫। তাম্‌লী বা তাম্বুলী। ৬। সদ্‌গোপ। ৭। বারুই। ৮। মালী। ৯। গন্ধবণিক। 'নবশাখ' বা সৎ-শুদ্রের জল ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার করেন। রিজ্‌লি সাহেব বলেন, সৎ-ব্রাহ্মণ ইহাদের পুরোহিত, গ্রাম্য নাপিতরা ইহাদের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া থাকে; বারুই, গন্ধবণিক, কামার, কাঁসারী, কষ্ঠ, কুমার, কুড়ি, মধুনাপিত, মালাকার, মোদক, নাপিত, সদ্‌গোপ, পাতিয়াল্, শাঁখারী, তামিলি, তাঁতি, তিলি ইহারাই নবশাখ।

—M. H. H. Risely, I. C. S. C. I. E. Statistical Account Vol. Page 194.

! "বঙ্গদেশের রাঢ়খণ্ডে প্রথমে অসভ্য মূঢ় জাতির বাস থাকাতে তথায় হিন্দু-নিয়ম প্রচলিত ছিল না। আর্য্যগণ তথায় বাস করিবার বহু পরে স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ঐ সকল স্থানের জন্য নূতন স্মৃতি প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি পুরাণ-বচন উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন—কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, তাহারা শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন যে" ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়" শূদ্র কায়স্থদিগের বসু, ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতিসংযোগে নামকরণ কর্ত্তব্য। "সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নামত্বঞ্চ বোধ্যম্। —ইতি উদ্বাহতত্ত্বম্॥"

'কায়স্থপুরাণ'—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মানুষের অন্তর্নিহিত instinct-গুলি দশহাজার বছরেও নাকি ম'রে যায় না— এ আপনাদের বিজ্ঞানেরই কথা।*

তবেই, তাদের যদি গোত্রজ্ঞান থাকে—আর যদি আর্য্যাচারপরায়ণ হয়, আর্য্য ইষ্ট ও কৃষ্টিকে যথাযথ আপ্রাণতায় অবলম্বন করে, তাহ'লেই আবার তারা যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সে-সম্বন্ধে আমার তো কোনই সন্দেহ নেই। তাই আমি বলি—ফেরো, উঠে দাঁড়াও, ইষ্ট ও কৃষ্টিকে আপ্রাণতার সহিত আঁকড়ে ধর, আর্য্যাচার ও সংস্কারাদির যত পার অনুধাবন

তিনি 'কায়স্থপুরাণে' আর একস্থানে বলিতেছেন—

রঘুনন্দন বলিয়াছেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই। এখানে ক্ষত্রিয় মানে ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন তাঁহার অভিপ্রেত। নতুবা ক্ষত্রিয়-বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে—ইহা বলা কখনই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের উদ্দেশ্য নহে। ক্রিয়াহীন হইলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণও প্রাপ্তশূদ্রত্ব অর্থাৎ শূদ্রতুল্য হ'ন। কিন্তু তদ্বশতঃ তাঁহাদিগকে শূদ্রবংশজ বলা যাইতে পারে না। অনেক ক্ষত্রিয় ক্রিয়াহীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্মৃতিতেও আছে—

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো বৈ বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলঃ স্মৃতঃ॥"

রঘুনন্দন নিশ্চয় করিলেন কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই বৃষলত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে। তান্ত্রিক বঙ্গদেশস্থ ইদানীন্তন ক্ষত্রিয় বেদাচারসম্পন্ন নহে। ইহারা ক্ষত্রিয় হইলেও বেদোক্ত ক্রিয়াহীনতা হেতু বৃষলত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃসলত্ব-প্রাপ্ত হইলেও ইহারা প্রকৃতার্থে শূদ্রবংশজাত নহে, ইহারা শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই ক্ষত্রিয়গণই সচ্ছুদ্র।

* "The Parent is rather the trustee than the producer of the germ-cells; or again the individual bodies are like mortal pendents that fall away from the immortal necklace of germ-cells." —Francis Galton

"The descendants of the founders of American civilization may still possess the ancestral qualities. These qualities are generally hidden under the cloak of degeneration. But this degeneration is often superficial. The issue of the Crusaders are by no means extinct. The laws of Genetics indicate the probability that the legendary audacity and love of adventure can appear again in the lineage of the feudal lords." 'Man, the Unknown'—Alexis Carrel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

করতে থাক—স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে তোমরা সব দিগন্তকে তাক লাগিয়ে দাও!*

প্রশ্ন। তা'-ছাড়া, বাংলার সাহা, শুঁড়ি ও সুবর্ণবণিকগণেরও তো অন্নজলাদি অস্পৃশ্য—তা'ই বা কেন? এঁদের এত হীনত্ব এলো কোত্থেকে? এরই বা প্রতিবিধান কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাহা, সুবর্ণ-বণিক ইত্যাদিরা বৈশ্য ব'লেই আমার মনে হয়। সাহা—যাহারা মদ চোলাই করত, মদের ব্যবসা করত, দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক জেনেও নিয়মকে অস্বীকার ক'রে তাদের ঐ উপজীবিকা চালাতেই থাকল, তারাই চোলাই-করা সাহা বা শুঁড়ি ব'লে পাতিত্যলাভ করল। প্রতিলোমজ শৌণ্ডিক এরা নয়—শৌণ্ডিকের ব্যবসা অবলম্বন ক'রে দেশের অকল্যাণ সাধন করছিল ব'লে এরা হয়তো শুঁড়ি নামে অভিহিত হয়েছে—অবশ্য এদের সাথে প্রতিলোমজ অনেক শৌণ্ডিক মিশে একশা হ'য়ে গেছে কি না—আর শৌণ্ডিকের অপভ্রংশই শুঁড়ি কি না তা' যদিও চিন্তানীয়।[১]

আর, সুবর্ণবণিকেরা দেশে precious wealth, সোনা অন্যদেশে রপ্তানি

---

* আর্য্যকৃষ্টির অমরবীর্য্য সহজাত-বীর্য্যস্বরূপ যখন আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছেই, তখন যথাবিধি আর্য্যাচারসম্পন্ন হ'লেই যে বাংলার আর্য্যাদ্বিজাতি আবার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবেন—তাহাই শ্রীশ্রীঠাকুর তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন।

[১] "The Sahas have comparatively recently succeeded in separating themselves in census return and general estimation from the Sunris upon the ground that they do not manufacture or deal in spirituous liquor. They have now given a further demonstration of the fissiparous tendencies of Indian castes and include the two conflicting sub-castes and who have taken the distinguishing names of Varendra and Rarhi and are represented by different caste organisations. The claim of both is to be recorded in Vaisya Verna but the Varendra Sahas claim to possess a greater purity of blood than the Rahri Sahas whose professed object through their Vaisya Saha. Mahasabha is to encourage the solidarity of all groups of Sahas

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ক'রে, দেশের wealth-কে manipulate ক'রে অন্যদেশের wealth বাড়িয়ে, দেশকে দুর্ব্বলতায় সমাহিত ক'রে নিজেদের বৃত্তি-স্বার্থের সেবা করত ব'লেই তারা পতিত হয়েছিল—আরো শুনি, এরা নাকি আর্য্য আদর্শকেও বহুদিন ধ'রেই ignore-ই ক'রে আসছিল, তা'ও একটা কারণ হ'তে পারে; * কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ওরা খাঁটি বৈশ্য ব'লেই আমার মনে হয়। আর, সব

---

whilst at the same time preserving their distinctness from the Sunris."

—'Details of Hindu Castes. Census of India Report'

1931, Vol. V, Part I, P. 485

"শৌণ্ডিক-জাতিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র সাহা তাঁহার গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে শৌণ্ডিক ও সৌলুক সাহাগণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি বলিয়াই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সৌলুক ও শৌণ্ডিক সাহাজাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণও সম্পূর্ণ পৃথক। শৌণ্ডিক সাহার সহিত সৌলুক সাহা জাতির কোন দিন হুঁকা পর্য্যন্ত চলন নাই। উভয় জাতির পুরোহিত মধ্যেও কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে, যে, সৌলুক সাহা ও শৌণ্ডিক সাহা মূলতঃ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি।"

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'

—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

* "কুলপরিচয় হইতে পাওয়া যাইতেছে যে 'সুলোক'-বাসী বা সৌলুক যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎকালে এখানে সর্ব্বত্র বৌদ্ধরাজগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-শাসনে বাস ও বৌদ্ধ রীতিনীতির অনুবর্ত্তন করিতে করিতে তাহারা সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ-কারণ তাঁহারা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মূল সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। খৃষ্টীয় ৮৫ শতাব্দে গৌড়বঙ্গে পালরাজবংশের শাসন-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে থাকে। ... ...

সেই সময়েই সৌলুকগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি গুজরাটে গিয়া চালুক্য ও চৌলুক্য সমাজের পুষ্টিসাধন করেন। তাহাদের আগমনকালে পাটলিপুত্রের গুপ্তরাজ্য বিনষ্ট হয় এবং প্রজাগণের আনুকূল্যে পালবংশ মস্তকোত্তোলন করিতেছিলেন, সুতরাং এখানেও প্রথমতঃ শান্তিপ্রিয় সৌলুক বণিকগণের বসবাসের সুবিধা হয় নাই। তাঁহারা প্রথমে তাম্রলিপ্ত সমুদ্র-বন্দরে এবং পরে গৌড় পর্য্যন্ত পালবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানে গিয়া বাণিজ্যপোলক্ষে বাস করিতে থাকেন।"

—'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, সৌলুকবংশ'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পাতিত্যেরই প্রতিবিধান হ'চ্ছে, পাতিত্য-উৎপাদনী প্রবৃত্তিগুলিকে purposely inhibit ক'রে, ignore ক'রে সপারিপার্শ্বিক নিজের উন্নতিপ্রদ যা' তাকে actively অটুটভাবে আঁকড়ে ধরা—ইষ্ট ও কৃষ্টিকে জীবনীয় ক'রে তোলা, আর সেই আচার ও অভ্যাসে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা যে আচার ও অভ্যাসের ফলে ইষ্ট, জাতি ও কৃষ্টির স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণভাবে সংবৃদ্ধি-তৎপর যাতে হয় তাকেই নিজের বা নিজ-প্রবৃত্তি-চাহিদার স্বার্থ ক'রে তোলা—আর ওরই ভিতর-দিয়ে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ, উন্নত ও সংবৃদ্ধ ক'রে তোলা—এই হ'চ্ছে যা'-কিছু অবনতিরই মোকথা উন্নত প্রতিবিধান—সহজভাবে যা' আমার মনে আসে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, অন্নজলাদি কোন্-কোন্ জাতির গ্রহণীয়? অবিলম্বে কোন্-কোন্ জাতির মধ্যে অন্নজলাদি প্রচলিত হইলে জাতির সমূহ উন্নতি অনায়াসে হইতে পারে? আর, কোন্ principle-এর উপর দাঁড়াইয়া আর্য্য-সমাজে এই বিধি প্রচলিত হইয়াছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অন্নজলাদি ভোজন-সংস্রব ইষ্টপ্রাণ দ্বিজসংস্কারী যারা শুধু তাদেরই ভিতর চলিতে পারে। আর, ইষ্টপ্রাণ শূদ্র, অনুলোমী উচ্চ শূদ্র—এদের সাথে জলের সংস্রব রাখাই আর্য্য-ঋষিগণের ব্যবস্থা*—আবার, যাহারা

"সুবর্ণবণিকগণ বলেন, ইঁহারা বৈশ্য, তবে বল্লালসেনের চক্রেই ইঁহারা পতিত হইয়াছেন।"

'জাতিবিকাশ,' ২৫১ পৃঃ

—শ্রীপীতাম্বর সরকার

*এক ইষ্ট যাহারা ধরিয়া আছে এবং যাহাদের উপনয়ন-সংস্কার আছে এরূপ দ্বিজদিগের পরস্পরের অন্নাদিগ্রহণ চলিতে পারে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য ইহারা একাদর্শানুপ্রাণিত হইয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা যদি শাস্ত্রমত উপনয়ন-সংস্কারী হয়, তবে তাহারা পরস্পর শ্রদ্ধায় আহূত হইলে পরস্পরের অন্নজলাদি গ্রহণ করিতে পারে—ইহা আর্য্যশাস্ত্রের চিরন্তন ব্যবস্থা।

আর যাঁহারা দ্বিজ নহেন বা অনুলোমী শূদ্র তাঁহারা পরস্পরের জলগ্রহণ করিতে পারেন—যদি তাঁহারা ইষ্ট ও আর্য্যকৃষ্টিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকেন, ইহাই ঋষির বিধান।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বাহ্যজাতি তাদের সহিত উপযুক্তমত যথাবিহিত শুধুমাত্র সেবা-সংস্রবই আর্য্য-ঋষিরা ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। কিন্তু যারা bad hygienic affairs নিয়ে deal করে, শুধু তাদেরই সঙ্গে আর্য্য-ঋষিগণ ছুঁত-সংস্রব নিষেধ ক'রে গেছেন—কারণ, ঐ ব্যাপারে নিয়ত থাকতে-থাকতে তারা immune হ'য়ে যায়, কিন্তু immune হ'লেও যারা ঐসব ব্যাপারে accustomed নয়—ওরা carrier হ'য়ে—তাদিগকে সহজেই contaminate করতে পারে—এই বিবেচনায়ই ঐ ছুঁত-দোষের বিধানের আবির্ভাব হয়েছিল।

কিন্তু এমন যদি হয়—ঐ রকম বাহ্য-জাতির যারা ঐ জাতীয় bad hygienic profession-এ বহুপুরুষ ধ'রে লিপ্ত নয়কো বা ঐ-সংস্রবে নিজদিগকে মিশ্রিতও করে না, অথচ মানুষের মঙ্গলপ্রদ পবিত্র profession ও কৃষ্টি নিয়ে ইষ্টপ্রাণতার সহিত জীবনযাপন করছেন, তাদের কিন্তু ছুঁত-দোষ ঋষিরা ধরেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। আরও আমার মনে হয়, ঐ অমনতর reformed যারা—যাদের অভ্যাস এমনতর চরিত্রগত হ'য়ে গেছে যে উন্নত-সংস্রবে উন্নত-নিয়ন্ত্রণে না-থেকেই বা না-চ'লেই পারে না, কোথাও-কোথাও তাদের জলও যে চ'লে গেছে খুঁজলে তা'ও হয়তো অনেকেই দেখা যাবে।*

এই আর্য্য-বিধানের elevation-গুলি habit, behaviour, চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে স্বতঃ হ'য়ে উঠেই promotion পায়—প্রকৃতিই automatically promotion দিয়ে থাকে। কতকগুলি লোক অনুকম্পা-বশতঃ যে তাদিগকে

---

*প্রতিলোমজগণ হীনবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক লইয়া তাহাদের বসবাস থাকা হেতু স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের অন্নজলাদি আর্য্যসমাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না—তবে ইহাও আছে—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ।"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অর্থাৎ ছোটকে বড় ক'রে তোলে ঠিক তেমনতর নয়কো—এই হ'ল আর্য্যবিধান-যন্ত্রের একটা পরমবৈশিষ্ট্য, আমার যা' মনে হয়।*

মানুষ যখন ছোটদের আচার, ব্যবহার, চলন, চরিত্র, পছন্দ, পরিশ্রম, জানা, কর্ম্মপটুত্ব, অভ্যাস, আদান-প্রদান ইত্যাদিতে তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে—হরদম দেখতে পাওয়া যায়, ঐ ছোটদের অন্নপানীয়ও অযুত-কৃতার্থ অন্তঃকরণে তাদের বিশেষ আপত্তি ও দীন অনুনয়ে নিবারণ-সত্ত্বেও তা' উল্লঙ্ঘন ক'রে,—সাগ্রহ-সমাদরের সহিত বড়রা গ্রহণ করেছে। এর লাখ প্রমাণ আছে, এখনও আমি অনেকই দেখে থাকি। অশ্রদ্ধায় যদি বিপ্রও অন্নপানীয় দান করে, তা'ও গ্রহণ করা নিষেধ—আর শ্রদ্ধায় উপযুক্ত অতি ছোটও বিনীত অবদানের সহিত যদি পবিত্র কোন অন্নপানীয় বাঁচা-বাড়ার অনুকূল ক'রে নিবেদন করে,—আর তা'তে যদি সে দীপ্ত, তৃপ্ত ও পুষ্ট হয়,

---

* আর্য্যবিধানের মূলসূত্রগুলি হইতেছে, একাদর্শানুপ্রাণতা, জন্মগত সহজাত সংস্কারানুপাতিক বৃত্তি ও শ্রেণীবিভাগ এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আর্য্য-দশবিধ-সংস্কার-পালন। এই কর্ম্মগুলির সম্যক্ পালনে এবং অনুলোম যৌন-সম্বন্ধের মধ্য-দিয়া আর্য্য বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন জাতি ব্রাহ্মণত্বের দিকে উন্নীত হইয়া চলিতেছে, কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই আর্য্যসমাজে লক্ষ্য, কি-করিয়া ব্রহ্মবিৎ হইবে, সত্যিকার ব্রাহ্মণ হইবে। ইহাতে স্বধর্ম্মানুসারে প্রত্যেকেই আদর্শ-ব্রাহ্মণত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহ অনুকম্পা করিয়া অবিধি-পূর্ব্বক কাহাকেও উন্নত করিতে গেলেই inferiority বা হীনত্ব বোধকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, উন্নত আর করা হইবে না। আর্য্য-সমাজবিধান-যন্ত্র জীববিদ্যা, Science of Heredity, Science of Eugenics-এর উপর এমনই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যবশতঃ অবিধিপূর্ব্বক দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতা দূর করিতে গেলেই দুর্ব্বলতা এবং দুর্ব্বলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে।

"শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধান্বিত শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণশিরোমণি শঙ্করাচার্য্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতির অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন।" —'জাতিভেদ', ৭১ পৃঃ

"চৈতন্যদেব ও তাঁহার সহিত শত শত ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সুবর্ণবণিকের রন্ধন-করা অন্ন ভোজন করিয়াছেন।"

"চৈতন্যদেব এবং তাঁহার হিন্দুবৈষ্ণবগণ পরমভক্ত মুসলমান হরিদাসের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ-প্রভুও শ্রদ্ধান্বিত শূদ্রের অন্ন খাইয়াছেন।"

—সম্বন্ধনির্ণয়, ৩৯২ পৃঃ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তা'ও গ্রহণ করাই আর্য্যবিধি। ‡ আবার, দ্বিজ হ'য়েও যদি কেহ কুকর্ম্মান্বিত ও কুচিন্তা-পরায়ণ হয়, বাঁচা-বাড়ার প্রতিকূল, ইষ্ট ও কৃষ্টি-অবাধ্য হয়, তার অন্নজলাদিও সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য ইহাও শাস্ত্রেরই বিধান।*

প্রশ্ন। আপনি যে বললেন, আর্য্যের খাওয়া-দাওয়া, আচার-বিচার সমস্তই hygienic standpoint থেকে, তবে আমরা যে নিমন্ত্রণ খাই তা' কেমন ধারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সম্বন্ধে উচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী যাঁরা তাঁদের wishes, liking, habits ও idiosyncracies যা'তে কোন রকমে ক্ষুণ্ণ বা formality or courtesy-র sake-এ compromise করতে বাধ্য না হ'ন তার জন্য ভোজনে তাঁদিগকে নন্দিত ক'রে নিজের তৃপ্তিলাভ করতে ইচ্ছা হ'লেই,

---

আবার, আর্য্যবিধিতে নিষিদ্ধ অন্ন ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে উহার পাপ যে শুধু শারীরিক এবং যৎসামান্য তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অবশ্য, নিষিদ্ধ অন্নগ্রহণে অভস্ত হইলে জাতিচ্যুত পর্য্যন্ত হইতে পারে।

* বিষ্ণুসংহিতা বলিতেছেন,—আর্য্যদ্বিজগণের মধ্যে কাহাদের অন্ন ভোজন করা যায় না, ত্যাজ্য কাহারা?

"অথ ত্যাজাঃ ।।১।। ব্রাত্যাঃ ।।২।। পতিতাঃ ।।৩।। ত্রিপুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চাশুদ্ধাঃ।। ৪।। সর্ব্বএবাভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যাঃ ।।৫।।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"পরশয্যাসনোদ্যান-গৃহযানানি বর্জ্জয়েৎ।
অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি।।
কদর্য্যবদ্ধচৌরাণাং ক্লীবরঙ্গাবতারিণাং।
বৈণাভিশস্ত বার্দ্ধুষি গণিকাগণ দীক্ষিণাম্।।
ক্রুরোগ্রপতিতব্রাত্যদাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্।
নৃশংসরাজ-রজক-কৃতঘ্নবধ-জীবিনাম্।।
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা।।"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাঁদের খাদ্যসম্ভার নিজে বহন ক'রে, নতিনন্দিত চিত্তে তাঁদিগকে দিয়ে আসাই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ ও সমীচীন।* আমাদের দেশে সিধে দেওয়ার 'চল' বোধহয় ঐ থেকেই হয়েছে। এই প্রথায় তাঁরা ইচ্ছামত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ক'রে খেয়ে তৃপ্তিলাভও করতে পারেন, তার জন্য কোন formality-র obligation-এও পড়তে হয় না, আর সাধারণতঃ এতে তাঁরাও তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকেন—তুষ্টও হ'ন, নন্দিতও হ'ন—hygienic administration ও কোন formality কি obligation-এ লজ্জিত, বা বাধ্য না-হ'য়ে যথোপযুক্তই হ'য়ে থাকে, আর উভয় পক্ষেরই time ও হাঙ্গামাও saved হয় ঢের।

আর, এর চাইতে একটু হীন হ'চ্ছে—কেউ যদি ইচ্ছা ক'রে কারু হাতে বা কারু বাড়ীতে খেতে চান, তখন তাঁর চাহিদা-মাফিক hygienic principle-কে observe ক'রে তাঁকে তা' ক'রে দেওয়া। এটা সমানদের পক্ষেও সমীচীন। আর্য্যদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে hygienic principle follow করার প্রতি আবহমানকাল থেকে বড়ই আদর ও মনোযোগ। তার কঙ্কাল যতই বিকৃত আকার ধারণ করুক না কেন, আর্য্যদের ছিটেফোঁটা যেখানে আছে সেখানেই দেখতে পাওয়া যায়।

আর, সব চেয়ে হীন হ'চ্ছে—অনুরোধের obligation-এ ফেলে, নিজের ইচ্ছামত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ক'রে—সম্বন্ধে উচ্চই হোক, শ্রেষ্ঠই হোক, সম্মানীই হোক, সমানই হোক বা ছোটই হোক—সবাইকে খাওয়ান, যেমনতর আমাদের চলতি ভোজ দেওয়ার প্রথা। এতে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি তো observed

---

ইহাদের মধ্যে কদর্য্য, চোর, অভিশপ্ত, পতিত, ব্রাত্য, দাম্ভিক, কৃতঘ্ন, বধজীবী, পিশুন, মিথ্যাবাদী, চাক্রিক ইহাদের সহিত ভোজ্যান্নতা নিষেধ—যদিও তাহারা উচ্চবর্ণের হয় তবুও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই নিষেধাজ্ঞা।

* মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"পরপাকরুচির্নস্যাৎ অনিন্দ্যামন্ত্রণাদৃতে"

অর্থাৎ, অনিন্দ্যব্যক্তির আমন্ত্রণ ব্যতীত পরের দ্বারা পক্ক ভোজ্যে অভিলাষী হইবে না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হ'য়েই থাকে না,—কত লোকের হয়তো কত দুষ্ট ব্যাধি আছে, অপকৃষ্টি-দুষ্কর্ম্মী immune—যাদের দিয়ে হয়তো কত-কত লোক infected হ'তে পারে, এমনতর লোকের হাতে, তাদের পরিবেষণে না-খেলে prestige-ই থাকে না—বাধ্য হ'য়ে এমনতর অবস্থায় উপনীত হ'তে হয়। কত-কত মানুষ কিছু-না-কিছু ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েই পড়ে—কেউ জানে না, পাঁচ বছর পরে হয়তো এমন রোগে ধ'রে বসল, জীবন নিয়েই টান পাড়াপাড়ি—তার কারণ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর! সমাজের অতটুকু বেকুবীতে হয়তো কত flowers of the society অকালে অজ্ঞাতসারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হ'ল—এ কি ভাল, এ কি সমর্থনযোগ্য?*

তাই কেহ ইচ্ছা ক'রে না-চাইলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে কাউকে নিজের হাতে পক্ক অন্নজল ইত্যাদি আহার্য্য খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে নাই। ইহা সৌজন্যের পরিচায়ক হইলেও বাঁচা-বাড়ার সাধারণতঃ অপঘাতকারীই হ'য়ে থাকে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে কোথাও আহার্য্য-উপকরণাদি খাওয়ানর মতলব হইলেই, কিংবা কোথাও কর্ত্তব্য মনে করিলেই সেখানে সিধা দেওয়াই স্বস্তি ও পুষ্টিপ্রদ—আর তা'ই হ'চ্ছে বাস্তবিক সাত্ত্বিক নিমন্ত্রণ। অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত কেহ আসিলেই তাহাকে সিধা দিবার প্রস্তাবই করা উচিত, অবশ্য অশক্তের বেলায় অন্য কথা। সে-প্রস্তাব সত্ত্বেও সে যদি পক্কান্নাদি যাজ্ঞা করে, তৎক্ষণাৎ শুদ্ধাচারী হইয়া সরবরাহ করাই সমীচীন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, শাস্ত্রে তো আছে—আর্য্য-দ্বিজসমাজের অন্তর ও বাহ্যজাতিসমূহ অনুলোম ও প্রতিলোমভাবে সৃষ্ট হয়। এই প্রতিলোমজ ও বাহ্যজাতিসমূহ কি সমাজকে দূর্ব্বল ক'রে, disintegrate করার প্রধান কারণ

নিমন্ত্রণে বা ভোজে অন্নগ্রহণ ক'রে অনেকের copper poisoning প্রভৃতি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হয় শোনা গিয়াছে। শোনা যায়, বঙ্গের স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ নিমন্ত্রণে অন্নগ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাই আর্য্যসমাজে সিধা বা ভোজ্য অপক্ক অবস্থায়ই দেওয়ার বিধি প্রচলিত রহিয়াছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হয় না? ওদের সংখ্যাধিক্য হ'লে সমাজ তাদের assimilate করত কেমন-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শাস্ত্রে বাহ্যজাতির যেমন কর্ত্তব্যাদি নিরূপণ করা আছে, আবার সংখ্যাধিক্য যা'তে না-হ'তে পারে তারও ব্যবস্থা করা আছে। আবার, হ'লেও তাদের কি ক'রে Normal এবং অনুলোমক্রমিক integrated ক'রে তুলতে হবে তারও ব্যবস্থা দেওয়াই আছে—একটু হিসেব ক'রে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে সমাধানে পৌঁছিয়ে দিতে পারলেই হলো!*

---

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতিলোমজ গণকে আর্য্যগণ হীনবৃত্তিসম্পন্ন হয় বলিয়া বিভীষিকার চক্ষে দেখিতেন। মনু বলিতেছেন—

"সূতো বৈদেশকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ।।
এতে ষট্ সদৃশান বর্ণান জনয়ন্তি স্বযোনিষু।।
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যাস্তু তথা বাহ্যেম্বপি ক্রমাৎ।।
তে চাপি বাহ্যান্ সুবহূংস্ততোঽপ্যধিকদূষিতান্।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্।।
যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণযাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে।।
প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীন হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু।। —১০ অধ্যায়। ২৬-৩১

এই বিধি অনুসারে দেখা যায় "বাহ্যেম্বপি ক্রমাৎ" এবং "অধিকদূষিতান্" বলা হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শূদ্রা-প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা দ্বিজ-প্রতিলোমজ সন্তান উৎকৃষ্ট এবং এই বাহ্যগণ মধ্যেও আবার ঐ হিসাবে বাহ্যতর এবং বাহ্যতমও রহিয়াছে। অতএব, এই প্রতিলোমজগণের মধ্যেও অনুলোমক্রমে যৌন-সম্বন্ধাদির মধ্য-দিয়া—অর্থাৎ বাহ্যতমের কন্যা বাহ্যতরে দিয়া বাহ্যতরের কন্যা বাহ্যকে দিয়া প্রতিলোম-সংখ্যা হ্রাস করা যায়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আবার race-হিসাবে তো দেখা যায়, বাংলায় মুসলমান ব'লে কেউই নাই। হজরত মহম্মদ তো শুনতে পাই আর্য্যবংশসম্ভূতই ছিলেন। বাংলায় সবাইকেই তো আর্য্য-দ্বিজসমাজের অন্তর ও বাহ্যজাতি বলা যেতে পারে?

প্রথমতঃ দেখা যায়—

"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।।"

অর্থাৎ, প্রতিলোম-পথে জনন যাহাতে না হয় তাহারই বিধান দিতেছেন। তারপর মনুই বলিতেছেন—

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।।
তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ।।"

অর্থাৎ, অনুলোম ও প্রতিলোম-জাতকগণ তপস্যা অর্থাৎ acquisition এবং বীজ অর্থাৎ hypergamous breeding-এর মধ্য দিয়া উৎকর্ষ লাভ করে এবং ইহার বিপরীত হইলেই অপকর্ষ লাভ করে। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুলোমক্রমিক integration বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিলোমাতিশয্যে এই ভাবেই আর্য্য-সমাজবিধানের নিয়মানুসারে বৈষম্যের তিরোভাব হয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ মনীষী Dr. Alexis Carrel-ও বলিতেছেন—

"The establishment of a hereditary biological aristocracy through voluntary eugenics would be an important step toward the solution of our present problems."

কারণ, তিনিও আতঙ্কে বলিয়া উঠিয়াছেন—

"A crumbling civilisation is capable of discerning the causes of its decay. The development of the proletariat will be the everlasting shame of the industrial civilisation.....The development of human personality is the ultimate purpose of civilisation." —'Man, the Unknown'

আর, আর্য্যচাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধানই এই আদর্শব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিবার বৈজ্ঞানিক কৌশলে ভরা,—সমাজের প্রতিব্যক্তির উন্নয়নের অমোঘ পন্থা ইহাতে রহিয়াছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি শুনেছি, আরবের আদিম অনার্য্য অধিবাসীদের ভিতর আর্য্য যারা এশিয়া হ'তে migrate ক'রে ওখানে এসে বসবাস করতে লাগল, Arab-রা তাদিগকে মস্তারব ব'লে অভিহিত করতে লাগল। পবিত্র কোরেশ-বংশও নাকি ঐ মস্তারবই।* তাঁরা নিজেদের বংশ মর্য্যাদাকে যথাসাধ্য টেনে-টুনে ঐ দেশেই নিজেদের রক্তগরিমাকে অটুট রেখেছিলেন। আমারও মনে হয়, হজরত রসুলও আর্য্যবংশসম্ভূতই। আর বাংলায় race-হিসাবে

---

* "About the South-Eastern corner of the peninsula, and the physical appearance and structure of the Southern Arabs, the remnants of their dialect (which is now superseded by that of the Northern branches) and various institutions and customs prevailing in the habits of Arabia inhabited by them, all confirm the nation that they were originally indentical with the nearest inhabitants of Africa. The Northern branch, on the other hand, although bearing an unmistakable affinity with the Southern, shows (in its language and other respects) more traces of Asian than African influence. ... ...

The history of the Arabs previous to Mahammad is obscure and owing to their slight connection with the rest of the world of little interest. The evidence of language, tradition and other things establishes the fact that Arabia must have been settled at a very early date by two branches of one race. One of these branches inhabits the south and east of the peninsula (Yemen, Hadramant and Oman) and considers itself as forming the pure 'Arabs', while to the other branch it gives the name of Mostareb or 'Arabified'. Mahammad belonged to the Mostareb, and among them to the tribe of Koreysh which had occupied a position of great influence in Arabia since the beginning of the 5th century."

—'The New Popular Encyclopaedia' Vol. I., p. 272

"মহম্মদের পূর্ব্বে মক্কায় অগ্নিপূজকগণের প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিতেন।" —বিশ্বকোষ

"আর্য্যগণ ভারতবর্ষ হইতে আরবে গিয়া বসতি করিয়াছিল।"

ঋগ্বিদসংহিতা, Preface, page 7—বেদাচার্য্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রকৃতভাবে দেখতে গেলে আপনি যা' এঁচেছেন আমারও তা-ই মনে হয়। পহ্লবরাও* নাকি আর্য্য—যেমন পারস্যরাজ রেজাখাঁ পহ্লবী।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আমাদের দেশে যে এত বর্ণ ও তাদের পরস্পরের সংমিশ্রণে যে এত অন্তর-জাতি, আর্য্য এই বর্ণবিধানের উৎপত্তি কোন principle-এ—আর ইহার উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়—আর্য্য-দ্বিজগণের অনুলোমী অন্তর-বর্ণের মিশ্রণে যে-যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তারা বাস্তবতায় পিতৃবর্ণেরই হ'য়ে থাকে*—মাতৃবর্ণানুপাতিক ঐ পিতৃবর্ণের ভিতরে gradation বা থাকের যা'-

---

* মনুসংহিতায় আছে—

"পারদাঃ পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ।" ১০—৪৪

এই পহ্নবগণই পহ্লব।

"মহাভারতের আদিপর্ব্বে, শান্তিপর্ব্বে ও অনুশাসনপর্ব্বে আছে—"যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতি, গান্ধার জাতি হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সহিত আর তাহাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহারা পতিত হইয়াছিল।"

'মহাভারতমঞ্জরী'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

বর্ত্তমান পারস্যরাজ রেজাখাঁও পূর্ব্ব আর্য্যগৌরব স্মরণ করিয়াই 'পহ্লবী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

"পারস্যের ধর্ম্মগ্রন্থেও আছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে পারস্যে গমন করিয়াছিল।" —'Theogony of Hindus'

"জোর আষ্টার ধর্ম্মাবলম্বিগণ উত্তর ভারত হইতে পারস্যে গিয়া বসতি করিয়াছিল।"

—Max Muller

"ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত পারস্য দেশের জোরো আষ্টার ধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য আছে। দেবতার নাম, গল্প, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি বহু বিষয়ে ঐক্য আছে। অনেক বৈদিক দেবতার নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে Zend Avesta-তে পাওয়া যায়। হিন্দু ও পারসী উভয় জাতিরই ধর্ম্ম-কার্য্যে অগ্নির প্রয়োজন। উভয় জাতিই অগ্নির উপাসনা করে। পার্সীগণ পুত্রগণের উপনয়নও দিয়ে থাকে।" 'Essays on the Parsees', p. 287—Professor Hogg

জেকোলিয়ট বলেন, "হিন্দুরাই পারস্যে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল। সে-দেশের আইন মনুর স্মৃতি হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মনুর স্মৃতিই সে-দেশের আইনের মূল। ভারতবর্ষই তাহার আইন, রীতি, নীতি ও প্রভাব পারস্যে বিস্তৃত করিয়াছিল।"

'মহাভারতমঞ্জরী'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কিছু difference হয় মাত্র। আবার, এঁদের ভিতর বিবাহাদি ব্যাপারও ঐ থাক-অনুপাতী অনুলোমক্রমেই হওয়া উচিত—আর এর ভিতর-দিয়ে যে advent of hereditary instincts through অনুলোম Eugenics হয়, সেগুলি জাতি ও কৃষ্টির একটা মহান্ সম্পদ্‌স্বরূপ। ‡ কারণ, ঐ মাতৃবর্ণের temperament-এর ভিতরে ঐ evolving, higher fulfilling instinct-গুলি admiration-উদ্বুদ্ধ, enchanting urge-এর nurture-এ এমনতরভাবে

---

* "এখনও মালাবার প্রদেশে নম্বুদরী ব্রাহ্মণদের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতীত আর সকল পুত্রই নীচজাতির কন্যা বিবাহ করে, তথাপি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। এখনও নেপালের সম্পূর্ণ স্বাধীন-হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মণেরা শুধু চারি বর্ণের কন্যা নহে, যে-কোন জলচল জাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারে। এখনও ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীন রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াগণের পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। এখনও আসামের অহোম-নামক হিন্দুজাতির মধ্যে অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত আছে।"

'মহাভারত-মঞ্জরী', পৃঃ ২৭১—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

মনুসংহিতায় আছে—

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্।।" ১০—৬

অর্থাৎ অনন্তর-জাতা স্ত্রীতে দ্বিজগণ যদি সুত উৎপাদন করেন তবে তাহারা মাতৃদোষ-বিগর্হিত হয় না এবং তাহারা পিতৃসদৃশ হয়।

মহাভারতে আছে—

"ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়াবৈশ্যাসু ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রঃ ব্রাহ্মণঃ সোহপ্যসংশয়ঃ।।
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈবহি।।"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ার যে পুত্র সে ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্র তাহাই—বৈশ্যাতে জাত পুত্রও তাহাই।

"As a matter of fact, in the crosses between unequal human races, the father in the vast majority of instances belongs to the superior race."

—Edward Wester Marck. Ph. D., Prof. of Sociology, University of London.

‡ "There are often discussions as to the causes which brought about the decay

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

গজিয়ে উঠতে থাকে, যা'তে জাতি ও কৃষ্টির evolution with all its phase, invention-এর আশিস বহন করতে-করতে গরিমামণ্ডিত হ'য়ে পরিস্থিতির অমরণ সংবৃদ্ধির আধিপত্য বাস্তব-বাহী ক'রে তোলে। *আর,

---

of the Roman Empire. There are doubtless more than one at work, but foremost I place this—

That the aristocracy rather including wealthy plebians as well as patricians were unable to enrich their impoverished blood by intermarriage with the scions of a sturdy un-enervated lower class. There was no such class beneath them.....The mass of the people were scions, between whom and the free citizens there was no inter-marriage." —'Darwinism and Modern Socialism'

"The Establishment of a hereditary biological aristocracy through voluntary eugenics would be an important step toward the solution of our present problems."

—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

আর এই অনুলোম অসবর্ণ যৌন-সম্বন্ধই নুতন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করিতে পারে। তাই, ইহা মহান্ সম্পদ্‌স্বরূপ; কারণ—

"Weisman's answer marking a distinct advance in Darwinism was Germinal variation. He came to the deliberate conclusion that there is no cogent evidence of the transmission of individually acquired characters. Thus modifications, though often important for the individual, cannot form part of the raw material of evolution. Partly because of environmental vicissitudes, and partly because of nutritive and other internal changes, and partly because of nutritive and other internal changes, and partly because of the Kaleidoscopic mingling of parental and ancestral hereditary items in the fertilisation of the egg-cell by the sperm-cell, germinal variations arise; and in them must be found most, if not all, of the raw materials of further progress." —'The Great Biologists'

আর, বাংলার আর্য্যসমাজে এই অনুলোম যৌন-সংমিশ্রণেই অতীব প্রখর মস্তিষ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।।"৪১

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এই প্রত্যেক পিতৃবর্ণ বা প্রত্যেক পিতৃথাকের একটা elating affectionate urge স্বতঃই থাকার দরুন, মাতৃবর্ণের প্রতি-প্রত্যেকের তাঁদের প্রতি একটা ovational urge থাকায়, normally ইষ্টীপূত কৃষ্টিসূত্রে সমগ্র জাতিটা যেন নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও charming ovation-এর cohesive urge-এ একটা normal বিরাট ক্রমবিবর্দ্ধনী crystallisation-এ উপনীত হ'য়ে থাকে—দেখলে যেন মনে হয়, সব-মিলে যেন বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী একটা পুরুষ। এতে class war তো স্থানই পায় না, বরং class worth এতে বেড়ে যায়, যার ফলে কেউ-হারা হ'লে সবার অস্তিত্ব যেন কেঁপেই ওঠে। প্রতি-প্রত্যেকেই যেন চায় তার পরিস্থিতির প্রতি-প্রত্যেককে নিয়ে আরো-আরোতে বিস্তার লাভ ক'রে নিজেকে হরদম আরো ক'রে তুলতে। * কারণ, প্রতি-

---

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।। ৪২" —মনুসংহিতা। ১০

এইভাবে অনুলোম ও প্রতিলোমভাবে তপঃ এবং বীজপ্রভাবে মানব উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্ যুগাৎ।।৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ।।" ৬৫

"When artificial limitation takes place a naturally strong and fertile stock produces very probably no more scions than a feeble and infertileone. Hence in the upper classes, where such limitation is commonly practised, degeneracy is constantly tending to show itself, and happily, is constantly being checked by the infiltration of new blood from below."

—F. W. Headley, F. Z. S.

* "The fundamental principle of our social system is inequality, and on that its health depends. It is made up of a number of Strata, the conditions of life being on the whole less hard in any Stratum than in the one below it.....They have

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রত্যেকেই মনে করে, তার পরিস্থিতির প্রত্যেকেই যেন তার নিজের পক্ষে বাঁচা-বাড়ার পরম সম্পদ্—বিপদে-আপদে রক্ষা পাওয়ার সহজ ও দুর্ভেদ্য দুর্গ, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক প্রত্যেকের উন্নতিই যেন প্রত্যেকে নিজের উন্নত হবার পরমস্বার্থ। এটা তারা প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবনে দেখতে থাকে, প্রত্যক্ষ করতে থাকে—যা' আমরা আমাদের চক্ষুতে এখন আর তেমনতর দেখায় অভ্যস্ত নই—যদিও বাস্তবিক আমাদের পারিপার্শ্বিক থেকেই আমরা উন্নতভাবে বাঁচা-বাড়ার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে থাকি আর নিজেদের বাহাদুরী ফলাতে গিয়ে অম্লানবদনে একটা ঢোক গিলেই একত্রের ঐ পরিস্থিতির অবদানগুলিকে, nurtureকে অস্বীকার ক'রে ফেলি।*

আর্য্যকৃষ্টি কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছে তার ঐ মৌলিক দর্শনের উপরেই। ঐ-দর্শনটা যাঁদের কাছে যত কঠোর বাস্তব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল,

---

to be constantly replenished from below,"

—'Darwinism and Modern Socialism'

"I think that in the future we may find in another guise, the caste system which held away for so many centuries in India.

The original idea was, of course, this breeding of men particularly suited to our task. Lacking our scientific knowledge early philosophers were yet wise enough to see that if a group of families engaged, for example, in gardening, did not mingle with other families who were money-lenders, the children to come would probably be better and better gardeners. In essence these philosophers were right." —J. S Crowther

* "To disregard all these inequalities is very dangerous. Individual inequalities must be respected. In modern society, the great, the small, the average and the mediocre are needed. But we should not attempt to develop the higher types by the same procedure as the lower. The standardisation of men by the democratic ideal has already determined the predominance of the weak." 'Man, the Unknown'– Dr. Alexis Carrel .

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাঁরাই হ'য়েছিলেন ব্রাহ্মণ। তাই, তাঁরা ছিলেন কৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক। আবার, ঐ তাঁদের instinct-গুলি Eugenics-এর ভিতর-দিয়ে যখন normal characteristic হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, একটা ন্যাকে পরিণত হয়েছিল, তাঁদের সেই সন্তান-সন্ততিদিগকে বিপ্র বলা হ'ত—বিপ্র মানেই হ'চ্ছে *born with perfect fulfilling instincts. আবার এই বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের ভিতর অনুলোমক্রমিক সেই-সেই অন্তর-বর্ণের সন্তান-সন্ততি যারা উৎসৃষ্ট হ'তে লাগল, ঐ higher instinct-গুলি মেয়েদের admiring enchanted urge-এর ভিতর-দিয়ে reverential affectionate nurture-এ তাদের temperament-এ সংস্থিত ঐ higher instinct-গুলি peculiarly blended হ'য়ে, মূর্ত্ত হ'য়ে জাতির instinct-গুলিকে finer ও richer in varieties ক'রে তুলল। তাই, তারা কোনক্রমে সমাজ হ'তে discarded তো হ'তই না—বরং গভীরভাবে compact-ই হ'য়ে উঠত। ! Castes and their অনুলোম

---

* 'বিপ্র' কথাটি বি-পূর্ব্বক প্রা-ধাতুর উত্তর কর্ত্তরি অ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। প্রা-ধাতু মানে পূরণ করা। বিশেষভাবে যাহারা পূরণ করে তাহারাই বিপ্র।

! "বাংলার পূর্ব্বাংশে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই ও সাহার মধ্যে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ন্যায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকায়, এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি পরস্পর বিবাহকারী জাতিসমূহের মধ্যে যেমন সদ্ভাব ও সম্প্রীতি দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য বিভাগে তাহা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।"

—নব্য ভারত, ১৩২৫, পৃঃ ৩২২

অবশ্য অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলেই চলিবে না, অনুলোম না হইলে জাতির উৎকর্ষ হয় না; কারণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমজানুলোমজাঃ।।"

এখনও যেখানে হিন্দু স্বাধীনরাজ্য রহিয়াছে, যেখানে আর্য্যস্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই, সেখানেই এই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। নেপাল, ত্রিবাঙ্কুর এবং সেদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যে অদ্যাপি ইহা প্রচলিত রহিয়াছে।

"Society seems to have become almost stagnant; there was very little circulation, very little rising from one class into another. When there is neither a

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

inter-relatives হ'চ্ছে natural corporative bodies of best-bred co-operative instincts for inborn mutual fulfilment in আর্য্যকৃষ্টি।*

আর, জনের প্রতি জনের অমনতর ovational homage-ই হ'চ্ছে ঐ cohesive urge—যা'-দিয়ে জাতি পরস্পর একাদর্শপ্রাণতায় আকৃষ্ট হ'য়ে কৃষ্টি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে, অনুলোমী eugenic uplift-এ, এক গাট্টায়

---

constant struggle between small groups nor a constant movement of individuals from class to class vigorous life is at an end."

—'Darwinism and Modern Socialism'

* রাষ্ট্রে শুধু কৃত্রিম productive corporations করিলেই চলিবে না—যেমন বর্ত্তমান ইটালিতে ফ্যাসিষ্টবাদিগণ প্রচলিত করিয়াছেন, কারণ সেগুলি সহজ সংস্কারানুযায়ী জন্ম ও জাতিগত স্বধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই 'Man, the Unknown' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে Dr. Alexis Carrel বর্ত্তমানের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মনীষী বলিতেছেন—

"In fact the separation of the population of a free country into different classes is not due to chance or to social conventions. It rests on a solid biological basis, the physiological and mental peculiarities of the individuals."

Democracy বা Socialism বা Communism যতই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও অস্বাতন্ত্র্য আনিয়া রাষ্ট্রসংগঠনে প্রচেষ্ট হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত hereditary instinct-সমূহকে বিশেষ বিবেচনায় শ্রেণীবিভক্ত যদি না করিতে পারা যায়, তবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামঞ্জস্য সমাধান কিছুতেই হইতে পারে না। Science of heredity এবং Science of Eugenics-কে উপেক্ষা করিয়া যে গণসংস্থিতি-প্রচেষ্টা তাহা একদেশদর্শিতার জন্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদিক্ হইতে না-জানার অজ্ঞতা হইতে অসমগণবিধানেরই সৃষ্টি করিতেছে, তাই ইউরোপে বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লব-সমূহের অভ্যুত্থান।

তাই, Dr. Bhagawan Das তাঁর 'Ancient vs. Modern Civilisation' গ্রন্থে বলিতেছেন—

"That India has been falling despite the possession of Manu's system is due to the neglect of the principles of that system, through degeneration of character and vice versa; that she is still alive is due to the remnants of observance of those principles."

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

normal evoluton-এ evolve ক'রে থাকে। শুধু মাত্র material interest of equalisation—যা'-দিয়ে person-এর প্রতি person admiration বা affection-এ entwined নয়, তা'তে ওই cohesive urge weakened হ'তে-হ'তে একটা বিরাট বিকৃত pulverisation-এ উপনীত হয়*—এক সংসারে পিতায় শ্লথ-ভক্তিসম্পন্ন, equal interest-এ interested ভাইদের ভিতর ভ্রাতৃদ্রোহিতা যেমন ক'রে স্থান পেয়েছে—এই তো দুনিয়ায় হরদম দেখছি!

তাই, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পরস্পর প্রত্যেকেরই সর্ব্বতোভাবে আচরণীয় ব'লেই ঋষিরা ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন। অবশ্য, এ-সবই অনুলোমক্রমিক homage and admiration-এর ভিতর-দিয়ে,—জোরের দাবী দিয়ে নয়কো,—পুত্রের দাবী পিতার কাছে যেমনতর কিংবা শিষ্যের দাবী গুরুর কাছে যেমনতর,—এই তো আমি যা' বুঝি।

---

* "There are signs now that the softening process is extending downwards. If it ever reaches the base of our society, so that the whole mass of the nation live in comfort and luxury, then we shall be in the position of an exclusive aristocracy between which and the commoners there is no inter-marriage etc. Such an aristocracy, before many generations have passed sink into decrepitude.

... ...

It is the constant habits of Socialists–writers and speakers, to glorify the lower labour and keep the higher as far as possible out of sight and yet it is impossible out of sight and yet it is impossible to live for a day in any civilised country without feeling how large apart the higher labour plays.

Socialism would not only introduce unjust and impossible economics, in spite of the obvious inequality of men, it would put the higher on a par with the lower. It is a great pulveriser, a steam roller that would flatten out all institutions and leave them less."

'Darwinism and Modern Socialism'–F. W. Headley, F. Z. S.

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। কোথায় সব একাকার হবার চেষ্টা হ'চ্ছে, আর আপনি বলেন এই রকম বিভেদের সৃষ্টি করতে? অনেক নেতারাই তো বলেন, এই রকম বহুশ্রেণীর উদ্ভবের জন্যই আমাদের জাতির এত অধঃপতন—আপনি বলছেন আবার সেই বহু বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে শ্রেণী-সংঘর্ষের নূতন বীজ বপন করতে? এতে কি জাতির শক্তি বহুধা-বিভক্ত টুকরো-টুকরো হ'য়ে আমরা আরো অধঃপাতে যাব না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'একাকার' মানে কী তা' আমি বুঝতে পারি না। আমার যা প্রয়োজন, আর-একজনের সে-প্রয়োজন না-ও হ'তে পারে। প্রত্যেক মানুষ তার temperament আর ঐ temperament-নিহিত instinct-গুলি নিয়ে বৈশিষ্ট্যে সমাহিত হ'য়ে যেন একটা being-এ evolve করেছে,—আর প্রত্যেকটি being যে প্রত্যেকের থেকে বিভিন্ন তা' আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। তাদের চেহারা, চাল-চলন, চাহিদা, সুখ-দুঃখের রকম—সবই একজনের তুলনায় অন্যের অনেকাংশেই অন্যরকম।*

---

* "Another error due to the confusion of the concepts of human being and individual, is democratic equality. This dogma is now breaking down under the blows of the experience of the nations. But its success has been astonishingly long. How could humanity accept such faith for so many years? The democratic creed does not take account of our body and of our consciousness. Indeed, human beings are equal. But individuals are not. The equality of their rights is an illusion. The feeble-minded and the man of genius should not be equal before the law. The stupid, the dispersed, the unintelligent, the incapable of attention and effort, have no right to a higher education. It is absurd to give them the same electoral power as the fully developed individuals. Sexes are not equal. To disregard all these inequalities is very dangerous. The democratic principle has contributed to the collapse of civilisation in opposing the development of an elite. It is obvious, on the contrary, individual ineqalities must be respected. In modern society the great, the small, the average, and the mediocre are needed."

—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এই সমস্ত বেছে-বেছে গুছিয়ে নিয়ে আমরা এক-একটা গুচ্ছে সাজিয়ে ফেলে দেখতে পারি—ঐগুলিকে কি-কি ক'রে কেমনতরভাবে উন্নতির মুখে নিয়ন্ত্রণে adjust করা যেতে পারে। এই fulfilment-এর ব্যাপারে প্রত্যেক individual-হিসাবে একটা পরিপোষণী একত্ব আনা যেতে পারে—আর সেইটেকেই বলতে পারা যায় সাম্য অর্থাৎ equitability. কিন্তু সবার সমান পরিবেষণে এই fulfilment কি কখনও হ'তে পারে?*

মনে করুন, আমার রুটির প্রয়োজন, আপনার ভাতের প্রয়োজন, অন্যের হয়তো ডালের প্রয়োজন—আবার কারু হয়তো ছানার প্রয়োজন। হয় মানুষের যা'-যা' প্রয়োজন হ'তে পারে প্রত্যেককেই সমানভাবে সবগুলিই দিতে হবে, নতুবা কার কি প্রয়োজন তার পুষ্টি ও পরিপোষণের জন্য তা' জেনে তাকে তেমনতর তা'ই দিতে হবে—এই হ'চ্ছে কথা যা'।

আবার, মানুষের এই চাহিদাগুলি মানুষ আহরণ ক'রে থাকে তার পারিপার্শ্বিক যা'-কিছুর ভিতর থেকে—এমন-কি, মাটি, জল, হাওয়া, গাছ-

---

* The radical defects can be radically and universally cured only by better distribution of goods as well as population etc., due proportion between vendors and customers etc., and proper fitting of each individual member of society into appropriate occupation, as indicated above. This is possible only by Planning of the Social and the Individual life interdependently."

'Ancient vs. Modern Socialism'—Dr. Bhagawan Das

"There can be no greater absurdity and no greater disservice to humanity in general than to insist that all men are equal. Most certainly all men are not equal and any democratic conception which strives to make men equal is only an effort to block progress. Men cannot be of equal service. The men of larger ability are less numerous than the men of smaller ability."

—'My Life and Work'—Henry Ford

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পালা, পশুপক্ষী, গরু, মানুষ ইত্যাদি সবার ভিতর থেকেই—যার যা' যেমন প্রয়োজন তা' পাওয়া যায় যেখানে, তারই ভিতর থেকে তা'ই নিয়ে।

তাহ'লেই মানুষের বাঁচতে হ'লেই, বাড়তে হ'লেই এদের কাউকেই ignore করা চলবে না,—বরং দেখতে হবে, আমার প্রয়োজন যাদের দিয়ে fulfilled হ'চ্ছে তারা যাতে আমাকে দিয়ে তুষ্ট থাকে ও নিয়ত উন্নত-উৎক্রমণশীল হয়। তবেই, আমার প্রয়োজনীয় যা'-কিছু তাদের থেকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে পেতে পারি। তবেই বুঝুন, আমাকে বাঁচতে হ'লে, বাড়তে হ'লে, আমার পারিপার্শ্বিকের প্রতি কেমনতর হওয়া উচিত,—আর তাদের প্রতি কী-ই বা করা উচিত!

আবার দেখুন, আমি যাদের দিয়ে fulfilled হচ্ছি, তারা যদি আমার interest হ'য়ে না ওঠে, তাদের তুষ্টি ও পুষ্টি যদি আমার স্বাভাবিক চাহিদাই না-হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে কি আমার কখনও এমনতর inquisitiveness আসতে পারে যা'তে আমার সহজাত observationকে apply ক'রে তাদের তুষ্টি ও পুষ্টির need-গুলিকে seek out ক'রে তারা যা'তে পুষ্টি পায় এমনতর service দিতে পারি?

তাহ'লেই যাদের দিয়ে আমি fulfilled হচ্ছি তাদের প্রতি আমার চাই admiration-ওয়ালা একটা normal affinity বা attraction —আর, এই যদি থাকে অর্থাৎ যখন সত্যি-সত্যি ঠাওর করতে পারি, পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকটি আমার জীবন-যাপনের জন্য পুষ্টি-আহরণী interest, তখনই ঐ affinity, attraction বা interset-এর দরুন স্বতঃই আমাদের অন্তঃকরণে সম্বেগশালী urge-এর মতন normal inquisitiveness মাথাতোলা দিতে থাকে,—তাদের পুষ্টি ও পোষণ দেওয়ার প্রলোভন সৃষ্টি করে। আর, এই affinity and admiration-ই হ'চ্ছে—যা'-দিয়ে মানুষ জানতে পারে, fulfil করতে পারে ও পেয়ে ধন্য হয়।

তবেই দেখুন, এমনি-ক'রেই class-এর উদ্ভব হ'য়ে ওঠে কি-না—যা'-

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দিয়ে অন্যেরা পুষ্টি ও পোষণ পেয়ে থাকে ও পেতে পারে। মনে করুন, গরু আমাদের জীবন-বর্দ্ধনের পক্ষে পুষ্টি-পোষণী নিত্য-প্রয়োজনীয় জন্তু; কিন্তু এই গরু থেকে তার দুধ, ছানা, মাখন ইত্যাদি খেয়ে যদি পুষ্টিই পেতে চাই, তাহ'লে গরু যা'-খেয়ে পুষ্টি পায় তা' তো খুঁজে আমাদের বের করতেই হবে! আর, বের ক'রে যথাপ্রয়োজন তাকে তা' দিতেই হবে! তাহ'লে অনেকগুলি গরু দিয়ে যদি একটা দুধ-বৈশিষ্ট্য-ওয়ালা ও ঐ-heredity-র গরু-class হয়, তবে ঐ class মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় কি না? অমনতরই specialised hereditary instinct-ওয়ালা classes of man—যারা একে অন্যকে provide করে, fulfill করে, পুষ্টি ও পোষণে নিত্য-প্রয়োজনীয়, তাদিগকে ক্ষুণ্ণ বা demolish ক'রে আমরা কি-ক'রে বাঁচব?*

মনে করুন, আর্য্যকৃষ্টি-সম্ভূত ঐ specialised pure hereditary classes—যারা নাকি একে অন্যকে সর্ব্বতোভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক fulfil করছে—তারাই ঐ caste বা বর্ণ। এ-বর্ণে দোষ কোথায়? যে

---

* "যেখানে জাতিভেদ অর্থাৎ বর্ণভেদ-প্রথা নাই সেখানে পিতা বা মাতার যে গুণ নাই তাহাদের অপত্যদিগের ভিতর কেহ কেহ সেই গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে বংশানুক্রমিক বৃত্তি থাকায় এক-জাতিভুক্ত লোকের সন্তানের ভিতর প্রায় কখনই অন্যজাতির বৃত্তিতে আবশ্যক গুণ অধিক পরিমাণে থাকে না। ইংলণ্ডাদি দেশে যেমন ভারবাহী ঘোড়ার শাবক প্রায় কখনই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া হয় না—সে কেবল ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার শাবকরাই হয়—এদেশেও তেমনই একজাতিভুক্ত লোকের সন্তানের অন্য জাতির বৃত্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠগুণ-সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অতীব অল্প—নাই বলিলেই হয়। মোটামুটিভাবে অন্য এক বৃত্তির কার্য্য করিতে পারায় কিছু আসে যায় না। ধোপার ছেলে কেরাণীগিরি করিতে পারাতে বা করাতে দেশের কোন মঙ্গল হয় না—তাহা অনেকেই করিতে পারে। এই জাতিগত বৃত্তি-নির্দ্দেশের একটি বিশেষ শুভ ফল হইয়াছিল এই যে, বংশানুক্রমিকতার ফলে ও অনুকূল আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য যাহারা যে কর্ম্ম করিবার বিশেষ উপযোগী গুণসম্পন্ন, তাহারা সেই কর্ম্ম করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।"

'নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দুসমাজে'
—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যাকে fulfil করছে সে তো সহজভাবে তা'তে interested হ'য়ে উঠবেই! আর এ যাদের যত বেশী, তারা তত revered হবেই! তাহ'লেই ঐ বৈশিষ্ট্যকে যদি উড়িয়ে দিতে চাই আমরা, তবে আমাদের অবস্থা যে কী হ'তে পারে তা' তো ঠাওর করাও মুশকিল।

আরো বলি,—জীব, জানোয়ার ও প্রত্যেক মানুষেরই একটা attractive zone আছে অর্থাৎ এমনতর একটা normal attractive distance আছে যে দূরত্বের ভিতর থেকে service দিলে তাকে পছন্দ হয়, বোধও করা যায়—আর সে-দূরত্বের সীমাকে অতিক্রম ক'রে যখন এমনতর নিকটে আসি, যা'তে তাকে বোধ করা যায় না বরং অনেক অসুবিধারই সৃষ্টি করে। কারণ, প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্যহিসাবে তার বৃত্তি ও instinct-শুদ্ধ সব-নিয়ে সে তো আলাদা একটা individual!

যেমন মনে করুন,—কেউ একাকী থাকতে ভালবাসে, কেউ হয়তো তার স্ত্রী নিয়ে একলা থাকতে ভালবাসে—আপনার কারু প্রতি হয়তো admiration আছে, regard আছে, সেও আপনাকে খুব ভালবাসে। সেই ভালবাসার টানে প্রত্যেক ব্যাপারেই হাত-পা'র মতন সে আপনার কাছেই থাকে—তা'-কি আপনি পছন্দ করেন? তখন কি তার প্রতি আপনার দোষদৃষ্টি আসবে না?

তেমনি আপনার স্ত্রী—যাকে নিয়ে একা থাকতে আপনি ভালবাসেন, গল্পগুজব করতে আপনি ভালবাসেন—আপনি যখন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব, আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ ও মত্ত থাকেন—তখনও যদি সে আপনার কাছে-কাছেই থাকে কিম্বা তার-চাহিদার-মত আপন আপনাকে পেতে, আপনাকে সেই বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে interfere করে—তা'-কি আপনি পছন্দ করবেন? অথচ আপনার wife তো খুব loving, খুব serviceable!

তাহ'লেই বুঝুন, প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রত্যেক মানুষের একটা attrac-

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

tive zone ও repulsive zone ব'লে কিছু আছে কি না! তেমনি, fulfilment পাচ্ছি এমন-একটা class-এর কাছে যারা fulfilled হ'চ্ছে এমনতর একটা class-ও কি তেমনতর নয়? * ঐ class-গুলি বিবেচনা করুন crystallisation of mutual fulfilment আর ইষ্টে interested হওয়া

---

* মানবসমাজে পরস্পরের সহিত এইরূপে একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিয়াই পৃথিবীর বহু স্থানে ঐ জাতীয় বর্ণভেদের উদ্ভব হইয়াছিল। যেখানে যেখানে আর্য্যরক্তের প্রাদুর্ভাব, সে-দেশেই এই বর্ণধর্ম্মানুসারেই মানবসমাজ গঠিত হইয়া উঠিতে চাহিত—কারণ, ইহাতে সমাজ-সংহতি হইতে দৃঢ়ভাবে গঠিত স্ফটিকবৎ, কতগুলি ব্যক্তির স্থুল বহির্মিলন ও সমাবেশ-মাত্র নয়, বংশানুক্রমিক গুণ ও জাতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাই আছে—

"Caste-in India is a question of more than historical interest. It is the great obstacle to government in accordance with modern ideas. By some writers caste has been regarded as the great safeguard of social tranquility, and therefore as the indispensable condition of the progress in certain arts and industries which the Hindus have made......."

—'Encyclopaedia Britannica, 11th Edition', p. 465

আর তাই Roman period-এ বৃটেনে এই রকমের বর্ণানুরূপ guilds ছিল—

"The colleges of operatives, which inscriptions prove to have existed in Britain during the Roman period, were practically castes, because by the Theodosian Code the son was compelled to follow the father's employment and marriage into a family involved adoption of the family employment, But these collegia opificum seem to be just the fore-runners of the voluntary associations for the regulation of industry and trade, the frith-guilds, and craft-guilds of later times, in which, no doubt, sons had great advantages as apprentices. The history of the formation of guilds shows, in fact that they were really protests against the authoritative regulation of life from without and above." —'Encyclopaedia Britannica'

শুধু ব্রিটেনে নয় জার্ম্মাণী ইতিহাসেও এই বর্ণবিভাগ রহিয়াছে—

"It has been said that early German history is, as regards this matter in contrast with English, and that true castes are to be found in the military associations (Genossen Schaften) which arose from the older class of Dienstmannen, and in

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অর্থাৎ ইষ্টৈকস্বার্থপ্রতিষ্ঠার interest ও admiration সূত্রে ঐ fulfilment-এ interest-ওয়ালা crystal-গুলি interest cement-এ cemented হ'য়ে একটা energetic compact mass এমনি-ক'রেই তৈরী হ'তে পারে কি-না—এরই অভাবেই কি বিপরীতের সৃষ্টি করে না? আর এই ভাল, না ঐ বিপরীত যাকে pulverisation বলে সেই-রকমটাই শ্রেয়ঃ? একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন!*

Pulverised তখনই হয় যখনই crystallising fibre বা thread-কে affinity, attraction বা cohesion-এর cement থেকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে particle, molecule বা atom-এ disintegrate ক'রে ফেলা যায়। সেখানে আর ঐ-রকম সূত্রটুত্র কোথাও কিছু থাকে না যেখানে সে crystallised

---

which every member—page, square or knight—must prove his knightly descent; the Bauernstand or rural non-military population; the Burgerstand or rural non-military population; the Burgerstand or merchant Class.....There is no doubt that at some time or other professions were in most countries hereditary."

—'Encyclopaedia Britannica, 11th Edition" p. 464

* "We are aware that every caste forms itself into clubs or lodges, consisting of the several individuals of that caste residing within a small distance and that these clubs or lodges govern themselves by particular rules or customs or by laws.....Every profession with few exceptions is open to every description of persons; and the discouragement arising from religious prejudices is not greater than what exists in Great Britain from the effects of municipal and corporation laws."—'Encyclopaedia Britannica'

শ্রীশ্রীঠাকুর crystallisation যেমন করিয়া হয় সেই উপমা দিতেছেন। Crystallisation-এর জন্য চাই একটি central fibre বা thread—তাহাই যেন ইষ্ট, আর dissolved ions-গুলি যেন individuals. তাহারা ঐ thread-এ সংবদ্ধ হইয়া দানা বাঁধিয়া ওঠে। এই স্ফটিক-গঠন ভাল, না ঐ চূর্ণগঠন ভাল। ইহাই তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হ'তে পারে; কিন্তু একবার যদি crystallised mass সৃষ্টি হ'য়ে পড়ে তবে সহজে তো তা' ভাঙ্গেই না, আর ভেঙ্গে ফেললেও crystal-ই থেকে যেতে চায়।* তবেই দেখুন, fulfilment-এর তাঁবেদারে থেকে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের affinity বা interest দিয়ে cemented হ'য়ে ঐ অমনতর crystallised mass-ই ভাল, না pulverised রকমটাই শ্রেয়ঃ—কোন্‌টা আপনাদের পছন্দ হয়? আপনাদের science-এ নাকি experiment আছে—কোন salt জলে dissolve করলে তা' ions-এ pulverised হ'য়ে যায়, আবার তা'তে একটা সূতো দিয়ে undisturbed রেখে দিলে ঐ salt ধীরে-ধীরে crystallised solid mass হ'য়ে ওঠে—ঠিক এমনতরই নয় কি?

তাহ'লে দেখেন, জাতির অধঃপতন কখন হ'তে থাকে—ঐ positive Ideal-এর অভাবেই নয় কি? আর, শ্রেণী-সংঘর্ষও কি ওরই অভাবে হয়নি? আবার দেখুন, ঐ শ্রেণী—ঐরূপ positive something থাকলেই—কি আপনি-আপনিই গ'ড়ে ওঠে না? আর, গ'ড়ে ওঠাই কি শ্রেয়ঃ নয়কো? চন্দ্রগুপ্ত, অশোকের মৃত্যুর পর ভারতের কি হ'ল তা'-কি আপনার মনে নেই? আর্য্যকৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ঐ চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, অশোকের আসন কখনই শূন্য না-হওয়া।!

---

* স্ফটিকগঠন বা crystallisation-এর বৈশিষ্ট্যই এই যে—কোন crystal-এর একখানি ক্ষুদ্রমত খণ্ড লইয়া অনুবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলে দেখা যাইবে তাহাও ঐরূপে কতগুলি বিশিষ্ট-আকারবিশিষ্ট crystal বা স্ফটিকেরই সমষ্টি। স্ফটিকের অণু-পরমাণুগুলিও এমনই সুবিন্যস্ত যে উহা সূক্ষ্মতম রঞ্জন-রশ্মির পরাবর্ত্তনজাল বা diffraction grating-রূপে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু amorphous powder-এ ঐরূপ স্ফটিকগঠন নাই। সেইরূপ বর্ণধর্ম্মানুসৃত মানবসমাজ যদি চূর্ণাকৃতও হইয়া যায় তবুও ঐ দানা বা crystal থাকিয়াই যায়—ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

যেমন বৈজ্ঞানিক Headley বলিয়াছেন—"Combination is the great resource of the weak." তেমনই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধানের বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে combination নয়, crystallisation—গণতান্ত্রিকতা নয়, শ্রেষ্ঠতান্ত্রিকতা বা আদর্শ বা ইষ্টতান্ত্রিকতা।

! এইরূপ বংশানুক্রমিক গুণানুমত শ্রেণীবিভাগে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয় অধিক পরিমাণে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমি class division-এর কথা যা'-যা' বলেছি Eugenic standpoint থেকে সবগুলি প্রকৃতি হ'তে কুড়িয়ে পাওয়া—যা'-দিয়ে আমাদের বাঁচা-বাড়া অক্ষুণ্ণতেজে সর্ব্বপ্রকার বলীয়ান্ উৎসৃজনে অবলীলাক্রমে ও অনায়াসে চলতে পারে। আরও আমি দেখেছি গাছ-পালা, জীব-জানোয়ার। মানুষ দেখেছি, বন্ধুবান্ধব দেখেছি, বন্ধুত্বের আকুল আলিঙ্গন দেখেছি, স্বামী-স্ত্রীর অদম্য ভালবাসা দেখেছি, কত অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধন দেখেছি, ছেলেপুলের মিত্রতা দেখেছি—প্রত্যেক being-এরই একটা যেন attractive zone আছেই। ঐ zone-টা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে অতিক্রম না-করে, ততক্ষণ উপযুক্তভাবে প্রতিপ্রত্যেক পরস্পরের ভিতর একটা স্বতঃ-অনুসরণীয় admiring ও affinity-এ থেকেই যায়,—আর, ঐ admiring affinity-ই হ'চ্ছে মানুষের উন্নত বা অবনত হওয়ার একমাত্র guiding force. * উন্নততে যখনই এই admiration ও affinity 'ligared' হয় তখন থেকেই

এক ইষ্ট বা আদর্শে গ্রথিত হইয়া সমস্ত সমাজ বহুবিচিত্রগুণখচিত স্ফটিকের মত বিবর্ত্তিত হইয়া ওঠে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ইহাতেই সমাজ-কল্যাণের আদর্শে বিধৃত হইয়া সার্থক হইয়া ওঠে এবং সার্থক মুক্তি লাভ করে। আর এইরূপে Eugenics বিজ্ঞান ও Heredity বিজ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ মানবের অভ্যুদয় হইতেই থাকে। শ্রেষ্ঠমানবের অভাব এই বিধানেই দূর হইতে পারে।

আর বৌদ্ধপ্লাবনে—বর্ণসাঙ্কর্য্য দুষ্টিতে—চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, অশোকের তিরোধানের পরেই ভারতের আর্য্যসমাজ সহস্রখণ্ডে বিচূর্ণিত হইয়া গেল। এইরূপে বর্ণাশ্রমের মূলে কুঠারাঘাত হইল বলিয়া বর্ণসাঙ্কর্য্যদুষ্ট আর্য্যসমাজ আর অবিচ্ছিন্ন ধারায় উন্নত ব্যক্তিত্বের জন্মদান করিতে পারিলে না।

* জগতের নির্জীব, সজীব সর্ব্বপ্রকার পদার্থের মধ্যেই এই নিয়ম ক্রিয়া করিতেছে। জড়জগতে crystallisation-এ, জীবজগতে herd-instinct-এ এই বিধি মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু যাহারাই বিবর্ত্তন-মুখে চলিয়াছে তাহাদেরই নিয়ন্ত্রণ করে ঐ আকর্ষণশক্তি—যাহাকে মানব-সমাজে বলে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ। প্রত্যেকেই দলপতিকে ঘিরিয়া থাকে। এই শ্রদ্ধা বা অনুরাগে বিধৃত হইয়া সকলেই উন্নতির অভিমুখে চলে।

একাকার যাঁরা করতে চান তাঁরা প্রায়ই জীববিদ্যার দোহাই দিয়া বলেন, জীবজগতে সকলেই সমান। কিন্তু জীববিবর্ত্তনের প্রধান জিনিসই হ'ল–natural selection, struggle for existence and competition. কিন্তু বৈজ্ঞানিক Headley. F. Z. S. বলেন—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মানুষের প্রাণের টানে, নিঃসন্দেহ চাহিদায়, স্বতঃপ্রচেষ্টায় উন্নতই হ'তে থাকে। আবার, যখনই ঐ limit অতিক্রম ক'রে too nearer হয়, তখনই প্রতি-প্রত্যেক পরস্পরে প্রতি-প্রত্যেকের যে গুণগুলি দেখছিল সেগুলি চুলোয় গিয়ে সে দোষদৃষ্টি দিয়ে analyse করতে সুরু ক'রে দেয়,—ফলে আসে একটা বিরাট repulsion. কথায় আছে, too much familiarity breeds contempt, two of a trade can never agree, nearer the church farthest from God ইত্যাদি—এ-সব কথা বোধহয় ঐ অমনি-ক'রেই সৃষ্টি হয়েছে।

একশা হ'লেই affinity গেল, একটা pulverising repulsive disintegration সাথে-সাথে নেমে এসে সবটাকেই বলশূন্য, অবসাদমণ্ডিত ফাঁক বা অন্তর সৃষ্টি ক'রে fermented ক'রে তুলতে সুরু করলে, অথবা যেখানে affinity পেলে সেখানে গিয়েই জমায়েত হ'তে সুরু ক'রে দিলে! *

"One man's work may be infinitely better than that of another but the union claims that the two shall be paid at the same rate. To allow payment according to merit is to allow competition between individual workmen, and it is mainly to limit such competition that Trade Unionists have been formed. As they are opposed to the special remuneration of specially high class work, it results that Trade Unionists look askance at excellence itself."

এইরূপে money standard excellence standard ভাঙ্গিয়া দিতেছ।

* যেমন একটা solid, gaseous state-এ রূপান্তরিত হ'লে হয়—molecule-গুলি attractive zone-এর মধ্যে আর আসতে পারে না। Repulsive force-টাই prominent হ'য়ে ওঠে, তাই বায়বীয় অবস্থার একাকারত্ব এসে হাজির হয়। যতক্ষণ solid থাকে ততক্ষণ molecule-গুলি within the sphere of attraction থাকে, তাই cohesive force prominent থাকে। পরস্পরের অশ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত যে equality তা' ঐ gas-এর মতই একাকারত্ব এনে দেয়—repulsive force-টাই তখন জনসমাজে prominent হ'য়ে দাঁড়ায়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমার অমনতর pulverising রকম যেন পছন্দই হয় না—আমি চাই একই ইষ্ট বা আদর্শসূত্রে systematic cemented crystallisation যার ভিতরে energy এমনতরভাবে লুকিয়ে থাকে—একটা pressure বা push পেলেই sparkling demonstration-এ অনেক অন্ধকার মুহূর্ত্তে আলো ক'রে ফেলে—যেমন মিশ্রির দানা—দাঁত দিয়ে ভাঙ্গলেই অমনি চকমকিয়ে আলো বেরোয়!

তাই, attractive zone-এর ভিতরে থেকে affinity-ওয়ালা admiration-মত্ততায় cemented হ'য়ে সুবিন্যস্তভাবে যা'তে জাতি ও জনগণ অমৃতগরিমায় আর্য্যকৃষ্টির বাস্তব সার্থকতায় সমুন্নত হ'তে পারে তা'ই আমি চাই—আর সবাই-ও বোধ হয় তা'ই চায়, যদি কেউ রুগ্ণ মস্তিষ্কবান্ না হয়! আর্য্যবর্ণ-বিধানও আমার মনে হয় ঠিকই তা'ই। তাই, আমার class disintegration তো পছন্দই হয় না, বরং individual-এর ভিতর-দিয়ে cherishing and nourishing move-এ Class fulfilment-এর উন্নত পরিক্রমণই আমার চাহিদা! *

---

* "Socialism would not only introduce unjust and impossible economics—inspite of the obvious inequality of man it would put the higher on a par with the lower. Such a system can never be a working one, since it would destroy the main motives for enterprise and put an end to the struggle for existence, the action of which maintains the health and vigour of human communities."

—'Darwinism and Modern Socialism'

"Men-would live in small communities instead of in immense droves. Each would preserve his human value within his group. Instead of becoming merely a piece of machinery, he could become a person...........

In recognising personality, modern society has to accept its disparateness. Each individual must be utilised in accordance with his special characteristics, In attempting to estabish equality among men, we have suppressed individual peculiarities which were most useful. Human types instead of being standardised

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

should be diversified. Modern society has refused to recognise the dissimilarity of human beings. Such illassorted types are herded together according to their financial position and not in conformity with their individual characteristics."

'The Remaking of Man'—Alexis Carrel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

২

প্রশ্ন। আর্য্য যাঁরা তাঁরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিকূল আবেষ্টনে প'ড়ে আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হ'লেও কি অক্ষুণ্ণভাবে আর্য্যরক্তই বহন করছেন? আর্য্যগণ যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ করেছেন নিজেদের সনাতন কৃষ্টি ও কুলাচারকে অগ্রাহ্য ক'রে, তাতেও কি তাঁদের deterioration হয়নি? তবে বর্ত্তমান যুগে এই অক্ষুণ্ণ আর্য্যত্বের মাপকাঠি কী হবে? কে ঠিক-ঠিক আর্য্য, তা' বুঝব কী-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষের ক্রমপর্য্যায়ে রেতঃপ্রবাহ যেখানে অক্ষুণ্ণ আছে *—যেখানে কোনপ্রকার প্রতিলোম interpolation in paternal blood ঘ'টে ওঠেনি—যে-রকম environment-এ-ই তাঁরা প'ড়ে থাকুন না,—Aryan blood and instincts যে সেখানে মুহ্যমান থাকলেও জীয়ন্ত আছে,—আর উপযুক্ত nurture পেলে অগৌণেই তা' যে যথোপযুক্তভাবে গজিয়ে উঠবে সে-সম্বন্ধে আমার কোন দ্বিধাই নেই। ¶

---

* "When a fertilised egg-cell is developing into an embryo, part of the original germinal material does not share in body-making or differentiation, but remains apart in its integrity, and forms the beginning of the reproductive organs of the offspring. When these by and by are mature and liberate germ-cells, there is a sustained continuity of germinal material by an unbroken lineage of germ-cell divisions. Thus it is that like tends to beget like. This is known as continuity of the germplasm."

—'Life of Weismann"

¶ "Before Weismann, he got a grip of the fundamental idea of the continuity of the germplasm which once and for all enabled us to understand why like tends

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এর ভিতর যাদের clan অমনতরভাবেই বজায় আছে—অথচ cult-কে মূঢ়-সংবেদনায় অন্যায্যভাবে অস্বীকার ক'রে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে—তারা পতিত হ'লেও ঐ Aryan cult-কে যথোপযুক্ত-ভাবে স্বীকার ক'রে তদনুশীলন-সংবেদনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকলেই অন্তর্নিহিত মুহ্যমান আর্য্য instinct-গুলি with all its solution মাথাতোলা দিয়ে স্বমহিমায় সবকে সার্থক ক'রে আর্য্যকিরীট-সুশোভিত হ'য়ে, মহিমময় হ'য়ে নিজেকে বিদীপ্ত ক'রে তুলবে সে-বিষয়ে সন্দেহ আর কী থাকতে পারে?

আবার, আর্য্যকৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রেখে যাঁরা বিশেষ কোন creed-এর অনুসরণ ক'রে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছেন—আর্য্য ঋষি, কৃষ্টি ও পূর্ব্বতন-পরম্পরা-প্রেরিত prophet বা পুরুষোত্তমদিগকে যথোচিত নতি ও সম্মান-সহকারে স্বীকার ক'রে ও পূর্ব্বতন প্রেরণা-প্রকৃষ্টিপূত পরবর্ত্তীদিগের প্রতি উন্মুখনতি ও আলিঙ্গন-মর্য্যাদায় নিজেকে পূত ও প্রকৃষ্ট ক'রে রেখেছেন,—clan যাঁদের স্বমহিমায় পুরুষানুক্রমিকতায় অক্ষুণ্ণই,—তাঁরা বৌদ্ধই হউন,

---

to beget like. When the fertilised ovum is developing into a body, some of the embryonic cells, continuing intact the protoplasmic tradition of that unit, are kept apart from body-making and form the beginning of reproductive organs from which, in due course, the other germcells, similarly endowed are or may be launched on the voyage development. As Galton said, the parent is rather the trustee than the producer of the germcells; or, again, the individual bodies are like mortal pendents that fall away from the immortal necklace of germcells."

'The Great Biologists.'—Sir J. Arther Thomson, M. A. L. L. D পূর্ব্বেও বলিয়াছি—

"As long as the hereditary qualities of the race remain present, the strength and the audacity of his forefathers can be resurrected in modern man."

—'The Individual'—Alexis Carrel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

খৃষ্টানই হউন, মুসলমানই হউক, জৈনই হউন—তাঁরা যে আর্য্যকৃষ্টিরই যথোচিত clan-এই অবস্থান করছেন—তা' সহজেই অনুমিত হ'তে পারে।*

এরই ভিতর আবার যাঁরা clan-কে বজায় রেখেও পূর্ব্বতনদিগকে অস্বীকারে অবধূলিত ক'রে, কোন creed-কে অবলম্বন ক'রে পূর্ব্বতন পিতৃপরম্পরাকে মূঢ়বিদ্রূপ-সম্বেদনায় লাঞ্ছিত, তাচ্ছিল্যে আঘাত করেছেন তাঁরাও যদি যথোপযুক্তভাবে অনুদীপ্ত প্রায়শ্চিত্তের সহিত পিতৃপরম্পরা ও পূর্ব্বতন পরম্পরা-প্রেরিত ঋষিদিগকে স্বীকার ক'রে পরবর্ত্তীতে উন্মুখ থেকে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন, তাহ'লেও—আমার মনে হয়—ঐ অন্তর্নিহিত আর্য্যরেতঃ সমুচিত nurture-অভিদীপ্ত হ'য়ে আবার স্বমহিমায় দিগন্তকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। কিন্তু ঐ পুরুষানুক্রমিক যে বর্ণ-সংসৃষ্ট তাঁরা ছিলেন, তারই নিম্নতম স্তরেই তাঁদিগকে পরিগণিত করতে হবে !—culture এবং eugenic উৎকর্ষতার ভিতর-দিয়ে তা'দিগের উচ্চতমে উন্নীত হওয়াই স্বাভাবিক।

---

* শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, যাঁহাদের clan অর্থাৎ বংশানুক্রমিক গোত্র, প্রবরাদি এবং আর্য্যরক্ত ঠিক আছে তাঁরা বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট বা হজরত রসুল—যাঁহাকেই অনুসরণ করুন না কেন, তাঁহাদের আর্য্যরক্ত স্বমহিমায় অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণকে না মানিয়া তাঁহাদের অবমাননা করিয়া কোন সঙ্কীর্ণ-সম্প্রদায়ভুক্ত হ'লেই পাতিত্য ঘটে এবং প্রতিলোম-সংস্পর্শ হইলেই আর্য্যরক্ত নিস্তেজ ও বিকৃত হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞান বলিতেছে, শুধু ব্যক্তিগত acquisition পুরুষানুক্রমে বীজের মধ্যে-দিয়া সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হইতে পারে না। বংশানুক্রমিকতাই অক্ষুণ্ণ থাকে ও পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া পুত্রপৌত্রাদিতে বর্ত্তে।

Weismann came to the deliberate conclusion that there is no cogent evidence of the transmission of individually acquired characters.

—'The Great Biologists'

! Clan মানে বংশ আর cult মানে আর্য্যকৃষ্টি। বংশানুক্রমিক গোত্র, প্রবরাদি যদি ঠিক থাকে এবং প্রতিলোম-সংস্পর্শাদি না হওয়ায় আর্য্যজাতিত্ব যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই clan ঠিক

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, যাঁদের আর্য্য আচার-অনুপাতিক clan ও cult যথাসম্ভব যথোচিতভাবে বজায় আছে, অর্থাৎ with all the Aryan instincts, habits and behaviour,—তা' দুর্ব্বল হোক আর সবলই হোক—আমি তো মনে করি সেখানেই আর্য্যত্ব নিস্তেজ হ'লেও অক্ষুণ্ণ,—আর সবল হ'লে তো কথাই নেই!

জগতের কোন পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতপুরুষ, অবতারপুরুষ বা prophet, ঋষি বা মহাপুরুষ—যাঁরা পারম্পর্য্যানুক্রমে শ্রদ্ধাবনত উদ্বুদ্ধতার সহিত প্রেরণ-সন্দীপনায় প্রতি-প্রত্যেককে fulfil ক'রে জগতের জনগণকে সংহতি-সম্বর্দ্ধনায় জীবন-বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ ক'রে গেছেন—বৃত্তি-সম্বর্দ্ধনী আবিলভক্তি-জড়িমা-জনিতই হোক আর অনার্য্য-উৎখাতী অহংগরিমাজনিতই হোক, যদি কেহ বৃত্তিকুহকী প্ররোচনায় তাঁহাদের পবিত্র বাণীর বিকৃতি ঘটাইয়া, তাৎপর্য্যের অপলাপ করিয়া অনতি-উদ্দীপনী শ্লেষ উত্থাপন করতঃ এমনতর দৈন্যজাল বিস্তার করে, যার ফলে জনগণ তাঁদের সেই অমর উৎসেচন হ'তে বঞ্চিত হ'তে পারে,—এমনতর-কিছু যদি আর্য্যরক্তবাহী কোন কারু সম্মুখে সংঘটিত হয়, তাকে সাধ্যমত স্তম্ভিত ও নিরসন না-ক'রে ignore ক'রে যায়, তা'যে

থাকে। আর্য্যগণ যদি অন্য কৃষ্টি গ্রহণও করেন, তবে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তাঁরা আর্য্যমহিমায় পুনরুদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবেন। কেউ খৃষ্টান ও মুসলমান হইলেও তিনি আর্য্যসমাজে পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। আর তাহা আর্য্যশাস্ত্রানুসারেই। তবে তাঁহাকে নিজের বর্ণের নিম্নতর স্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

"সামবেদের ব্রাহ্মণ-অংশে ব্রাত্যস্তোমযজ্ঞের উল্লেখ আছে। ঐ যজ্ঞদ্বারা অনার্য্যদিগকেও হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হইত। এখনও ঐ যজ্ঞদ্বারা যে-কোন জাতির লোককে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

'মহাভারত মঞ্জরী'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

"হিন্দুধর্ম্ম একটী বৃহৎ অতিথিশালা। সেখানে আগন্তুকমাত্রেই স্থান পাইয়াছেন। অত্যন্ত উচ্চ হইতে অত্যন্ত নীচ পর্য্যন্ত যে-কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছে, তাহাকেই সাদরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য এবং হিন্দুসমাজের নিয়ম মানিতে হইয়াছে।"

'Religious Thought & Life in India"
—Sir Monier Williams

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কতখানি পাপ, কতখানি দৈন্য—অকৃতজ্ঞতার অপবিত্র পরশ সে-যে কতখানি—তা' ভাবতেও হৃদয় তিক্ত হ'য়ে ওঠে!

তাই আমার মনে হয়, আর্য্যকৃষ্টির ও তার process বা প্রকরণগুলির unexplaining, unfulfilling or insulting যা'-কিছু তার প্রতিরোধ-প্রয়াসী না-হওয়াই প্রতি আর্য্যসন্তানের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাব্যঞ্জক। এমনতর যদি কারু সঙ্গে কিছু ঘটে,—আর তা' ignore ক'রে সে ফিরে আসে, প্রার্থনা আসনে উপাসনা তার পক্ষে তখন নিরর্থক। আর ঐ পূর্ব্বতন প্রেরিতপুরুষ, অবতারপুরুষ, prophet, ঋষি বা মহাপুরুষদের যারা মান্য না করে, কিংবা তাঁদের-প্রেরণা-উদ্দীপ্ত হ'য়ে পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে যাঁরা fulfil, explain ও reveal ক'রে বাস্তবভাবে জনগণকে সম্বর্দ্ধিত করেন—এঁদের যারা স্বীকার না করে, স্বীকার করার inclination-ও বিরল যেখানে—অথবা ঐ মহাপুরুষদের মধ্যে deteriorating differential discrimination-এর সহিত ignoring atmosphere সৃষ্টি ক'রে জনগণকে যারা বঞ্চনার অধিকারী ক'রে তোলে, আর্য্য instinct সেখানে বেঁচে আছে কি না সেটাও সন্দেহের বিষয়!

পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষি ও পুরুষোত্তমদিগকে স্বীকার ক'রে নতি-উদ্দীপনার সহিত গৌরব-কিরীট বহন ক'রে যদি কোন আর্য্যসন্তান তাঁর temperament-মাফিক কোন creed-এ অর্থাৎ ঋষি বা যুগপুরুষোত্তমের নিদেশপন্থী হ'য়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেই চ'লে থাকেন—তা' Buddhistic creed-ই হোক, Jain creed-ই হোক, Hindu creed-ই হোক, Christian creed-ই হোক, Islamic creed-ই হোক, আর যে-কোন creed-ই হোক না কেন—আর্য্য clan ও cult-কে অটুট ও অক্ষত রেখে যাঁরা চলেছেন, তাঁরা—যেই হউন বা যা-ই হউন না কেন—নিশ্চিতভাবে আর্য্যসন্তান—আর্য্য; * আর যাঁরা clan-কে অব্যাহত রেখে cult-কে ignore ক'রে কৃষ্টিকে betrayal-এর বিকৃত ও বধির ছুরিকার ignorance-edge-এ বিক্ষত ক'রে পিতৃপুরুষের instinct ও

* পূর্ব্ব পদটীকা দেখুন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

রক্তগৌরবকে অবহেলা-লাঞ্ছিত করেছেন—এই অভিশপ্তপ্রাণ অনার্য্যাচারী হ'লেও বধির আর্য্য-রক্তবাহী—এদের দিকে চেয়েও আপশোস-অভিষিক্ত হৃদয় নিয়েও গৌরবের মদিরমন্থর দক্ষিণাকে আমি যেন ভুলতে পারি না। কাউকে শ্রেষ্ঠ ভেবে—যে শ্রেষ্ঠতা-বাদের লোহিতরক্তে আমার উদ্ভব—যখনই আমি সেই শৌর্য্যগৌরবহারা পাতিত্য-আলিঙ্গনে পরিপূরণী শ্রদ্ধা ও প্রেমলিপ্সু না-হ'য়ে প্রবৃত্তি-লিপ্সায় কোন শ্রেষ্ঠকে আলিঙ্গন করতে যাই, সেই শ্রেষ্ঠের পূজার প্রথম নৈবেদ্যই কি আমার betrayal-এর পূতিগন্ধমাল্যে সাজানো হয় না?* তাহ'লে আমি আজীবন-ভ'রে যার পূজায় নিজেকে নিয়োগ করেছি ব'লে মনে করি, বাস্তবিকই তার কি কার পূজা ক'রে চলেছি—একবার ভেবে দেখুন তো—সেই শ্রেষ্ঠের, সেই পুরুষোত্তমের, না ঈশ্বর-প্রেম অছিলায় শয়তানের পরমপ্রিয় বিশ্বাসঘাতকতার? আর, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে প্রতিপদক্ষেপেও কি মূঢ়-সম্মোহনী সেই Satanic blessing-এর জ্বালাময়ী cynic উৎফুল্লতাকে ইষ্টের আশিষ ব'লে মেনে নিয়ে নিজেকে ভাঁড়িয়ে চলছি না? দিশেহারা দশা কি আমাদের—যে আমরা এমনতর—তাদিগকে ত্যাগ করেছে? ‡

তাই, আমার মনে হয়—যাঁরা পূর্ব্বতনদিগকে অস্বীকার করেননি, আর্য্য cult ও clan-কে অপদস্থ ক'রে প্রবৃত্তির অছিলায় প্রলোভন-দুষ্টির জন্য কোন শ্রেষ্ঠ, প্রেষ্ঠ বা ইষ্টকে নতি-আলিঙ্গনে আগলে ধরেননি—তাঁরা খৃষ্টানই হউন, মুসলমানই হউন, বৌদ্ধই হউন জৈনই হউন, আর যা-ই হউন—অটুট ও অনড়ভাবে আর্য্য—তার কি আর সন্দেহ আছে?

---

* "As to the value of conversion, God only can judge!" Goethe—

‡ দারিদ্রের জন্য বা কামের তাড়নায় যখন মানুষ পূর্ব্বতনদিগক অস্বীকার ক'রে তাঁদের পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম্মের নামে নূতন কিছু ধর্ম্ম ব'লে আঁকড়ে ধরে, তা' ধর্ম্ম তো নয়ই বরং বিশ্বাসঘাতকতা। মানুষ যদি পূর্ব্বতনকে আঁকড়ে ধ'রে তাঁদেরই সহজ-পরিপূরণাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে কাউকে আঁকড়ে ধরে, তাহাতে ধর্ম্মান্তর হয় না—আর তাহাই স্বাভাবিক। অন্ন বা অর্থাভাবে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় যে পূর্ব্বতনদের অস্বীকার করে, ত্যাগ করে, তার দিশাহারা দশা অক্ষুণ্ণই থাকে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। Cult ও clan যাদের ঠিক আছে, তারা যে Aryan সে-সম্বন্ধে তো গোল নেই, কিন্তু cult যাদের ঠিক নাই তারা আর্য্য কোন্ বর্ণের হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাদের clan-মাফিকই তো বর্ণ হওয়া উচিত—আর cult-কে betray করার দরুন ঐ যাদের cult ও clan ঠিক আছে তাদের চাইতে নিম্ন হওয়াই স্বাভাবিক—আর তাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহাদিও আর্য্যকৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণমাফিক চললে কোন প্রকার দূষণীয় হবে ব'লে আমার মনে হয় না—অবশ্য cult-কে আলিঙ্গন ক'রে যথাপ্রায়শ্চিত্তে।

প্রশ্ন। আর যাদের cult ও clan ঠিকমত জানা যাচ্ছে না অথচ বোঝা যাচ্ছে তারা Aryan, তারা কোন্ category-র হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাদের অন্ততঃ ক্রমান্বয়ে সাত পুরুষের culture-এর ক্রম-পর্য্যায় দেখে—সেই culture-টা যে-বর্ণের instinct—তা'তে গণ্য ক'রে নিলে বড়-বেশী ভুল হবে ব'লে মনে হয় না—যদিও ঐ বর্ণের নিম্ন degree-তেই তাদের স্থান হওয়া স্বাভাবিক, যথাপ্রায়শ্চিত্তে। এই রকম তো আমার মনে হয়।*

প্রশ্ন। আর এই instinct-গুলি accurately determine করা যাবে কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ অমনতর বংশানুক্রমিক habits and behaviour-এর ভিতর-দিয়েই সাধারণতঃ দেখা যেতে পারে। আবার, এই habits and

---

* যাঁরা আর্য্য অথচ clan এবং culture দুই-ই ঠিক নাই, তাঁদের সংস্কৃত করিয়া আর্য্য-সমাজভুক্ত করিতে হইলে—সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁদের বৃত্তি প্রভৃতি দেখে কোন্ বর্ণের সহজাত সংস্কার তাঁদের আছে তা' নিরূপণ ক'রে, যথাপ্রায়শ্চিত্তে, তাঁদের সেই বর্ণের নিম্নস্তরে গ্রহণ করাই বিধি।

মনুসংহিতায় আছে—

"বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥" ১০—৫৭

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

behaviour-এর ভিতর-দিয়েই আন্তরিক বোধ-সম্পদকে অনেকটাই নির্ণয় করা যেতে পারে, আর এইগুলি মিলেই হ'চ্ছে মানুষের স্বতঃপ্রকৃতি।* আরো বলি, dealings আর behaviour কিন্তু এক জিনিস নয়কো। Behaviour হ'চ্ছে সত্তায় অনুস্যূত instinct-মাফিক interested libido-র অভিব্যক্তি—আর

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥
কুলে মুখ্যেপি জাতস্য যস্য স্যাদ্‌যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু॥"

—মনুসংহিতা। ১০—৫৮, ৫৯, ৬০

মেধাতিথি বলিতেছেন—"অনার্য্যো দ্বেষমৎসর প্রধানঃ স্বার্থপরঃ। ক্রূরো লোভহিংসাপরঃ। নিষ্ক্রিয়াত্মা বিহিতক্রিয়াবর্জ্জিতঃ। এতৈঃ স্বভাবৈঃ কলুষয়োনিজতা ব্যজ্যতে।"

যে-কোন জাতি হইতেই যে-কোন ব্যক্তিকে তাহার পূর্ব্বতনদিগকে ত্যাগ বা অস্বীকার না করিয়া তাঁহাদেরই সহজ-পরিপূরণার্থ এমনই করিয়া আর্য্যসমাজে গ্রহণ চিরন্তন আর্য্যবিধি।

"বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, আর্য্য, অনার্য্য, এমন কি ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত ঋষি হইতে পারে।"

—'ভারতে বিবেকানন্দ' পৃঃ ১৯৯

"মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু জজ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে হিন্দুশাস্ত্র, ইতিহাস ও আদালতের নজীর অনুসারে অহিন্দুগণকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করা যাইতে পারে এবং ঐরূপ অহিন্দুকে হিন্দু করিয়া লইবার পর হিন্দুর সহিত বিবাহ দিলে, ঐ বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ।"

—"মহাভারত-মঞ্জরী"

এখানে কিন্তু ধর্ম্মের কথা হইতেছে না—Race culture এবং Eugenics-এর কথা হইতেছে। আর পূর্ব্বতনকে অস্বীকার ও ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বাসঘাতকতা বলিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদেরই সহজ-পরিপূরণার্থ যদি আমি কাহাকেও গ্রহণ করি তাহা ধর্ম্মান্তর তো হয়ই না বরং আমার উন্নয়নের পরিপোষকই হয়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি—(অনুশাসনপর্ব্ব ৪৮ অধ্যায়)

"যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।" 'বিবাহ-রহস্য'—শ্রীরাধানাথ দত্তচৌধুরী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

dealings হ'চ্ছে মানুষের passion, প্রবৃত্তি বা interest-এর চাহিদা-জোগানের manipulating conduct. তাই ঐ dealings-এর ভিতর-দিয়ে নজর করলেও মানুষের habits and behaviour-কে infer করা যেতে পারে। Enormous educated people-এর ভিতরও হয়তো low instincts active দেখতে পাওয়া যায়—তার ঐ habits and behaviour-এর lens-এর ভিতর-দিয়ে একটু নজর করলেই।*

সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়—যখনই সমাজে uphill eugenic relation অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ যে-কোন কারণেই restricted হ'য়ে চলতে থাকে, তারপর থেকেই uplifting eugenic bridge ভেঙ্গে গিয়ে আদর্শহারা isolated divisions-এ বিভক্ত হ'তে-হ'তে পরস্পরের ভিতর অবজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে, জনসাধারণের ভিতর প্রতিলোম-সংস্পর্শী tendency majority-তে চারাতে-চারাতে সমাজ demoralising destructive demolition-এর দিকে goaded হ'তে থাকে। আর তারই ফলে আসে পরস্পরের ভিতর fellow-feeling-হারা অকৃতজ্ঞ treacherous betrayal, আদর্শ-অবশ প্রবৃত্তি-উচ্ছল egoistic বৃত্তিতান্ত্রিকতা। আর, এই প্রতিলোম-স্পর্শের instinctive characteristic হ'চ্ছে—superior দের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে তাদের inner-fulfilling instinct-গুলিকে কোনরূপ nurture না-দিয়ে তাচ্ছিল্যের স্রোতে ভাসিয়ে treacherously অবজ্ঞার সহিত সেগুলিকে enjoy করা—আর অনুলোমে একটা heroic শ্রেষ্ঠানতির সহিত ঐগুলির ঠিক উল্টো।

---

* শুধু ঐ শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই আসে dealings; আর জাতি বা সহজাত-সংস্কারই behaviour-এ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠে।

"Behaviour is a mirror in which every one displays his image."

—Goethe

"Levity of behaviour is the bane of all that is good and virtuous."

—Seneca

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আপনি যে বলেছেন, পাশ্চাত্য দেশেও এই বর্ণ-বিধান adopt করা যেতে পারে। তা' করলে কি তাদের শ্রমিক-ধনিক প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার কোনরূপ সমাধান হ'তে পারে? তাদের দেশেও আমাদের দেশের মত নানা জাতির সৃষ্টি হ'লে তাদের ঐ-সব সমস্যা কি আরও বেড়েই যাবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি আপনাদের যা'-যা' বলেছি—তা' মানুষ ও দেশ-মাত্রেরই উপযোগী মনে ক'রে; অবশ্য দেশকাল-পাত্রের হিসাবে ওগুলিকে যথাযথ adjust ক'রে নিতে হবে—এই তো কথা। আমার তো মনে হয়, আর্য্যবিধির মত এমনতর সমাধানী বিধি—যা' কত-কত কালের কত ছোট, কত বিরাট রকমের ভূয়োদর্শন-নিঃসৃত—তা' যে বহু সমাধানই হস্তামলকবৎ সমাধান ক'রে রেখেছে,—সে-সম্বন্ধে আমি কোন দ্বিধাই টিকিয়ে রাখতে পারি না।*

---

* জগদ্বিখ্যাত Jurist Sir James Fitz James Stephen ১৮৭২ সালের ৩ আইন প্রবর্ত্তনকালে বলিয়াছিলেন—

"I think it will be impossible for a candid person to deny that Hindu institutions have favoured the growth of many virtues, have practically solved many problems. The problem for instance of pauperism, which we English are far enough from solving."

ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা কতক পরিমাণে লোপ হয় বলিয়াই স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী নব্যতন্ত্রীরা জাতিভেদ-প্রথাকে দোষাবহ বলেন,—রুষিয়াতে দারিদ্র্য-নিবারণের জন্য রাষ্ট্রশক্তির দ্বারায় তাহার অপেক্ষা যে অধিক স্বাধীনতা লোপ করিতে বাধ্য হইতেছেন—তাহা না হইলে যে দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণ হয় না তাহা দেখেন না—হিন্দুসমাজকে গালি দেন।

ইংলণ্ডের একজন প্রধান সমাজতত্ত্ববিৎ দার্শনিক ও কবি Edward Carpenter বলিতেছেন—

"Brings with it the very great danger of the growth of officialism, bureaucracy, and red-tapism which if allowed free sway few things could be more fatal to the real life of the nation."

—'Towards Industrial Freedom'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আপনি যে বাংলার পতিত, পতিতা, অন্ত্যজ, এমন-কি ম্লেচ্ছাচারী পর্য্যন্ত সকল জাতিকেই এই সনাতন আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করছেন, এ-ও কি আর্য্যবিধানানুসারে? কোন্ বিধানে এদের সবাইকেই বর্ণাশ্রমী ক'রে তুলছেন?

বৈজ্ঞানিক J. S. Crowther বলিতেছেন—

"I think that in the future we may find, in another guise, the caste system which has held sway for so many centuries in India....................Lacking our scientific knowledge, the early philosophers were yet wise enough.........In essence these philosophers were right."

—'Family of the Future", p. 232

"What would be said of a squire who should take foxhounds out to find partridges for him to shoot at? Yet, this would be more absurd than to set a man to law-making who is manifestly formed for the express purpose of scavenging the streets or for digging sewers? Either we must waste our strength in creating opportunities for those who cannot profit by them or by aiming at the lower grades of mankind we deny to the rest the only opportunities which will enable them to develop."

—Bateson

"আর পাশ্চাত্য সমাজ সকলকে সকল কর্ম্ম করিতে দেওয়ায় ও সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায়, সকল লোককে তাহার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়ায়, তাহাদিগের প্রভূত ধন থাকা সত্ত্বেও বহুলোকের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ভার হইতেছে, নারীরাও পুরুষদিগের সহিত বিষম প্রতিযোগিতায় ধনোপার্জ্জনের কাড়াকাড়িতে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, অপত্যরাও পিতামাতার সান্নিধ্য, যত্ন, ভালবাসা হইতে উত্তরোত্তর অধিকভাবে বঞ্চিত হইতেছে, বৃদ্ধবয়স ও অসুস্থ অবস্থা সকলেরই ভীষণ কষ্টকর হইয়াছে, ভালবাসার বিকাশের পথই রুদ্ধ হইতেছে। তজ্জন্য সকলেরই জীবন সন্তোষ ও শান্তিহীন হইতেছে, সর্ব্বত্রই কাড়াকাড়ি, সংঘর্ষ, বিরোধ, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়াছে।.......

হিন্দুসমাজ গঠনের মূলতত্ত্ব না বোঝার নিমিত্ত ভুল সাম্যবাদের মোহে এই শ্রেণীবিভাগ ও পৃথক কর্ম্মক্ষেত্র-নির্দ্দেশকে হিন্দুসমাজের অত্যাচার বলিয়া প্রচারিত হইতেছে—We organised the people for peace time on the very same principle as the army is organised for war.

'নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দুসমাজে'
—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি তো একটা ভূঁইফোঁড় নয়কো? যা'-ক'রে ভাল হয় তা' জানতে পারলেই, যাদের ভাল-হওয়া বা ভাল-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে তারা সেই পথেই চ'লে থাকে। আমিও তা'-ই চাই—আর্য্যবিধানের মতন বাস্তব উন্নত-নিয়ন্ত্রণী হজমী বিধান আমি তো আর কোথাও দেখতে পাই না। আর্য্যবিধান সত্তাকে স্বতঃ ক'রে তুলে, তাকে নিয়ন্ত্রণে being-এর আমূল উন্নতিতে পরিবর্ত্তিত ক'রে দেয়। ও-তে shallow বা superficial manipulation ব'লে কিছু নেইকো। এদের কথাই হ'চ্ছে acquisition-কে instinct-এ পরিণত করা।* এমনি-ক'রে এরা ছোট্টকে আমূল বড় ক'রে তোলে। এই বৈশিষ্ট্য যেখানেই দেখবেন ঠিক বুঝবেন, এ আর্য্যবিধি-নিঃসৃত—আমার তো এই ব'লেই মনে হয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্যঋষিরা তো পাতিত্য কেমন-ক'রে ঘটে তারই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রত্যেক বর্ণ, এমন-কি শূদ্র পর্য্যন্ত, কি ক'রে ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হ'তে পারে, তা' তো কই ব'লে যাননি? এই ওঠা-নামা strictly না থাকলে সমাজ কি stagnant হ'য়ে ওঠে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয় ও শূদ্র কেমন ক'রে, কি-কি নিয়মে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবেন, স্মৃতির বিধি যতদূর সম্ভব তা' বর্ণনা করেছেন—তা'-ছাড়া কিসে-কিসে পাতিত্য হয় তা' তো বলেছেনই।

মোটমাট ব্যাপারটা হ'চ্ছে, এই বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থাৎ যাঁরা এই আর্য্য ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টিকে অবলম্বন করেছেন, তাঁদের বর্ণানুপাতিক কর্ম্মে নিয়োজিত

---

* আমরা যাহা অর্জ্জন করি, তাহা উত্তরাধিকারে সাধারণতঃ বর্ত্তে না—ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। তাই Peter Sandiford তাঁহার Educational Psychology-তে বলিতেছেন—

"Children must be bred first and then educated"

পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক Weismann এই তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। আর এই জন্যই আর্য্যগণ গুণ এবং জাতি উভয়েরই উপর তাঁহাদের কৃষ্টিকে এবং সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

থেকে নিজেদের জীবনে বাস্তবভাবে ঐ ব্রাহ্মণ-কৃষ্টিকে work out ক'রে, hereditary specialisation-এ intuitive instinct-গুলিতে সহজাত অধিরূঢ়তায় জীবনকে উৎক্রমণশীল ক'রে তুলতেই হবে।* এই হ'চ্ছে আর্য্যকৃষ্টির উৎপ্রগতিপন্ন বিশেষ বাস্তব বৈশিষ্ট্য। আর এরই অন্তরায় যা'-কিছু তাকেই পাতিত্য ব'লে অভিহিত করা যায়। আর্য্যকৃষ্টির মস্তক ও মেরুদণ্ডই হ'চ্ছে ইষ্টানুপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ সপারিপার্শ্বিক ব্যষ্টিকৃষ্টি ‡—এ যা'তে অপঘাতপ্রাপ্ত হয়, তা'ই এই কৃষ্টির মতে, আমার মনে হয়, পাতিত্য ব'লে অভিহিত হয়েছে।

---

* "বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, আর্য্য, অনার্য্য, এমন-কি ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত ঋষি হইতে পারে।"

—'ভারতে বিবেকানন্দ', পৃঃ ১৯৯

‡ "Manu's state, with reference to these latest ideas, is exactly describable as a Varna-Asrama state. The main, almost the sole duty of the person or persons entrusted with the political power, the compulsive force, the duty of the executive, is to see that the Varna-Asrama Plan and conduct of Individuo-social and Socio-individual life proceeds smoothly."

'Ancient vs. Modern Socialism'—Dr. Bhagavan Das

"Manu duly interweaves the two. His Asrama-dharma of the Individual and his Varna-dharma of the society are as warp and woof; for the individual is also a whole not merely a part......the smallest sphere is as much a complete sphere as the largest, each infinitesimal is also an infinite."

'Common Feature of all three "isms"
—Dr. Bhagavan Das

"It should not be forgotten, as a general rule that it is not the highest aim of man's existence to maintain a state or a government but rather to conserve his national character.

Human rights are above state rights." 'My Struggle'—Adolf Hitler

"The chief aim to be pursued by a national state is conservation of the ancient racial elements, which, by dissemainated culture, create the beauty and dignity of a higher humanity." —Adolf Hitler

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আমাদের বাংলার দ্বিজ-সমাজে বর্ত্তমানে পতিত কে, তা' চিনবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বপুরুষ পুরুষানুক্রমে যে কৃষ্টিকে অনুসরণ ও অনুগমন ক'রে তা' heredity-তে চারিয়ে দিয়ে কৃষ্টি-অনুপাতিক সহজ instinct-এ অধিরূঢ় হ'য়ে ক্রম-প্রবর্দ্ধনায় চ'লে আসছিলেন, সেই-সেই বংশে জাত যারা—তারা যেমনই হোক না কেন, তাদের অভ্যাস ও ব্যবহারে ঐ instinct-গুলি উঁকি মারবেই মারবে। পুরুষানুক্রমিকভাবে আবার পাতিত্যকে অনুসরণ করলে তেমনই heredity-র ভিতর-দিয়ে সেই পাতিত্য চারিয়ে গিয়ে, তদনুপাতিক সংস্কারাপন্ন ক'রে অভ্যাস ও ব্যবহারকে তেমনতরই ক'রে থাকে।*

উচ্চবংশের বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—আপ্রাণ আদর্শপ্রাণ হ'য়ে সৎ অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধিদ যা'-কিছুর প্রতি একটা প্রগাঢ় আকর্ষণী ভালবাসা বা টান। আবার এই উচ্চতার তারতম্য-অনুপাতিক বংশানুক্রমিকভাবে instinct-এরও তারতম্য হ'য়ে থাকে। যেটা যত-বেশীকে বিশদ ও বিশেষভাবে vitally ও physically fulfil করে, সেটাকে আমরা তেমনতর শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ ব'লে থাকি। যদিও instinct-গুলিও acquisition-এর একটা main উপকরণ, তবুও acquisition দেখে সব সময় instinctকে determine করা যায় না।! Instinctকে ধরবার

---

* ভীষ্মদেব বলিতেছেন—

"মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়।" —অনুশাসনপর্ব্ব ৪৮ অধ্যায়

"শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।"

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৮ অধ্যায়

"The active part of man consists of powerful instincts, some of which are gentle and continuous; others, violent and short; some baser, some nobler, and all necessary." —F. W. Newman

"The instinctive feeling of a great people is often wiser than its wisest men." —Kossuth

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রধান জিনিসই হচ্ছে habits and behaviour. এই habits and behaviour দেখলেই মানুষের ভিতরকার instinct-কে বেশীর ভাগই determine করা যেতে পারে।

যে-বংশের যে-মানুষ, তার যেমনতর habits and behaviour হওয়া উচিত যেখানে যদি তার নিম্ন ব্যতিক্রম দেখা যায়, পাতিত্য যে সে-বংশকে আক্রমণ করেছে—তা' বুঝতে আর বিলম্ব হয় না। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হ'চ্ছে, তার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষকে অনুধাবন ক'রে, যেমনতর হওয়া উচিত তা' নির্দ্ধারণ ক'রে ইষ্ট ও কৃষ্টিকে তার urge ও inclination-এ এমনভাবে install ক'রে দেওয়া যা'তে তার দৈনন্দিন জীবন তদনুপাতিকভাবে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় বাস্তবভাবে একটা আবেগপূর্ণ টানের ভিতর-দিয়ে সহজভাবে—এমন-কি তার হিসেব-নিকেশ ধরা-বাঁধাকে ছাপিয়েও—ক্রম-উন্নত বাস্তব পরিণতিতে নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। অবশ্য এমনতর পাতকও থাকতে পারে যা' heredity-তে চারিয়ে গেছে—সে-সমস্ত জায়গায় এটা করাও অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসাধ্য হ'য়ে থাকে।

প্রশ্ন। আপনি বললেন, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক দিয়ে প্রতি-ব্যক্তির অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে—এই তিনই তো পরস্পর-সাপেক্ষ। ধরুন, কেউ যদি সমাজিক বিকৃত আবহাওয়ায় প'ড়ে বা না-খেতে-পেয়ে বদমাইসি করে বা চুরি-ডাকাতি করে—তার জন্য তার পারিপার্শ্বিকেরও তো শাস্তি পাওয়া উচিত? তাহ'লে তো এই আর্য্য-বিধান অনুসারে সমাজ-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি, শাসন-নীতি ও দণ্ড-নীতির ভিতর বহু-বহু পরিবর্ত্তন আনারও প্রয়োজন হবে?

"Habits are to the soul what the veins and arteries are to the blood, the courses in which it moves." —Horace Bushnell

"No single action creates, however it may exhibit a man's character." —Bentham

"Character is the sum and expression of all previous habit." —G. B. Cheever

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, তা' তো ঠিকই! মানুষের বাঁচা-বাড়া তার প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিকের যথাযথ nurture যদি না পায়, তাহ'লে যে তা' খিন্ন হ'য়ে উঠবে সে-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি আছে?

আমাদের পারিপার্শ্বিক আমাদিগকে তাদের nurturing-এর চাপ ও পোষণ দিয়েই অন্তর্নিহিত instinct-কে active ও energetic ক'রে furtherence-এর দিকে evolve ক'রে তোলে যেমন, তেমনি আবার বাঁচা-বাড়ার যথাযথ nourishment না-দিয়ে disintegrate ক'রে অধঃপাতে সাবাড়ও ক'রে দিতে পারে। তাই, প্রত্যেকের উন্নতি ও অবনতির জন্য তার পারিপার্শ্বিকও অনেক পরিমাণেই দায়ী।* তবে এমনতর যদি হয়,—কেউ যদি তার পারিপার্শ্বিক হ'তে তাদের উপযুক্ত অর্থাৎ তারা যেমনতর nourishment দেওয়ার উপযোগী তা' নিতে অগ্রাহ্য ক'রে, নিজের গোঁ বা আহম্মকী-অহং-অনুযায়ী চ'লে, নিজের সর্ব্বনাশের ভিতর-দিয়ে অন্যদের সর্ব্বনাশে contaminated ক'রে তোলে,—তেমনতর স্থলে অবশ্য তার পারিপার্শ্বিকের শাসনে তাকে সংযত ক'রে রাখা-ছাড়া অন্য উপায় কমই থাকে।

এই আর্য্যদের যে আগে সামাজিক শাসন ছিল, উত্তরকালে যা' অনেক জায়গায়ই সামাজিক অত্যাচারে পরিণত হয়েছিল—অর্থাৎ কেউ কারুর উন্নতিকল্পে sympathy-র সহিত initiative responsibility না-নিয়েই বৃত্তিস্বার্থের মহড়ায় যে অন্যকে শাসনে সংযত করতে চাইতো ও করতো—

* "Each man is bound to those who precede and follow him. He fuses in some manner into them. Humanity does not appear to be composed of separate particles, as a gas is of molecules. It resembles an intricate network of long threads extending in space-time and consisting of series of individuals."

'Man the Unknown'—Dr. Alexis Carrel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাও হ'চ্ছে ঐ পারিপার্শ্বিকের duty ও প্রত্যেক individual-এর বৈশিষ্ট্যানুপাতিক nurture-এরই পূতিগন্ধ-কঙ্কালময় প্রতীক।*

আমরা মামলা-মোকদ্দমার জন্য সুব্যবস্থা-প্রয়াসী হ'য়ে কোর্টে যেয়ে থাকি। সেখানে বিচার হয় শুধু evidence of events-এর উপর দিয়েই। আমার কিন্তু মনে হয়—আমরা যতখানি perfectly বিচার করতে পারি তার অনেক নীচেই সে-বিচার হ'য়ে থাকে। কেউ যদি কোন অন্যায় ক'রে থাকে, সে-অন্যায়টা ফুটে বেরুল কি-ক'রে, পারিপার্শ্বিক কতখানি ignore ক'রে তাকে অমনতর দুষ্ট ক'রে ফেলেছে, তার দিকে কিছুই খেয়াল রাখি না।

তাই, আমরা মনে হয়—ঐ বিচারের সময় যেমন evidence of events নেওয়া হয়, তেমনি evidence of nurture from environment-ও নেওয়া উচিত। যদি defect of nurture থাকে, ঐ environment-কেও তদনুপাতিক দায়ী করা উচিত। তবেই তা' অনেকাংশেই perfect হ'তে পারে—আর সে-শাস্তিতে অনেকাংশেই culprit ও তার environment-এর duties and nurture নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে শান্তিও আসতে পারে—আর শাস্তি এবং ক্ষমাও তদনুপাতিকই হওয়া উচিত। আর এই যদি হয়, তবে তা' করতে গেলে যেখানে-যেখানে যেমন বিচার, আইন-কানুন ইত্যাদির পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, তা'-কি হওয়া উচিত নয়?

আবার accused বা complainant—প্রত্যেক individual-কেই দেখতে হয়, তারা স্বস্ত্যয়নী-observer বা ইষ্টভৃতি-retainer কি না, জাকাত বা church-dues contribute করে কি না বা every day life-এ অমনতর-কিছু for church বা principle করে কি না। যারা করে তাদের penalty স্বভাবতঃই lessened হওয়া উচিত; কারণ, তারা যেমন অবস্থায় প'ড়ে যে-অপরাধই

---

* এই শাসনে সংযত করতে চাওয়া ও করা ইহাই প্রমাণিত করিতেছে ঐ বিশিষ্ট nurture-এ কতখানি influence স্বতঃই সৃষ্ট হইয়াছে—যাহার বর্ত্তমান বিকৃতিতেও এতখানি শক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ক'রে থাকুক না কেন, তাদের অন্তঃকরণে principle বা Ideal-এর প্রতি এমনতর টান বা urge আছে—যার ফলে তার দৈনন্দিন জীবনে আয়কর সমস্ত কর্ম্ম-অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়েও বাস্তবভাবে আদর্শকে পরিপোষণ ও পরিপূরণ করবার ঝোঁক লেগেই আছে—তাদের জীবন উন্নতিসম্বেগী, বিপর্য্যয় ও বিধ্বস্তিকে সময়মত যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরেই induced হ'য়ে অপকর্ম্ম ক'রে ফেলেছে। তাই, তাদের অন্ততঃ দু'-তিনবার warning penalty-র মতন কিছু ক'রে ক্রমশঃ graver consideration-এর দিকে যাওয়াই সমীচীন মনে হয়।

এর ভিতর আর-একটা কথা উঠতে পারে—একটা মানুষ অন্যায় করলে পরে গ্রামশুদ্ধ সবাইকেই নিয়ে কোর্টে হাজির করতে হয়। সে তো ভয়ানক কথা! আমার মনে হয়—তা' কেন? যাদের দ্বারা সেই গ্রামের প্রতিপ্রত্যেকে নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে, যাদের উপর depend করছে প্রতিপ্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক duties of nurture, court যদি তাদিগকে ডেকে সেই প্রমাণ আহরণ করেন, তাহ'লেই তো হ'তে পারে—আর তাই তো উচিত। এতে আমার মনে হয় culprit যারা তাদের প্রায়শঃই আর court পর্য্যন্ত পৌঁছতেও না হ'তে পারে—এই তো আমি যা' বুঝি।

প্রশ্ন। উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা আর্য্যরা দ্বিজত্ব লাভ করে। ওঁকার ও গায়ত্রীসিদ্ধ আচার্য্য না পেলে এই উপনয়ন তো একেবারে অর্থহীন! সে-হিসাবেও তো আজকাল দ্বিজত্বলাভ practically অসম্ভব—তারই বা প্রতিবিধান কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যদের prescribed method of devotion যা' আছে, আপাততঃ তাই নিয়েই আরম্ভ করলেই চলতে পারে। সিদ্ধ মহাপুরুষ যে-মুহূর্ত্তে মিলবে তখনই তাঁর নিকেট দীক্ষা নিতে হবে—এখন এই রকমেই চলতে পারে। আবার, এরূপ চলতে-চলতে একদিন এমন আসতে পারে, ওঁকার-সিদ্ধ আচার্য্য মেলার বিশেষ কোন বাধা হবে না। তবে এখন আমাদের যা'-কিছু

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

prescribed method আছে, action and expression-কে মুখর ক'রে ঐ বৈশিষ্ট্যের attitude-এ যা' আচরণীয়—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজনের সহিত—আচার, সেবা, দৃঢ়তা ও প্রীতিসম্বেগ নিয়ে চলতে হবে। তারপর এইরূপ চলতে-চলতে এই তপস্যাচরণে আমাদের অন্তর্নিহিত instinct-গুলি ক্রমে-ক্রমে উদ্দীপ্ত হ'তে থাকবে—তখন সিদ্ধ-মহাপুরুষ বা সিদ্ধ-চরিত্রদ্রষ্টা পাওয়ামাত্র দীক্ষা নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেই প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করার কোন বাধাই হবে না।

প্রশ্ন। এই উপনয়ন-সংস্কারও তো ব্রাহ্মণ-ছাড়া আর কেউ বাংলায় আবশ্যকই মনে করেন না। উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত না হ'লে তো দ্বিজ হওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের ভিতর underlying sleeping instinct-গুলি যা' আছে তাদিগকে with action and expression জাগ্রত ক'রে চরিত্রে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যেই সংস্করণ-ব্যাপারগুলির অবতারণা করা হয়েছে; আর ওদের ceremonial attitude and expression-গুলির উদ্দেশ্যই environment-কেও ঐ রকম impulse-এ একটা elating atmosphere-এ উন্নীত করা।* তাই আর্য্যদের দশবিধ-সংস্কার অবশ্য-করণীয়। যার যেমন ক্ষমতা তদনুযায়ী এই-সব ক'রে আর্য্য being-কে পরিশোধিত না-করলে আর্য্য

---

* "In children we observe a ripening of impulses and interests in a certain determinate order. Creeping, walking, climbing imitating vocal sounds, constructing, drawing, calculating, possess the child in succession; and in some children the possession, while it lasts, may be of a semi-frantic and exclusive sort. Later, the interest in any one of these things may wholly fade away, of course, the proper pedagogic moment of work skill in, and to clench the useful habit, is when the native impulse in most acutely present. The hour may not last long, and while

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

instinct-গুলি এতই dormant হ'য়ে যায় যে বুঝতে পারা কঠিন হ'য়ে ওঠে— এরা আবার কোনদিন আর্য্য ছিল। তা'-ছাড়া, ঐ dormant instinct-গুলির উপরে anti-becoming বা deteriorating environmental impulse-গুলি এত prominent হ'য়ে দাঁড়ায় যে ঠেলে ফেলে being and becoming-কে rule ক'রে মাথাতোলা দিয়ে দাঁড়ানই শক্ত হ'য়ে ওঠে—তাই শাস্ত্রে আছে, এই সংস্কারগুলির আচরণ না-করলে দ্বিজ শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়।*

Environment-এর influence এর বেশী যে যে-enviroment-এ born and brought up হয়, মস্তিষ্কের কোষগুলি তেমনতর বিন্যস্ত হ'য়ে, স্নায়ু ও চরিত্রকে কম-বেশী তেমনতর regulate ক'রে থাকে—মানুষের তেমনতর ধাঁজ হয়ে দাঁড়ায়।‡ তাই আমরা এ-পর্য্যন্ত যা' হয়েছি তা' তো হয়েইছি—

---

it continues you may safely let all the child's other occupations take a second place. In this way you economize time and deepen skill; for many an infant prodigy has a flowering epoch of but a few months. One can draw no specific rules for all this. It depends on close observation in the particular case and parents here have a great advantage over teachers."

'Talks to Teachers'—William James

* "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" —মনুসংহিতা, ১০—৪৩

‡ "This social inheritance (environmental achievement) unlike the biological inheritance which is passed from parent to child through the germ-plasm, must be acquired anew by each generation. To some extent a good social heritage can offset a bad biological inheritance, as when a knowledge of health laws helps to overcome the handicap of a bad physical constitution."

'Educational Psychology'—Peter Sandiford

"He is linked to his environment and to his fellow men. He could not exist without them. Personality is rightly believed to extend outside the physical

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এখন হ'তে যা' অবশ্য করণীয় তা' যতদূর সম্ভব যদি আচরণ ক'রে চলি, তাহ'লে আমাদের ভিতরে যে instinct-গুলি ধিকিধিকি চেতনায় কোনপ্রকারে বেঁচে আছে তা' সঞ্জীবিত হ'য়ে পূর্ণ উদ্যমে দিগ্‌দিগন্তে জীবন ও জ্যোতিতে অমৃত বহন ক'রে আমাদের অমরণ-পথে চালাতে পারে।* তাই, এই দশবিধসংস্কারের সংরক্ষণের সহিত উপনয়ন-সংস্কার—যা' আমাদের অবশ্য-করণীয়—যতদূর সম্ভব নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকেরই করা উচিত। আমরা যদি অবহেলা করি, অমৃত আমাদের অবহেলা করবে—যা' এখন করছে!

প্রশ্ন। আচ্ছা, নারীরা কি এই সমাজসংস্কার-ব্যাপারে কোনই সাহায্য করতে পারেন না? তাঁরা কিরূপভাবে চললে সমাজ দ্রুত আপনার আদর্শের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই জাতিকে আর্য্যাদর্শে সঞ্জীবিত করার ভার প্রকৃতি প্রকৃষ্টভাবে আর্য্য-নারীদের উপরই ন্যস্ত করেছেন। 'নারী' কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই—যিনি বা যাঁরা সবাইকে সম্যগ্‌ভাবে সর্ব্বপ্রকারে জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নীত ক'রে সার্থকতায় তৃপ্তিলাভ করেন,—তাই 'নারী' মানে নেত্রী ও বৃদ্ধিকারিণী।‡ নারীদের প্রথম কর্ত্তব্যই হচ্ছে—প্রত্যেক পরিবারের ভিতর সেবা ও সাহায্য দিয়ে প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত ও উন্নীত ক'রে জীবন ও

---

continuum. Its limits seem to be situated beyond the surface of the skin....There is a close relation between us and our social environment. Each human being occupies a certain place in his group. He is shackled to it by mental chains." 'Man the Unknown'—Alexis Carrel

* "To measure the influence of heredity on the mental and physical attributes of mankind, in order that a true knowledge of natural inheritance might enable man to lift himself to a loftier level." —Francis Galton

‡ নারী=নারয়তি (বৃদ্ধি পাওয়ায়) ইতি নারী। নারি-ধাতু=নৃ=নিচ্‌। 'নৃ' মানে প্রাপণ, নয়ন। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'বাংলা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য।)

'নারী' কথার প্রকৃত মানে নেত্রী। 'ভারতমহিলা'—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বৃদ্ধিতে পরিচালিত করা। তাহ'লেই বুঝতে পারেন নারীদের কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয়তা কত গভীর ও অকাট্য!

প্রশ্ন। আর্য্য-সমাজের কি বাহিরের আর্য্যেতর সমাজের সঙ্গে কোন-রূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল? ঐরূপ সম্বন্ধ কি শাস্ত্রসম্মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেক দ্বিজ-বৈশ্যই—শূদ্র এবং আর্য্য-দ্বিজ culture-এর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ন'ন, কিংবা আর্য্য-দ্বিজ culture-এর অন্তর্ভুক্ত থেকেও যারা অনার্য্য—তাদের সকলের কন্যাকেই উদ্বাহ-বন্ধনে পরিণীত করতে পারেন।* যদিও কোন বিশেষ-বিশেষ স্থলে সমস্ত আর্য্য-দ্বিজেরাই তা' করতে পারতেন, তথাপি দ্বিজ-বৈশ্যদের ইহা অবশ্যকরণীয় বলেই রীতি ছিল। আর এদের গর্ভজ কন্যাকে সমস্ত দ্বিজই অবলীলাক্রমে গ্রহণ করতে পারতেন।

---

* "মনুসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বিধি আছে যে, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে পারে। চারিবর্ণের মধ্যে উচ্চবর্ণের পুরুষ সেই বর্ণের কন্যা বা নীচবর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত মহর্ষি বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, দক্ষ, গৌতম ও বশিষ্ঠ অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন।

শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্রে বিধান আছে। অনার্য্য কন্যার সহিত আর্য্যের মিলনে আর্য্যই হয়, ইহা মনুসংহিতা বলিয়াছেন—পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বৈশ্যগণই অনার্য্যকন্যাকে সাধারণতঃ গ্রহণ করিতেন। বৈশ্যগণ বাণিজ্যার্থে সর্ব্বসমাজে প্রবেশ করিতেন এবং সর্ব্ব বহিঃসমাজের কন্যা গ্রহণ করিতেন বলিয়া 'বৈশ্য' নাম। বৈশ্য কথাটি 'বিশ্' ধাতু হইতে আসিয়াছে—বিশ্ ধাতু মানে প্রবেশ করা। ব্যাস-স্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"উদ্বহেত্ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥"

বিপ্র ক্ষত্রিয়াকে ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিবে, তবে প্রতিলোমভাবে নিম্নবর্ণীয় পুরুষ কখনও উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ইষ্টানুরাগ এবং অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়া আর্য্য-সমাজ দৃঢ়সম্বন্ধ হইয়া উঠিত।

"পরাশর-সংহিতা কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র। তাহার একাদশ অধ্যায়ের ২১।২৩ শ্লোকে শূদ্রাণী ও বৈশ্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের পুত্রের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে কলিকালে অবসর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাহ'লেই সমস্ত জাতিই ওতপ্রোতভাবে যথাক্রমে এই প্রকারে sexually-ও bound বা related থাকতেন—আর culture-এর দিক দিয়ে তো কথাই ছিল না! এই-রকমেই individually and collectively জন, সমাজ ও জাতি condensedly compact ছিল—তাই এদেশে শৌর্য্য, বীর্য্য ও আধিপত্য এত ছিল!

প্রশ্ন। বাংলার জাতীয় আন্দোলনে এরূপ সমাজ-সংস্কারের কোন বিশেষ মূল্য আছে কি? জাতীয় উন্নয়নে ইহার স্থান কোথায়?

মেধাতিথি, মিতাক্ষরা, স্মৃতিচন্দ্রিকা, বিবাদরত্নাকর, মাধবীয়, সরস্বতী বিলাস, মদন-পারিজাত, কুল্লুকভট্ট, এমন-কি দায়ভাগ পর্য্যন্ত কোন ভাষ্য বা ভাষ্যকারই অসবর্ণ বিবাহ অসিদ্ধ বলেন নাই।" 'মহাভারত-মঞ্জরী'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

"এখনও নেপালের সম্পূর্ণ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে ক্ষত্রিয়েরা মুসলমান-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছে এবং সেই সকল বিবাহ-জনিত পুত্রগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে গণ্য হইতেছে।"
—Calcutta Weekly Notes, p. 401 p c.

"এখনও প্রায়-স্বাধীন নিজামের মুসলমান হায়দ্রাবাদ রাজ্যে হিন্দুগণ মুসলমান-কন্যা বিবাহ করিতেছে।" —'সঞ্জীবনী' ২৫শে মাঘ, ১৩২৯

"এখনও মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে একশ্রেণীর শূদ্রজাতি আছে, যাহারা অবাধে খ্রীষ্টানকন্যা বিবাহ করিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা জাতিচ্যুত হয় না, তাহাদের পুত্রগণ হিন্দুসমাজে গৃহীত হইতেছে।" —I. L. R. 33. Madras p. 342.

"খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজা চন্দ্রগুপ্ত যবনজাতীয় গ্রীক সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের পর দ্বিতীয় শতকে অন্ধ্রদেশের হিন্দুরাজা উজ্জয়িনীর শক জাতির শাসনকর্ত্তার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের রাজা আর এক চন্দ্রগুপ্ত নেপালের লিচ্ছবি জাতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত মগধে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের হিন্দুরাজা তাঁহার কন্যাকে পারস্যদেশের রাজার সহিত বিবাহ দিয়েছেন। অষ্টম শতকে মেওয়ারের হিন্দুরাজা বাপ্পা বহু তুরস্ক-কন্যার পণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়রাজা মানসিংহ কোচজাতীয় কোচবিহার রাজের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতকে হিন্দুধর্ম্মপ্রবল সম্পূর্ণ স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রদেশে, সেই দেশের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণ প্রথম বাজীরাও পেশোয়া মুসলমান-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহারই গর্ভজাত সন্তান ওস্‌মান বাহাদুরকে উপনয়ন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

'মহাভারত-মঞ্জরী', ২৭৩ পৃঃ—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। জাতিকে উন্নত করতে হ'লে এ-যে এখনই অবশ্যকরণীয়—যা' এত-ক'রে বলেছি—ব্যাপার যদি তা'-ই ব'লে বিশ্বাস করেন, তাহ'লে এই-ই যে করণীয়, সে-সম্বন্ধে কি কোন সংশয় আছে? না-করলে সর্ব্বনাশের ভেংচি কেন আমাদের অবমানিত করবে না? *

প্রশ্ন। কই, রুশ-জাপান প্রভৃতি নানা জাতি যে উন্নতি করেছে ও করছে, তারাও কি এসব নিয়ে মাথা ঘামায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে-সব দেশেই যেমন-ক'রেই হোক এর কিছু-না-কিছু আছেই—তা' হয়তো এমনই জাতিগত যে সে-সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রশ্নেরই প্রয়োজন নাই। আর যেখানে ঐ নিয়মগুলি যত perfectly আচরিত হবে, সেদেশে perfection ততই অবাধ হবে—সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই! !

উদ্ধৃত ঘটনাসমূহ হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে ভারতের আর্য্যজাতি যখন উন্নত ও স্বাধীন ছিল এবং বর্ত্তমান ভারতেও যেখানে যেখানে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে সেইখানেই এই জাতীয় বিবাহ প্রচলিত ছিল ও আছে।

* কলিকাতা হাইকোর্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"এই জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে বিবাহ বিধির পরিবর্ত্তন করা দরকার।"

—vide 'Modern Review'. August, 1911

"ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাহ দিতে থাকিলে জাতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়। পক্ষান্তরে প্রশস্ততর ক্ষেত্রের স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হ'লে জাতি নুতন রক্ত ও নববল পায়। আমরাও দেখিতেছি সকল স্থলেই পিতা অপেক্ষা পুত্র ক্ষীণকায়, হ্রস্বদেহ ও দুর্ব্বল হইতেছে।"

—'মহাভারত-মঞ্জরী'

"আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, বহু অনার্য্য জাতি এই হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে। বহু অনার্য্যকন্যা শ্রেষ্ঠ হিন্দুরা বিবাহ করিয়াছেন। দেখাইয়াছি যে আমাদেরই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তবে আর এখন, হে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুগণ, অনুদার হইয়া, অদূরদর্শী হইয়া হিন্দুজাতিকে ধ্বংস করিয়া লাভ কি?

'মহাভারত-মঞ্জরী'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

বাংলায় কোন-রকম জাতীয় (national) আন্দোলন এই racial আন্দোলন ছাড়া কত-খানি সম্ভব?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

"Manifold and far-reaching, influencing the whole structure of society not only in this country, but in every country and at every time, have been the influences which have grown up from the root-fallacy in the marriage relation."

'Married Love'—Marie Stopes

"When artificial limitation takes place a naturally strong and fertile stock produces very probably no more scions than a feeble and infertile once. Hence in the upper classes, where such limitation is commonly practised, degeneracy is constantly tending to show itself, and happily, is constantly being checked by the infiltration of new blood from below."

—'Darwinism and Modern Socialism'

'Whereas continuous and close inbreeding among higher animals may lead to general deterioration and sterility, these consequences may be obviated, and the relatively infertile rejuvenated by access to a new environment."

'Introduction to sexual Physiology'—Marshall, F. R. S.

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৩

প্রশ্ন। আচ্ছা, বেদ কী? শুনি বেদ নাকি অনাদি, অপৌরুষেয়—তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বেদ' মানে জানা—knowledge from experience, আর এ কোন পুরুষের নিজস্ব-সম্ভূত নয়, তাই অপৌরুষেয়। আর সৃষ্টি যেমন অনাদি, তাই এ জানাটাও অনাদি অর্থাৎ যার যেমন-ক'রে জানতে হয় তেমনতরভাবে তা' অবলম্বন ক'রে প্রত্যেকেই তা' জানতে পারেন; আবার, এই জানা সৃষ্টির কখন হ'তে আরম্ভ হয়েছে তা' জানা যায়নি,—তাই, বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয় ব'লে ঋষিরা ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন। বেদ বলতে তো আমরা 'জানা' বুঝি না?—বেদ তো কতগুলি বিশেষবাণী যা' এখন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হ'য়ে আছে? তা' আবার চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব—এ-কথাগুলিরই বা তাৎপর্য্য কী, আর এই চার ভাগেরই বা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন-ক'রে যা' জানা গেছে, যে-যে গ্রন্থে তা' লিপিবদ্ধ আছে, সেই বিশেষপদ্ধতি-সম্পন্ন Book of Experience-কে সেই-সেই বেদ ব'লে অভিহিত করা হয়।* যেমন ঋক্‌বেদ—স্তুতির সহিত attend ক'রে

---

* "An inscirption discovered in Mesopotamia throws light on the antiquity of the Rig Veda, the earliest literary work of India and perhaps of the world."

'Hindu Civilization' P. 6.

—Sj. Radha Kumud Mukherjee, M. A., Ph. D.

"কেহই বলিতে পারেন না, ঋগ্বেদ কখন রচিত হইয়াছিল।"

'Hindu Superioritary' p. 179—Sir W. Hunter

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিশেষপদ্ধতি-সহকারে যা' acquired হয়েছিল সেই শ্রুতিবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ গ্রন্থকেই 'ঋগ্বেদ' ব'লে থাকে। একটা বিশেষ পদ্ধতি—যা' অবলম্বন ক'রে জীবন বা অস্তিত্বের অপলাপ করে, যাতে তা' বিনাশসাধন করা যায়—তাই 'সামবেদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে; পূজা, অর্চ্চনা, যজ্ঞাদি দ্বারা যে জানাগুলি অধিগত হয়েছে সেই-সেই পদ্ধতিসহকারে জানাগুলি যে-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট, তাকে 'যজুর্ব্বেদ' ব'লে থাকে;—আর যাতে মানুষ মঙ্গলে গমন করতে পারে, সেই-সেই পদ্ধতিসম্পন্ন গ্রন্থকে 'আয়ুর্ব্বেদ' ব'লে ঋষিরা অভিহিত করেছেন—আর এই হ'চ্ছে এর তাৎপর্য্য।

প্রশ্ন। শুনতে পাই, আর্য্য দ্বিজসমাজ বেদ মানেন—এর অর্থ কী? বেদ যাঁরা মানে না তাঁরা নাকি নাস্তিক, ম্লেচ্ছ—তারই বা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Paternal experience—যা' heredity-তে instinct হ'য়ে মানুষের ভিতর সংস্কার বা ঝোঁকের সৃষ্টি ক'রে environment-এর capsule-এর ভিতর শরীর পরিগ্রহ করেছে, তাকে ignore ক'রে, যা' অমনতরভাবে instinct হ'য়ে ওঠেনি, তার অনুসরণ করলে মানুষের becoming-এর পথ

"In these days of progress, when the question of the primitive human culture and civilisation is approached and investigated from so many different sides, the science of Vedic interepretation cannot stand isolated or depend exclusively on linguistic or grammatical analysis; and we have simply followed the spirit of the time in seeking to bring about the co-ordination of the latest scientific results with the traditions contained in the oldest books of the Aryan race,—books which have been deservedly held in the highest esteem and preserved by our ancestors, amidst insurmountable difficulties with religious enthusiasm ever since the beginning of the present age" 'The Arctic Home in the Vedas'

—Lokamanya Bal Gangadhar Tilak, B. A. L. L. B.

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

inexperienced ignorance দ্বারা blocked হ'য়ে থাকার দরুন তা'তে চলা এক-রকম অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়।*

তাই, মানুষ যদি super-becoming-এর দিকে approach করতেই চায়—তাহ'লে সমীচীন হ'চ্ছে paternal experience-এর উপর দাঁড়িয়ে তারই further fulfilment বা development-এর দিকে এগিয়ে যাওয়া। ‡ তাই, আর্য্যেরা paternal experience-কে কখনই ignore করেননি, আর করতেও কাউকে উপদেশ দেননি। ✞ তা' যারা করে তারা ম্লেচ্ছ;—আর 'ম্লেচ্ছ' মানে

---

* "What is generally known under the rather ill-defined name of 'instincts' is probably nothing but a very complex integration of these inborn or unconditioned reflexes......Conditioned reflexes never originate spontaneously. They only develop in association with another previously established reflex. In the simplest case conditioned reflexes are based upon an inborn reflex and since conditioned reflexes are not hereditary, we must look upon all conditioned reflexes as being an associative development of the unconditioned inborn reflexes which ultimately lie at their root." —'Staling's Physiology'

‡ মনুসংহিতায় আছে—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীর-সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ২৬
গার্ভৈর্হোমৈর্জাত-কর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ ২৭
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥" —দ্বিতীয় অধ্যায়

✞ তাই উপনিষদে আছে—

"বেদমনুচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—

সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মাপ্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমর্দিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যা ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হ'চ্ছে* যারা অপশব্দ ব্যবহার করে, অনাচারী অর্থাৎ যা' করলে ঈপ্সিত ফল যা' তা' পাওয়া যায় না এমনতর-করা করে, এমনতর-চলা চলে।

প্রশ্ন। বেদে তো দেখি জড়-প্রকৃতির পূজো রয়েছে—ঊষা, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি—এঁরাই দেবতা! আবার, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বর সম্বন্ধে তো বেশী কোন কথাই নাই! কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দৃশ্যমান যা'-কিছু, আর্য্যরা তাই নিয়েই পূজার পথে, সেবার সাহচর্য্যে অনুশীলন করতে-করতে নানারকম বিশ্লেষণ ক'রে 'unity in variety' এই জ্ঞানে উপস্থিত হয়েছিলেন;—আর তা'-দিয়েই—যা'-কিছু হয়েছে সেই এক-হ'তেই হয়েছে, আর এই যা'-কিছু-সব সেই একেরই রূপান্তরিত বহুধা-প্রকটমাত্র—এ আর্য্যরাই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। তাই, আর্য্যদের একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে, তারা প্রকৃতির প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের ভিতরেই বিশেষ-বিশেষ ভাবে সেই-এককেই উপলব্ধি করতে চান। এটা হয়তো এঁদের instinctive tendency হ'য়ে বংশ-পরম্পরার ভিতর দিয়ে চ'লে আসছে।‡

সূর্য্য, বরুণ, বায়ু ইত্যাদি যে দেবতার কথা এঁরা উল্লেখ করেছেন, তা'-ও মনে হয় সেই সব active principle, যা' তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন—যাদের

"মাতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।"

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

* "ম্লেচ্ছয়তি শিষ্টাচারহীনো ভবতাত্র ম্লেচ্ছ অল্॥ কিংবা ম্লেচ্ছয়ন্তি অসংস্কৃতং বদন্তি শিষ্টাচারহীনা ভবন্তীতি বা পচাদ্যনি ম্লেচ্ছা নীচজাতয়ঃ।" —'শব্দকল্পদ্রুম'

গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে। ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃতমৌধায়নবচনম্॥

‡ বেদ, উপনিষদাদিতে ব্রহ্ম বা আত্মার কথাই বেশী।

বেদে আছে—

" সৌম্যেদম্ একএব অগ্র আসীৎ"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

manifestation বাতাস, জল, জ্যোতিঃ ইত্যাদি। আর সেই জন্যই জল, বায়ু প্রভৃতির ঐ-সব principle-কে ওঁরা দেবতা ব'লে অভিহিত করেছেন। মোটকথা হ'চ্ছে এই—এই সব দেবতাই যে the Supreme Almighty—তা' কেউ বলেননি। Supreme Almighty-কে এঁরা আত্মা, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ইত্যাদি নামেই অভিহিত করেছেন। আবার, কোথাও-কোথাও এই দেবতার ভিতর-দিয়ে তাঁরা Supreme Almighty-কে by evolving experience realise করেছিলেন।* আর বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর এ-সবের উল্লেখ না-থাকার মানে আমার এই মনে হয় যে, ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার-নিয়মের ফলে যা' মানুষের ভিতর spontaneously evolve ক'রে থাকে তা'-নিয়ে আগে একটা বিরাট মাকথা-মাকথি ক'রে মানুষের মনকে বিধ্বস্ত করতে তাঁরা যাননি।‡

প্রশ্ন। বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রের আবার ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগ আছে দেখতে পাই—এর অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ঋষি' মানে যাঁরা ঐ active principle-গুলিকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।‡ আর 'ছন্দ' মানে the method of application; 'বিনিয়োগ'

আবার উপনিষদে রহিয়াছে—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে-ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"

আরও আছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" যাহা-কিছু পরিদৃশ্যমান সমস্তই সেই ব্রহ্মেরই প্রতিরূপ।

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" ১১

—মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ ভবেৎ॥ —মনুসংহিতা

‡ "ঋষ্ দর্শনে" ইতি শ্রুতি।

"ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।"

অর্থাৎ, যাঁহারা তপস্যা করিয়া যে-যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা সেই মন্ত্রের ঋষি।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কথার তাৎপর্য্য—কি-ব্যাপারে তা' apply করতে হবে। যিনি মন্ত্র achieve ক'রে seer হয়েছিলেন তাঁকে বাদ দিয়ে যদি method adopt করা যায় তাহ'লে সে-method-টা imperfect হ'তে পারে,—যেমন Christ-এর ভিতর-দিয়ে খৃষ্টানরা Supreme Almighty-কে realise করেন, যেমন হজরত মহম্মদের ভিতর-দিয়ে মুসলমানেরা by evolving experience খোদা, আল্লা বা Almighty-কে realise করেন, যেমন সখা শ্রীকৃষ্ণের ভিতর-দিয়ে অর্জ্জুনের evolving experience of the Almighty. Method বাদ দিয়ে যদি apply করা যায় তাহ'লে effect কিছুতেই আসতে পারে না—তাই, প্রত্যেক ব্যাপারের ভিতরই ঋষি, ছন্দ ও বিনিয়োগ concomitant and interdependent.*

ঋষি বা দ্রষ্টার কাছে যে-সত্য বা fact উদ্ভাত হ'ত তাঁরা তাকে দেবতা ব'লে আখ্যাত করতেন। 'দেবতা' কথাটির মানেও হ'চ্ছে তাই—যা'-নাকি উদ্দীপ্ত হ'য়ে জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি পায়, আর এ প্রত্যেকে বিভিন্ন ছন্দের সহিত। আবার, এই দর্শনকে ঋষিরাই ভূয়োদর্শন দ্বারা কি-ব্যাপারে কেমন-ক'রে তা' বিনিয়োগ করতে হবে ঠিক ক'রে নিতেন। তাই, প্রত্যেক দেবতার পিছনেই আছে—সেই দেবতার ঋষি, সেই দেবতার ছন্দ আর সেই ঋষি-নির্দ্দিষ্ট তার বিনিয়োগ অর্থাৎ কেমন-ক'রে কি-জন্য তার application করতে হবে। ‡ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ইত্যাদি—যাঁদের আমরা অবতারপুরুষ ব'লে

"আর্য্যং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগস্তথৈব চ।
বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা॥
অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্ যাজনাধ্যাপনং জপম্।
হোমমন্তর্জ্জলাদীনি তস্য চাল্পফলং ভবেৎ॥"

‡ "দ্রষ্টার ঋষয়ঃ স্মর্ত্তারঃ পরমেষ্ঠ্যাদয়ঃ, দেবতা মন্ত্রার্থভূতা অগ্ন্যাদিকা হবির্ভাজঃ স্তুতি-ভাজো বাহনঃশাখোখাশর্য্যোপবেষকপালেখ্মোলুখলাদয়শ্চ প্রতিমাভূতাঃ, ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি।"

—সর্ব্বানুক্রমণিকা

যাঁহারা তপস্যা করিয়া যে-যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই-সেই মন্ত্রের ঋষি; যাঁহারা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

থাকি—তাঁরাও এখন আমাদের কাছে দেবতাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সহকারী ও সহচারী কিংবা সহচারীরও সহচারী-পরম্পরার মধ্য-দিয়ে যদি আমরা তাঁদের অনুসরণ না-করি, তবে কোনক্রমেই আমাদের becoming-এর পথে এতটুকুও এঁদের অবলম্বন করতে পারব না।

প্রশ্ন। মন্ত্রের নাকি শক্তি আছে—অনেকেই তো এদেশে মন্ত্র জপ করেন—মন্ত্রশক্তি মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মন্ত্র যাঁর ভিতর realised হয়েছে তাঁর physical pose-এর সহিত সংশ্লিষ্ট যা' তার মনন বা যা'- কিছু করণীয় থাকে তার করণ, ইত্যাদি নিয়ে যা' তা'-ই মন্ত্রশক্তি—এক-কথায় the impression which is imparted to the field of active libido.

প্রশ্ন। ভারতের বেদপন্থী আর্য্যদ্বিজগণ বেদ-নিন্দুকদের মানতেন না, অথচ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "বেদবাদরতাঃ পার্থ সমাধৌ ন বিধীয়তে"—এর সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গীতার ঠিক কথাই আছে। বেদের নিন্দা কিছুই নাই। যখনই দ্রষ্টাকে বাদ দিয়ে, দৃষ্ট হইয়াছে যাহা, তাহাতে মানুষ রত হইয়া থাকে, সে-মানুষের সমাধি কি-করিয়া আসিতে পারে বুঝিতে পারা যায়! * বেদপন্থী আর্য্যগণ যে অনার্য্যদের মানতেন না সে কেবল ঐ special ব্যাপারের expe-

---

যাহারা যে-যে মন্ত্র স্মরণ করিয়াছেন, সেই পরমেষ্ঠী প্রভৃতিও সেই-সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা যে-যে মন্ত্রের অর্থভূত (প্রতিপাদ্য), যে-যে মন্ত্র বলিয়া যাঁহাদিগকে আহুতি দেওয়া যায় বা স্তব করা যায়, সেই অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, এবং রথ, শাখা, উখা, শয্যা, উপবেষ, কপাল, ইধ্ম, উলুখল প্রভৃতি পদার্থ (অর্থাৎ তত্তৎ পদার্থের অন্তর্ভূত পরমেশ্বরের বিভূতি) সেই-সেই মন্ত্রের দেবতা। গায়ত্রী প্রভৃতি যে-যে ছন্দে যে-যে মন্ত্র বদ্ধ, তাহারাই সেই-সেই মন্ত্রের ছন্দঃ। বিনিয়োগ শব্দের অর্থ—কোন্ মন্ত্রের কোন্ কার্য্যে প্রয়োগ হয়।

—আহ্নিককৃত্য, ৩য় খণ্ড, ২৫পৃঃ

* শুধু বেদ-বাদ লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত থাকেন অথচ বেদের ঋষিদের মানেন না, তাঁহাদের সমস্তই নিষ্ফল হয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

rience-এর দিক দিয়ে—কারণ, অনার্য্য যাঁরা তাঁরা তো আর্য্যাচার অনুসরণ ক'রে instinct of experience লাভ করেননি? অতএব আর্য্যাচার-অনুসরণকারীদের অনার্য্যকে অনুসরণ ক'রে আর্য্যবৈশিষ্ট্য-লাভের সম্ভাবনা কি-ক'রে হ'তে পারে? তাঁদের অনার্য্যদের না-মানা নিছক এই ধাঁজের ব'লে আমার মনে হয়। তা'-ছাড়া আর্য্যগ্রন্থের ভিতর এমন ঢের দেখা যায়—অনার্য্যদের আর্য্যরা বহুরূপে বহু মান দান করেছেন।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, বেদে তো বহুঋষির বাণী আছে কিন্তু তাঁরা যে-সমস্ত মন্ত্রের দ্রষ্টা সেগুলি পড়লে তো এমন কোন গূঢ় experience-এর পরিচয় পাওয়া যায় না—যা'তে তাঁদের সাধারণ কবির বেশী কিছু ব'লে মনে হ'তে পারে? অথচ তাঁদের-চেয়ে কত বড়-বড় কবি তো আছেন—তাঁদের তো কই আমরা ঋষি বলি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঋষি বাদ-দিয়ে বা যিনি দ্রষ্টা তাঁকে বাদ-দিয়ে শুধু মন্ত্রগুলি নিয়ে টান পাড়াপাড়ি করলে আর দ্রষ্টার বিশেষত্ব কি-ক'রে আয়ত্তে আসতে পারে,—আর, সেগুলি কবিত্বের emotional exposition ছাড়া আর কি-ই বা ধারণা করা যাবে? কিন্তু the actions and expressions with attitude—যেমন-ক'রে ঐ মন্ত্রগুলি delivered হয়েছিল তা' ধ'রে একবার ঐগুলি বোধের সহিত with a pose of feeling, আউড়িয়ে দেখুন দেখি—হাতে-হাতে বুঝতে পারবেন ও-তে কী হ'তে পারে!

প্রশ্ন। বেদ না-মানলে আমাদের জীবন-চলনার পক্ষে কোন-রকম ব্যাঘাত ঘটে ব'লেই তো আমাদের মনে হয় না? মানুষের বর্ত্তমান জীবনযাপনের পক্ষে

"ভারতের তখন-থেকেই অবনতি আরম্ভ হ'য়েছে যখন থেকে ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হ'য়েছে।" —সত্যানুসরণ

* বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, আর্য্য, অনার্য্য, এমন-কি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত ভারতের আর্য্য-সমাজে ঋষি হইতে পারিতেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভারতের আতি-প্রাচীন এই বেদগ্রন্থ কি নিতান্তই প্রয়োজনীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবন, যশ ও বৃদ্ধি যদি মানুষের একান্তই কাম্য হয়, বহু প্রকারে experimented যে law-গুলি আছে তাদের ignore করা কি অত্যন্ত বেকুবী নয়? আমার মনে হয়, সে law-গুলি হ'তে যা' নিজেদের এই আধুনিক অবস্থায় well-fitted হয়, তা' গ্রহণ করাতে কোন রকম বেকুবীই হবে না—অতএব তাকে নেওয়ায় আপত্তির কারণ কী হ'তে পারে?

তাই, ঐ specific experiences in specific factors অর্থাৎ যেখানে যেমন-ক'রে যা' যা' করলে যা' হ'য়ে থাকে—সেই বেদকে (Book of experiences of the Rishis) ignore করলে, ঐ-সব experience থেকে বঞ্চিত হ'য়ে—ঋষিপরম্পরা বাঁচা-বাড়ার অপলাপী যা'-কিছুর সাথে লড়াই ক'রে, কষ্ট সহ্য ক'রে অস্তি-বৃদ্ধিকে বজায় রেখে যে experimental experiences ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলার্থে compile ক'রে রেখে গেছেন—পুনরায় তারই অনর্থক নূতন অভিনয় করার চাইতে বেকুবী আর কি হ'তে পারে? তাহ'লে কি go back to primitive ingorance হবে না?

তাই তো ঐ বেদ না-মানাই পাপ।* আর্য্য-সন্তানগণ ঋষি-পরম্পরা ও বেদকে মেনেই থাকেন—এ তাঁদের instinct. আবার, ঐগুলির পর্য্যালোচনায় right normal instinct-গুলি well-nurtured হ'য়ে থাকে। তার ফলে অস্তি-বৃদ্ধির facility-ও বেড়ে যায়, efficiency-ও বেড়ে যায়—আর, একটা

---

* কোন জাতি বা ব্যক্তি যদি তাহার অতীত ইতিহাস ও গৌরবের সহিত পরিচিত না হয় তবে তাহার সম্যক্ উন্নয়ন অসম্ভব।—ইহাই বহুদর্শিগণের অভিমত। তাই, বেদ না জানিলে আমরা 'ভূঁইফোঁড়ের' মত হই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সহিত আমাদের একটা বাস্তব যোগসূত্র রচিত হয় না।—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

uphill evolution-এ জীবনগুলিও জীয়ন্ত বলনে চলতে থাকে।

প্রশ্ন। বরং মনে তো হয়, বেদ বাদ দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, হজরত মহম্মদ, কবীর, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মহাত্মাদের জীবনী ও বাণী আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। বেদে যেমন বহু ঋষির কথা আছে, ওঁদের জীবন ও বাণীও তো বেদই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের ভিতরই ঋষিকে মানিয়া লওয়া একটা মস্ত factor. তাই, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, কবীর, চৈতন্য ইত্যাদিকে তাঁদের teaching-এর সহিত beloving regard-এ মেনে নেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, নতুবা তাঁদের teaching-গুলি আমার ভিতর with a living exuberance প্রকটই হবে না।

আর, পরবর্ত্তী মহাপুরুষেরা—যাঁদের আমরা ঋষি ব'লে মনে করি—তাঁরা তো বেদের ঐ-যুগে ছিলেন না? তাই, ঐ-সমস্ত গ্রন্থে তাঁদের include ক'রে নেওয়া হয়নি—আর নেওয়া হয়নি ব'লে এঁদের teaching-গুলি যে বেদ নয় তা' বললে পূর্ব্বোক্ত বেদ যা' আছে practically সেগুলিকেও অস্বীকারই করা হয়।

প্রশ্ন। বাইবেল, কোরাণ ও বেদ—এই তিন মহাগ্রন্থের মধ্যে পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদান তো তেমনই নেই-ই, তা'-ছাড়া পরবর্ত্তী ঋষিগণের জীবন ও বাণী এই মহাগ্রন্থত্রয়ে লিপিবদ্ধ হয়নি ব'লে এরা তো আজ সর্ব্বজনমান্য হ'তে পারছে না? তাই তো ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের রেষারেষি এত উগ্র হ'য়ে উঠেছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বে যেমন লিপিবদ্ধ করার প্রথা ছিল, প্রকৃতি তার সে-প্রথাকে এখনও ত্যাগ করেনি। এই আলাদা চক্ষে আমরা তখনই তাঁদের দেখে থাকি, যখনই তাঁরা হ'ন আমাদের interest—to fulfil the complexes that preside within us. আর আমাদের এই ক্ষুদ্র বৃত্তি-স্বার্থ গণ্ডীকে কেউ ভাঙ্গে তা' কিছুতেই পছন্দ করি না।

যখনই আমাদের ভিতর কেউ আদর্শে interest-সম্পন্ন হ'ন, তখনই তিনি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এ-বিভেদ আর দেখতে পারেন না—আর, এ-মিথ্যাকে সহ্য করতে নারাজ হ'ন; কারণ, এ এমনতরভাবে বিকৃত হ'য়েই মানুষকে অমৃত হ'তে বঞ্চিত ক'রে থাকে। বস্তুতঃ এঁদের কারু ভিতরে—দেশকালপাত্রভেদে যা' in details—তা'-ছাড়া কোন কথার বৈষম্য নেই। এঁদের কথাগুলি আপনাদের এই science-এর মতই সত্য—বিশেষ-বিশেষ operation-এর মধ্য-দিয়ে।

তাই, মানুষ যখন বেকুবের মত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে যায়, সে-ধর্ম্মান্তর ঠিকই তার বিশেষ বৃত্তির খোরাক সংগ্রহের জন্যই,—আদর্শকে fulfil করার জন্য বা ইষ্টলাভের জন্য কিছুতেই নয়—অন্ততঃ সে-period-এ। তা'-ছাড়া, যেখানে greater fulfilment-এ greater becoming-কে achieve করা যায়, সেই ইষ্ট বা আদর্শকে গ্রহণ করা ধর্ম্মান্তর হয় না বরং ধর্ম্মকে বিশেষভাবে fulfil করাই হয়।

ধর্ম্ম-হিসাবে মুসলমান, খৃষ্টান, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি আলাহিদা-আলাহিদা কিছুই হ'তে পারে না ব'লে মনে হয়। কারণ, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার principle-কে maintain করাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে এমনতর কাউকেই ঐ মহাপুরুষগণের ভিতর দেখতে পাওয়া যায় না যিনি এ করছেন না; এমন-কি, বিশেষ নজর করলে মতান্তর পাওয়াও সুকঠিন, তবে 'ব্যক্তি-অন্তর' হ'তে পারে। আর, এই 'ব্যক্তি-অন্তর'ই যদি হয়, তবে সেই-ব্যক্তিই অনুসরণযোগ্য যাঁর দর্শন ও বিজ্ঞান সবগুলিকে fulfil ক'রে মানুষের becoming-কে আরো acceleration-এ নিয়োগ করেছে।

তাই, কাউকে কোন ধর্ম্মান্তরে convert করা মানেই আমি সাধারণতঃ এই বুঝে থাকি—being ও becoming-এর ধর্ম্ম হ'তে তাকে complex-এর ধর্ম্মে divert করা হয়েছে। এই রকম conversion-কে conversion না ব'লে আমার মতে diversion বলাই ভাল। আর, যাঁরা বাস্তবিক seer—একটু অনুধাবন করলেই দেখতে পাবেন,—তাঁর পূর্ব্বে যত seer ছিলেন, তাঁরা সব ঐ পরবর্ত্তী seer-এর ভিতর যেন জাজ্জ্বল্যমান এবং জীবন সহিত জাগরিত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আছেন ব'লে মনে হবে। এই হ'চ্ছে Seer the Roformer-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাতঞ্জল দর্শনের ভিতর 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ", "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"—এ সূত্র দুইটির ভিতর দিয়ে এই বাক্য স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই বাক্যের যদি সহজভাবে অর্থ করা যায়, তাহ'লে এই হয়—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়দ্বারা অনভিভূত অর্থাৎ অনভিভূত হ'য়ে যিনি উহাদিগকে benefit-এ manage ক'রে fulfil করতে পারেন—এমনতর যে বিশেষ পুরুষ—being, তিনি ঈশ্বর—আর তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদেরও গুরু, কারণ, তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ন'ন।

তাহ'লেই এই কথা দাঁড়ায়—তাঁ'তে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদের একটা living fulfilment আছে। তাই, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব নবী, ঋষি ও গুরুদের যিনি মানেন না তিনি পরবর্ত্তী নায়ক কি-ক'রে হবেন, বুঝতে পারা যায় না। দেখতে পাবেন প্রভু যীশুখৃষ্টের জীবনে—তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদের বিষয় কি বলেছেন আর কিই-বা করেছেন, হজরত মহম্মদ তাঁর পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদের বিষয় কি বলেছেন আর কিই-বা করেছেন, ঋষিদের ব্যাপারেও তাকিয়ে দেখুন, তাঁরাই বা কি করেছেন—;অভিনিবেশ-সহকারে এ দেখলেই কি বুঝতে পারা যায় না, তাঁদের teaching কি ছিল আর কি-ই বা ক'রে গেছেন?

তাই, যাঁরা পূর্ব্বতনদিগকে মেনেছেন এবং fulfil করেছেন তাঁদের কারু দোহাই দিয়ে যদি কেউ পূর্ব্বতনদিগকে অস্বীকার করেন, তিনি কি practically যাঁর দোহাই দিয়ে তাঁদের অস্বীকার করছেন তাঁকেই একটা কায়দার ভিতর-দিয়ে অস্বীকার করেন না? আর, এই রকম অস্বীকারের অন্তরালে যে কী থাকতে পারে, তা' সহজেই বুঝতে পারেন।

তাহ'লেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগকে অস্বীকার করলে প্রকারান্তরে—প্রকারান্তরে কেন প্রত্যক্ষভাবেই, যাঁকে ধ'রে তাঁকে অস্বীকার করছি তাঁকেও কি অস্বীকারই করা হ'ল না? আর, এই অস্বীকার হ'তে এ নিশ্চিতই বুঝতে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পারা যায় যে, যাঁরা একজনকে স্বীকার ক'রে অন্যকে অস্বীকার করছেন, তাঁরা তাঁর জন্য যে তাঁকে অস্বীকার করছেন তা' নয়—নিজের বৃত্তিস্বার্থ-সম্পাদনই এর অন্তর্নিহিত একমাত্র বিকৃত আবেগ—আর এতে convert হওয়া diversion ছাড়া আর কী হ'তে পারে?

প্রশ্ন। এমন কোন নূতন মহাগ্রন্থ কি হ'তে পারে না—যা'তে জগতের সব মহাপুরুষদেরই স্বীকার করা আছে, আর আধুনিক কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তীকে পরবর্ত্তী কী-ভাবে পূর্ণ ক'রে তুলছেন তারও সবিশেষ বর্ণনা থাকে? তা'তে তো সব গোলমালই চুকে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কেন হ'তে পারে না? এমনতর কোন মহাপুরুষ কি Reformer যদি থাকেন, আর তাঁর teaching-গুলি যদি recorded থাকে, তাহ'লেই তো দেখলেই বুঝতে পারা যাবে ব্যাপার কী!

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্যদ্বিজ-সমাজে প্রত্যেক যে সাবিত্রী-দীক্ষা লাভ করে, তারপর আর কোন দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কী? বাংলায় আচার্য্যের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের পরও তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন রয়েছে—তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'আচার্য্য' কথাটির মানেই হ'চ্ছে—যিনি সম্যকপ্রকারে আচরণ ক'রে জানাকে অর্জ্জন করেছেন। পূর্ব্বে ঋষিরাই—seer-রাই আচার্য্য হ'তেন। * তাঁদের সহবাস ক'রে, অনুসরণ ক'রে প্রত্যেক দ্বিজই শিক্ষালাভ করতেন। তাই, তখন সেই আচার্য্যই—যে দ্বিজ তাঁর সহবাস ক'রে শিক্ষালাভ করছেন—তার noramlly গুরু হ'তেন।

তারপর, যখন ক্রমে-ক্রমে এর অপলাপ হ'তে লাগল, তখনও ঐ-পদ্ধতিকে উপনয়ন-সংস্কারদ্বারা কোন-রকমে খাড়া ক'রে রেখে চলতে হ'ত,—আর সেইজন্যই তান্ত্রিক গুরু পেলেই তৎক্ষণাৎ দীক্ষা নেওয়ার প্রথা প্রচলিত হ'য়ে উঠল। কালক্রমে আবার যখন তারও অবনতি হ'য়ে উঠতে লাগল; তখন উহাও সমাজের ভিতর একটা custom-এর মতন দাঁড়িয়ে রইল। শেষে হ'ল সদ্‌গুরু বা কৌলগুরু অর্থাৎ practical man যাঁরা হাতে-

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কলমে সাধন দ্বারা শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁদের কাউকে পাওয়া মাত্র কোন কাল বা অবস্থা বিবেচনা না-ক'রে তৎক্ষণাৎ দীক্ষা নেওয়ার কথা শাস্ত্র emphatically ঘোষণা ক'রে রাখলেন। আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পরও তান্ত্রিক দীক্ষার যে প্রচলন রয়েছে তারও সার্থকতা এই-ই।

প্রশ্ন। কুল-গুরু যে তান্ত্রিকী দীক্ষা দেন, তাহা কী? তাঁর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করলে কি আচার্য্যগুরুকে ত্যাগ করা হয় না? শুনতে পাই—গুরু-ত্যাগে নাকি মহাপাপ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়, সংঘাত ও উদ্দীপ্তি-সহকারে যাঁর যা'-কিছুতে মৈত্রীপ্রতিষ্ঠা হয়েছে—অর্থাৎ আস্থূল সূক্ষ্মে যাঁর জানার সত্তা বা চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে—তিনিই কৌল [!] ,—আর এই কৌল হ'তেই ক্রমে ক্রমে যখন এর অবসাদ ঘটতে লাগল, গুরু-ব্যবসায়ীরা 'কুল' কথা impose ক'রে কুল-গুরু ক'রে তাই চালাতে লাগলেন। কুলগুরুত্যাগ যে

---

* আচার্য্য কথাটি আ-চর্-ধাতু হইতে হইয়াছে। তাই বিশেষভাবে আচরণ করিয়া যিনি জানিয়াছেন এবং আচরণের মধ্য দিয়া যিনি শিষ্যের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারিত করেন তিনিই আচার্য্য।

[!] "জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্-তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে।
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ সঃ এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ।।
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ।।"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্, ৭ম উল্লাসঃ ৯৭-৯৯

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মহাপাতিত্যকে আমন্ত্রণ ক'রে তা'তে কোন সন্দেহই নাই। * আর এমনতর কৌলই মানুষের Superior Beloved হ'তে পারেন। আর, তাঁর impulse এবং তাঁ'তে conflict-ই মানুষকে higher becoming-এ accelerate করতে পারে। নতুবা যিনি unsolved, unadjusted,—complex যাঁকে rule করে—তিনি যদি মানুষের গুরু হ'ন তাহ'লে তাঁর দ্বারা মানুষের বৃত্তি বা complex-গুলিই যে nourished, strengthened, unadjusted এবং intact হবে ও থাকবে তা'তে কি কোন সন্দেহ আছে? তাই দেখা যায়, যাঁরা কুলগুরু-ব্যবসায়ী তাঁরা সর্ব্বতোভাবে normally deteriorate-ই করেন—এমন-কি বংশপরম্পরাশুদ্ধ—তা' নজর করলেই দেখতে পাবেন। তাহ'লেই তাঁদের শিষ্য যাঁরা, তাঁদের দশা যে কী হ'তে পারে তা' সহজেই বিবেচনীয়। এমনতর জয়গায় যদি শুধু prescribed formula-গুলিকে as a custom জাগিয়ে রেখে মানুষের সদ্‌গুরুকে accept করার ঝোঁককে জাগ্রত করাতে পারেন, তাহ'লে এমনতর অবস্থায় তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের শিষ্যদেরও সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলই হ'ত—তা'তে কোন সন্দেহ নেই—আর এতে সবারই সব position-গুলিও intact and respectful হ'ত।

এ না-ক'রে, একটা সংস্কারের clutch দিয়ে মানুষের becoming-কে স্তব্ধ ক'রে দেওয়ায় নিজের, দেশের ও সমাজের দিক দিয়ে মৃত্যুনিদগ্ধ সর্ব্বনাশা বারোয়ারী ভড়ং-করা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? এ গা-ঢাকা

---

* যিনি এইরূপ কৌল তিনিই কিন্তু কুলগুরু। কিন্তু 'কুল' কথাটার আর একটি মানে আছে—বংশ। ঐরকম সত্যিকার ব্রহ্মবিৎসিদ্ধ যিনি, তিনিই বাস্তব কুলগুরু। তাঁহাকে যে ত্যাগ করে তাহার যে মহাপাপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া মন্ত্রে অসিদ্ধ অব্রহ্মবিৎ যে তথাকথিত গুরু তাহার নিকট মন্ত্র না নেওয়ায় তো পাপ হয়ই না বরং মন্ত্র লইলেই পাপ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কালের অবসাদ অন্তরীক্ষের কলুষ-কুটিল, হিম-উদগীরণী হাতছানি ছাড়া আর কিছুই নয়!

তাই এমনতর গুরুত্যাগে বস্তুতঃ যাকে গুরুত্যাগ বলে তা' তো হয়ই না, বরং এমন-ত্যাগ ক'রে যদি কেউ ঐ-রকম কৌল বা সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করেন তা'তে ও সার্থকই হ'য়ে ওঠে। আর, ঐ সংস্কারাবদ্ধ হ'য়ে এইরকম আশ্রয় গ্রহণ না-করাই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মতঃ গুরুত্যাগ—এতে কোন সন্দেহ নাই। * এই-রকম বিধ্বস্তকারী গুরুকরণ হ'তে বরং পিতা বা পিতৃতুল্য কাউকে আচার্য্যগুরু ক'রে ভক্তি ও সম্ভ্রমের সঙ্গে জীবনকে চালান যায়—যতদিন সদ্‌গুরু-লাভ না-হয়—তা' ঢের ভাল!

প্রশ্ন। কুলপরম্পরাগত পিতৃপুরুষের যে গুরুবংশ তাকে না ধরলে, বংশপ্রচলিত বীজমন্ত্রাদির অনুশীলন না-করলে নাকি মানুষ আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ানই হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, এ হ'তে পারতো, গুরুবংশে যদি বংশপরম্পরায় প্রত্যেকেই practical সদ্‌গুরু হতেন—এতে যদি তাঁদের এমনতর instinct হ'য়ে থাকত যা'তে তারা অমনতর temperamental character-এ with upheaving instinct সমাসীন থেকে চলতেন। তাঁরা যদি মানুষের becoming-এর পথে goal-রূপে determined না-হ'য়ে তার সাথী হ'য়ে চলতেন তাহ'লে এতে মানুষ badly injured না-হ'য়ে বরং vitally elevated-ই হ'ত—আর এতে ব্যষ্টি, সমাজ ও দেশের ভিতরও একটা active and emotional concord পরম্পরাক্রমে imbibed Embodied

---

* ঐরকম প্রকৃত সদ্‌গুরুকে গ্রহণ না করাই সত্যিকার গুরুত্যাগ। আমরা কতগুলি কু-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা-তাহা ভাবিয়া বসি। নিজেদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কল্যাণকর তাহা কুসংস্কারবশবর্ত্তী হইয়া সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারি না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

Ideal থেকে যেত। তাই, যেখানে তেমনতরটা ভেঙ্গে গেছে—আর সেই ভাঙ্গা-জিনিসটাকে যদি অমন-ক'রে বেকুবের মতন ধ'রে রাখা যায়,—সে-ধরা যে একটা বিরাট ভাঙ্গনকে বেকুব অজ্ঞতার ভিতর-দিয়ে অবসাদপূর্ণ তিক্ত আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত করে তা'তে কি কোন সন্দেহ আছে? তা'হলেই বুঝুন, এ-রকমটা কত বড় পাপ, আর আপনার কথাটার সার্থকতাই বা কোথায়।

প্রশ্ন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের আবার বিভিন্ন মন্ত্র, বিভিন্ন গুরু। শৈব, যে, সে শাক্ত-মন্ত্র বা বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করতে পারে না শুনতে পাই। পরস্পরের এ-বিভেদেরই বা অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এগুলি circumscribed ignorance ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কেহ কিছুকে না জানিয়া ত্যাগ করে, সে ত্যক্ত-কিছু হইতে তার being and becoming-এর অপকার-ছাড়া benefit কি হ'তে পারে? কারণ, যা' জানা যায়নি, তার মঙ্গলে ব্যবহারও মানুষে করতে পারে না। তাই, কিছু যদি কিছুকে fulfil না করে, তাহ'তে তার evolution of knowledge ঘটতে পারে না—তবে becoming-ও সেখানে runs round the wheel—তা'তে আর বলবার কী আছে?

প্রশ্ন। মুসলমান-সমাজেও তো সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও শেখদের মধ্যে আহার ও বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যে নানা বিভেদ বর্ত্তমান শুনি। তবুও তো তাঁদের কিছুতেই বাধে না—মৌলবীরা সকলে একতাবদ্ধ হ'য়েই তো কাজ করেন। তাঁদের পক্ষে যা' সম্ভব হ'চ্ছে, এঁদের পক্ষে তা' সম্ভব হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তার মানেই, তাঁদের ভিতর বোধ হয় imbibed concord of Ideal এখনও ধ্বংস হয়নি!

প্রশ্ন। বাংলার তন্ত্রাচারের মধ্যে আর্য্য বৈদিক আচার তো লুপ্তপ্রায়—বাংলার দ্বিজসমাজ কি-ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার ও স্বার্থের গণ্ডী ভেঙ্গে এক

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শক্তিশালী বৃহৎ সমাজের সৃষ্টি করতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যখন কোন superior Ideal-এ stay ক'রে, তাঁর fulfilment-এ interested হ'য়ে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই automatically সমস্ত বাধা, সমস্ত ঝঞ্ঝা, বিপৎপাত, দুর্লক্ষণ যা'-কিছু অপসারিত হ'য়ে একটা বিরাট শক্তির অভ্যুত্থান হয়—আর যেমন-ক'রেই হোক বাংলার আর্য্যগণ যখনই ব্যষ্টি ও সমষ্টি-হিসাবে ইহারই অনুসরণ করতে পারবেন, তখনই যে কি-একটা উদ্বুদ্ধ শক্তিসংবৃদ্ধি উথলে উঠে যা'-কিছু সবকে ছাপিয়ে দেবে—তা' কল্পনা করতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী—তাই বেহুঁশ চেতনার একটা বিরাট উদ্দীপ্তি মনকে ময় ক'রে তোলে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনাকে যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানগণ অবলম্বন ক'রে একতাবদ্ধ হ'চ্ছেন তাঁদের তো কিছুই ত্যাগ করতে হ'চ্ছে না—অথচ আজকাল তো দেখি, খৃষ্টমত বা হজরত মহম্মদের মতবাদের যাজকগণ মানুষের আজন্মলব্ধ বিশ্বাসকে ভেঙ্গে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ করাতে উন্মুখ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ত্যাগ কী করতে হবে আমি বুঝেই উঠতে পারি না। আমি বুঝি ব্যবহার—proper use, আমি বুঝি—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের being and becoming-এর fulfilment-এর interest-কে comply ক'রে একটা cherishable nourishment-কে লাভ করা—আর এ যা'তে হয় তা' করাই জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম। আর যে-ধর্ম্ম এই পরম কল্যাণময় আমন্ত্রণকে উপেক্ষা ক'রে অপজীবনে দীক্ষিত করে, তা' জীবনের যে একটা luxurious বিষাক্ত গুপ্ত diversion, তা'তে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই—তাই, ও-সব কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না।

প্রশ্ন। মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধগণ যে আপনাকে অনুসরণ করছেন, তা'তে কি তাঁরা স্বধর্ম্মচ্যুত হ'চ্ছেন না?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের acquired instinct-কে অবহেলা ক'রে যদি কেউ কাউকে educated করতে চায়, তার যে কী দুর্দ্দশা হয়—তার জানা ও জানার প্রকরণ কোন্ আস্তাকুঁড়ে গা-ঢাকা দিয়ে, পূতিগন্ধময়তার ত্যক্ত আবহাওয়ায় আপ্রাণ আশ্বাসের একটা প্রলুব্ধকর enticement-এর হাত-ছানিকে লক্ষ্য ক'রে, সঙ্কীর্ণ শ্বাসে, বিকৃত বদনে, একটা কাতর মিট-মিট চক্ষুতে বাহ্যিক জগতের দিকে চেয়ে থাকে—আর এমনি-ক'রে যাকে educated করা হ'চ্ছে তার সেই বীভৎস বিকৃত নিঃশেষ দেখলেই সমস্ত প্রাণটা কেমন ক'রে শিউরে ওঠে! * তাই, আমি higher fulfilment-এর জন্য, মানুষের instinct যা' হ'তে evolve করেছে তা' ত্যাগ করতে না-বলে তার থেকেই higher fulfilment-কে evolve করাতে চাই। তাই, ঐ-জাতীয় কথা আমার কাউকেও বলতে ইচ্ছা করে না। তাই, আমি মনে করি, যাঁরা আমাকে অনুসরণ করেন, তাঁদের তো স্বধর্ম্মত্যাগ হয়ই না—বরং আমাতে তার একটা বাস্তব fulfilment-কেই accelerate করে—এই আমার ধারণা।

প্রশ্ন। আপনি যা' বলেন, তা' অবলম্বন করতে হ'লে নিরামিষাশী হ'তে হয় কেন? মাছ-মাংস খেলে কি ধর্ম্মানুসরণ হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মাছ-মাংসকে আমি মানুষের range of life-কে shorten করে ব'লে মনে করি। কারণ, এ শরীরের ভিতর এত বেশী toxin liberate করে যাতে কোষগুলি whipped হ'য়ে নিজেদের existence-কে রক্ষা করবার জন্য, অল্প সময়ের ভিতর অনেক বেশী division-এ পর্য্যবসিত হয়।

---

* পূর্ব্বেই পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের প্রকৃতিপ্রদত্ত সহজাত সংস্কারগুলিকে ভিত্তি করিয়াই আমরা যাহা-কিছু অর্জ্জন করি। আমাদের শরীরিক এবং স্নায়ুবিধানের সংগঠনই এমনতর। এই instinct-গুলিকে উপেক্ষা করিয়া যে শিক্ষা হয় তাহা বিকৃতি আনিয়াই দেয়, আর ঐ সহজাত-সংস্কার বা instinct-গুলিকে পরিপূরণ করে এমন যে ধর্ম্ম তাহা কিছুই ত্যাগ করিতে বলে না—পরমশ্রদ্ধায় পূর্ব্বতনদিগকে সম্মান করিয়া জীবন্ত সদ্‌গুরুর মধ্য-দিয়ে তাহা সার্থক হইয়া ওঠে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তা'তে সেই cell-গুলির যে-time-এ ঐ রকম পরিণতি সংঘটিত হ'ত তার অনেক পূর্ব্বেই সেই-রকম ঘ'টে থাকে। মনে করুন, ২০ বছরে যা' হ'ত, ৫ বছরেই তা' সংঘটিত হয়—তার মানে, ২০ বছরের আয়ু ৫ বছরে কমিয়ে আনে, আর nerve-গুলিও কেমনতর irregular, irrythmic হ'য়ে দাঁড়ায় এবং correct sensation-ও carry করে না। *

তাই, আমি আপনাদের সব-সময় ব'লে থাকি, আপনারা normally vegetarian হ'ন, কখনও কোন বিশেষ-অবস্থায় আপনারা যদি মাছ-মাংস

---

* It is capable of proof that the vegetarians in any profession or occupation will endure more labour without uneasiness than the flesh eater. Neither are they sick and ailing every now and then. They can also endure thirst and hunger better, and loss of a meal creates no disturbing condition. And why? Because they are not working upon unnatural stimulants that use up the vital force."

—Dr. E. Goodell Smith

"Prof. Irvine of the Yale University U. S. A. carried on experiments with two groups of men for more than a year......

Athlets who were meat-eaters vied with those who were abstainers from animal food, and in every case the abstainers won."

'New York Times'

Quoted by 'Bande Mataram'

—Edited by Sri Aurobindo

"My researches show not only that it is easily possible to sustain life on the products of the vegetable kingdom, but that it is infinitely preferable in every way and produces superior power both of mind and body."

—Alexander Haig, M. D., F. R. C. F.

"The vegetarian can extract from his food all the principles necessary for the growth and support of the body, as well as for the production of heat and force. It must be admitted as a fact beyond all question that some persons are stronger and more healthy who live on that food. I know how much of the prevailing meat diet is not merely a wasteful extravagance, but a source of serious evil to consumers"

—Sri Henry Thomson, M. D., F. R. C. S.

"The use of flesh foods by the excitation which it exercises on the nervous

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ব্যবহার করেনও, তা'তে এমনতর অপরাধ হবে না—যা'তে নাকি আপনাদের জাতিপাত ঘটতে পারে। বরং অবস্থামত উহা না-ব্যবহার-করাই অসঙ্গত—যেমন, হয়তো আপনি এমন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন যাতে আপনার cell division-কে accelerate করতে হ'তে পারে, আর তা'তে হয়তো আপনার জীবন-রক্ষা পায়—সে-স্থলে উহা ব্যবহার করা অতি সমীচীনই। হয়তো আপনারা কেউ সৈন্যবিভাগে গিয়ে যুদ্ধ-ব্যাপারে কারু captive হ'য়ে পড়েছেন—যেখানে হয়তো যে-কোন মাংস ব্যবহার না করলে জীবনই রক্ষা হয় না। আমি বলি, সেখানে আপনি—সহ্য করতে পারেন যতদূর সম্ভব এমনতরভাবে—animal diet ব্যবহার করুন, বেঁচে থাকুন—তখন ওই-ই আপনার ধর্ম্ম হবে।

প্রশ্ন। বাংলায় প্রায় সকল ধর্ম্মেরই যাজকেরা যাজনকে জীবিকা-নির্ব্বাহের বিকৃত উপায় ক'রে নিয়েছে। যজন প্রাণহীন জীর্ণ আচারে পর্য্যবসিত। বাস্তব যজন আর যাজন কী? আর তা' কেমনতর হ'লে বাংলার বর্ত্তমান গ্লানি দূরীভূত হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাজন আর্য্য-দ্বিজদের একটা প্রধান নৈমিত্তিক করণীয়। * এই যাজন করতে গিয়ে মানুষের কত ignorance-এর কত অবনতি ঘ'টে

---

system paves the way for habits of intemperance. Many experienced physicians have similar observation." —Dr. A. Kingford

"A vegetarian drunkard has to be discovered." —Sydney H. Beard

"I adbocate fruit diet not only because man is a fruit-eater, automatically and physiologically, but because my experience as a patient and physician has proved the beneficial influence of the natural food on healthy as well as sick people."

—Dr. O. L. M. Abramouski, M. D.

* মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের মধ্যে যাজনের উল্লেখ আছে—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।।" ৮৮

—মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাকে জ্ঞানে কত-যে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে তার ইয়ত্তা নেই—আর, পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেককে জীবন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনে constantly সজাগ ক'রে রাখে। তার ফলে দেশের people in general-এর-ব্যষ্টি ও সমষ্টি-হিসেবে একটা higher acceleration লেগে থেকে, uphill acquisition-এর দিকে constantly ধাবিত হ'য়ে, Ideal-এর interest-কে fulfil ক'রে সার্থকতায় কৃতার্থতা-মণ্ডিত হয়।

আর, এই যাজন তখনই প্রাণহীন হ'য়ে ওঠে যখন সে তার Ideal-এর interest-কে প্রতিষ্ঠা না-ক'রে যখন যাজক তার স্বার্থকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আবার, যাজন যখনই যজনকে অনুসরণ করে না, তখন তার উপসংহারে ব্যষ্টি, সমাজ ও জাতির ধ্বংসকেই নিমন্ত্রণ ক'রে আনে; কারণ, মানুষকে যা'তে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে তা' যদি অনাচরণ-জনিত দোষে ক্লিষ্ট হ'য়ে অবসন্ন হ'য়ে থাকে, সেই অবসন্নতার ভিতর-দিয়ে ignorance তাকে অধিকার ক'রে, বিকট বিক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অনবরত প্রয়াস পায়। তাই, যিনি যাজক—তিনি যদি Ideal-এ thoroughly interested

---

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" ১৮/৬৫

অর্থাৎ, আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাকে ভক্তি কর, আমারই যাজন কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমার প্রিয়—তুমি নিশ্চয়ই আমাতেই থাকিবে।

আর এই যাজন যে করে—

"ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।"

তার চেয়ে প্রিয়কৃত্তম জগতে আমার আর কেউ নাই।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আচারবান না-হ'য়ে যাজন করতে যান, তবে তা' সমূহ বিপদেরই কথা।*

প্রশ্ন। অনেকেই তো আজকাল আমাদের দেশে মনে করেন, দীক্ষা-গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। নিজে-নিজে সৎপথে কর্ত্তব্যকর্ম্ম ক'রে গেলেই তো নির্দ্দোষ জীবন-যাপন করা হ'ল—এর জন্য দীক্ষার তো কোনই প্রয়োজন নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, বলুন তো দীক্ষা কথাটা কি ক'রে এসেছে, কথাটার তাৎপর্য্য কী?'

আমি উত্তর দিলাম—'দীক্ষ্'-ধাতু হ'তে দীক্ষা কথাটি এসেছে। 'দীক্ষ্'-ধাতু মানে মুণ্ডন, অভিষেক, যজন, নিয়ম-গ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান, উপদেশ; আর অভিধানে আছে দীক্ষা মানে যাহা ক্রিয়াজ্ঞান দান করে ও পাপক্ষয় করে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই! তাহ'লেই বুঝুন, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? মানুষ যদি কোন practical man-এর কাছে অর্থাৎ যাঁরা হাতে-কলমে ক'রে জ্ঞানলাভ করেছেন তাঁদের কারুর কাছে, উপযুক্ত প্রকারে উপদেশ-

---

* গীতায় দশম অধ্যায়ে রহিয়াছে—

"মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।" ৯-১১

মচ্চিত্ত এবং মদগতপ্রাণ হইয়া যাহারা পরস্পরকে বোঝায় এবং নিত্য আমার কথা বলিয়া লোককে তুষ্ট করে, তাহাদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করি যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।—ইহাই যাজন আর এই যাজনের মূলই ঐ মচ্চিত্ততা ও মদগতপ্রাণতা। এই যাজন কিন্তু propaganda নহে, ইষ্টের ভাবে আপ্লুত হইয়া স্বতঃই তাঁহার ভাব লোককে সেবায় আকৃষ্ট করিয়া সকলের ভিতর সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

গ্রহণ না-ক'রে কিছু করতে যায় তার সে-করা কি-ক'রে কৃতকার্য্য হ'তে পারে? * মানুষের জানাগুলি তো আর তার ভিতরে বোঝাই করা নেই যে আপনা-আপনি টোকা মারলেই উপচে উঠবে? মানুষের ভিতরে থাকে instinct, ঝোঁক বা tendency—যা নাকি উপযুক্ত environment-এর ভিতর পড়লেই excited হ'য়ে achievement বা acquisition আয়ত্ত ক'রে man of experience and wisdom গ'ড়ে তোলে। আবার, এই কর্ত্তব্য determine করে—যা'তে বা যেখানে libido excited হ'য়ে 'ligared' হয় তাই; আর, তারই তাড়ায় মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হ'য়ে, success বা fulfilment-এর অভিসারে চঞ্চল-উদ্দীপ্ততায় দৌড়ায়। ! কারণ, সে চায়—তার কর্ম্মফল দিয়ে Beloved অর্থাৎ যাঁ'তে তার libido 'ligared' আছে—তাঁর wishes fulfil ক'রে তাঁকে উপভোগ করিয়ে, সেই উপভোগে নিজে উপভোগ ক'রে তৃপ্ত ও আরো উদ্দীপ্ত হ'তে। আর এমনি ক'রে মানুষের কর্ম্ম, উপভোগ, আনন্দ ও তৃপ্তি ক্রম-প্রসারণ লাভ করে। আর যেখানে এরকমটা নাই, অথচ কতগুলি prescribed duty অনুসরণ করা আছে, সেখানে অতিসত্বরই তার libido environment-এর অনেকের ভিতর বহুরকমে ooze ক'রে বহু attachment-দ্বারা নানারকম বিকৃতি লাভ ক'রে, একটা হতাশ অবসন্নতায় headlong নিঃশেষের দিকে ছুটে যায়! আকাশে shooting star দেখে আমার তাদের কথা মনে পড়ে—তীব্র জ্বলনে জ্ব'লে-জ্ব'লে মুহূর্ত্তে একদম নিঃশেষ হ'য়ে গেল!

আর, যাদের libido 'ligared' with their only Beloved or the Superior Beloved তাদের দেখে মনে হয়—যেন তারা এক-একটা system

---

* "ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা। অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যা চাতিদুঃখদা॥ গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে। অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ॥"

—শিবসংহিতা। ১১-১২

! "গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন॥১৮ —শিবসংহিতা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সৃষ্টি করতে-করতে with a steady illuminating zeal, like stars and planets move করে। আর, এ-করা মানেই হ'চ্ছে—তাদের centre of attachment আছে এবং সে attachment-টাতে তারা well 'ligared.'

তাহ'লেই দেখুন, এই movement বা activity বা কর্ম্ম সম্ভাবে অর্থাৎ towards being and becoming, move করতে পারে শুধু তখনই, যখনই তার সমস্ত কর্ম্ম determined হয়—only to fulfil the interest of his Superior beloved. * তবেই দেখুন, Ideal নেই, দীক্ষা বা উপদেশ নেই, অথচ সদ্ভাবে কর্ম্ম করার মানে কী—আর তা' হওয়া সম্ভবই বা কেমন-ক'রে?

প্রশ্ন। আবার কেউ বা বলেন, দেশের যে অবস্থা তা'তে পরের ও দেশের কাজই বর্ত্তমানে প্রধান করণীয়—শুধু লোকসেবা করলেই তো হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আপনাদের কাছেই শুনেছি, 'দেশ' আর 'আদেশ' কথা দু'টি একই কথা হ'তে এসেছে—সে-ধাতুটা বোধ হয় দিশ্—তাই নাকি?

উত্তরে আমি বললাম, 'আজ্ঞে হাঁ!'

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লেই বুঝুন, যেখানে এমনতর মানুষ নেই, যার আদেশ বহন করাই জীবনের সার্থকতা,—সেখানে দেশ মানে কি হ'তে পারে, আর সে-সেবাই বা কী? দেশের সেবা করতে হ'লে, আদেশকে সেবায় work out ক'রে তার success-সমাধানে আদেশ-কর্ত্তার wish-গুলির fulfilment আনতে হবে,—নতুবা সেবা ব'লে যে কথার প্রচলন আছে তা' কিন্তু

---

* "অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
দেবী! দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধি র্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥" —নবরত্নেশ্বর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করবে। কারণ, সেবার ভিতর-দিয়ে যদি আদেশ-কর্ত্তাকে প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁ'তে প্রত্যেক individual-কে উদ্দীপ্ত উদ্বুদ্ধ uphill elevation-এ elate ক'রে, তাঁকে প্রত্যেকের interest ক'রে না তোলা যায় তবে সেবা কী হ'ল? * আর, সে-সেবা মানুষের কী করতে পারে? অসুখ হ'লে ওষুধ দেওয়া, যাদের খাবার নেই তাদের খাবার দেওয়া, আলস্য ও অভাবগ্রস্তকে শুশ্রূষা করা,—তাদিগকে vitally elate না-ক'রে, opposition-গুলিকে manipulate ক'রে useful করার knack-এ না-তুলে, libido-কে unit-centric ক'রে Superior Beloved-এর প্রতিষ্ঠা না-করিয়ে যে দেশের সেবা—সে-সেবা কি সত্যিকারের সর্ব্বনাশের সেবা নয়? এক-

---

* স্বামী বিবেকানন্দ 'বীরবাণী'তে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণশরীর অর্পণ কর সখে এ-সবার পায়।।"

ইষ্টের উপর একান্ত টানে মানবের যে-পর্যন্ত সর্ব্বভূতে ইষ্টদর্শন না হয়—যাহা যাহা দৃষ্টি পড়ে, তাহা তাহা ইষ্টস্ফুরণ না হয়, ততদিন মানুষের সত্যিকার সেবার উন্মাদনা জাগে না। ঐরূপ ইষ্টপ্রাণতা না আসিলে মানুষ পরের সেবা করিতে গিয়ে নিজের প্রবৃত্তিরই সেবা করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন কেশব সেন মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'তুই কি চাপরাস্ পেয়েছিস্ যে লোককে অত উপদেশ দিতে যাস্?' ইষ্টানুরাগের চাপরাস্ না পাইলে মানুষ সেবার নামে নিজের প্রবৃত্তির খোরাক জোগাইতে জোগাইতে সর্ব্বনাশের দিকে চলিতে থাকে।

তাই শ্রীশ্রীরাকৃষ্ণদেব বল্‌তেন—

"আর, তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎ কর, তাঁকে লাভ কর, তিনি শক্তি দিলে সকলের হিত কর্‌তে পার, নচেৎ নয়!

"যে লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস্ চাই। না হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে (হাস্য)। হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবেই কা'র কি রোগ বোঝা যায়—উপদেশ দেওয়া যায়।"

"The motto of chivalry is also the motto of wisdom; to serve all, but love only one."
—Balzac

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কথায়, যে-সেবা পারিপার্শ্বিকে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে না, পারিপার্শ্বিককে তাঁর interest-এ interested ক'রে তোলে না, আদর্শকে fulfil করতে পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেককে elated and elevated করে না—যে-সেবা তার আদর্শ-পূজায় তৃপ্তিলাভ করার উদ্দেশ্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে sympathetic nurse and nourishment-এর তীব্রতায় প্লাবনের মতন পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের ভিতর উপচে পড়ে না, সে-সেবা মানুষের being টাকে তার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের বৃত্তিক্ষুধায় আহুতি দিয়ে person-কে যে সাবাড় করে *—একটু তাকালেই এনতেয়ার দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানেরা কি জন্ম হ'তেই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ন'ন? তবে তাঁদের প্রত্যেকেরই যে আবার দীক্ষিত হ'তে হয় তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Heredity-তে যে-যে culture prevail ক'রে, libido-র contact-এ এসে তার অনেকগুলি সন্তানের ভিতর instinct হ'য়ে থাকে—সেই হিসাবে অর্থাৎ সেই instinct-হিসাবে procedure of education and culture মানুষের ভিতর এক-এক sect-হিসাবে একটু-একটু আলাদা হ'তে পারে। আবার প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেকটি progeny-হিসাবেও অমনতর একটু-একটু আলাদা হ'য়ে থাকে—এই যা' difference.

কিন্তু as a principle of Dharma ! অর্থাৎ যা'-নাকি মানুষের being and becoming-কে ধারণ ক'রে accelerate কর—তা' normally প্রায়

---

* যে আদর্শে যুক্ত নহে, ইষ্টের আসক্তিতে যে চলে না তাহার কথা গীতায় বলিতেছে—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ —গীতা, ২।৬৬

! শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যের মুখবন্ধে ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ।"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সবারই সমান। তাহ'লেই, যদিও আর্য্য মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদির সন্তান-সন্ততিগণ এই রকম instinct-ই বহন ক'রে জন্মগ্রহণ করে, তথাপি principle of Dharma সবারই একই রকম। যিনি practical man—যিনি মানুষের instinct-গুলিকে অনুধাবন করতে পারেন, তিনি যদি মানুষকে educated * করেন, তাহ'লে যার যেমনতর প্রয়োজন, তাকে তেমনতর manipulate ক'রে experience-এর অধিকারী ক'রে দিতে পারেন। তখন যাঁরা এই-রকমে experienced হ'য়ে আপনাদিগকে develop করেছেন, তাঁরা আবার অমনতরভাবেই নানারকম environment-এর নানারকম culture-এর instinct-কে manipulate ক'রে graduated করতে পারেন, আর তাঁরাই হ'ন প্রকৃত শিক্ষক।‡ তাই, শিক্ষক-হিসাবে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ব'লে কোন কথা আছে ব'লে জানি না; কিন্তু particular sect-এর progeny-র ভিতর, instincts of that particular sect on which they move with some peculiarities, কিছু-না-কিছু থেকেই যায়।

অর্থাৎ, জগতের স্থিতিকারণ, প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (অর্থাৎ মঙ্গলের কারণ যাহা) তাহাই ধর্ম্ম।

"যতোহভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" —বৈশেষিক-দর্শন। ১।১।২ সূত্র

ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাৎ ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ।।"
—ভীষ্মবাক্য, মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।"
—নারায়ণ উপনিষৎ

*এখানে Education মানেই হ'চ্ছে কিন্তু—

"Systematic organisation of instincts and habits with a meaning to fulfil the becoming of life by a graduated active manipulation of behaviour."

‡ মনুসংহিতায় আছে—

"নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধিঃ।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে।।" ২-১৪২

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাই, যে-শিক্ষকের ভিতর graduated generalisation of experiences-এর evolution-এ sectarian instinct-গুলি with a solution merge ক'রে, experience of those peculiarities with explanation গজিয়ে একটা নিজস্ব normal move-এ দাঁড়ায়নি, তিনি real status-এ উন্নীত হয়েছেন ব'লে বোঝা যায় না। তাই, তাঁরা যদি মানুষের শিক্ষক হ'য়ে দাঁড়ান, তবে যে কতকগুলি ভেদ ও বিকৃতির সৃষ্টি করবেন তা'তে আর সন্দেহ কি? তবেই বুঝুন, দীক্ষা নেবার প্রয়োজনীয়তা জীবনে কত অধিক!*

প্রশ্ন। কিন্তু যাঁরা দীক্ষা দেন তাঁরা কোন-কোন মহাপুরুষকে মানতে বলেন কিন্তু সবাইকে তো মানেনও না, মানতে বলেনও না? খৃষ্টান মুসলমানকে মানে না, হজরত মহম্মদকে মানে না তবু সে ধার্ম্মিক, আবার, মুসলমানও হিন্দু আর খৃষ্টানদের মানে না;—মহাপুরুষদের না-মানলেও বা অস্বীকার করলেও ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া যায়—এ কেমনধারা ধর্ম্ম?

অর্থাৎ, যিনি নিষেকাদি সমস্ত সহজাত সংস্কারগুলিকে সহজ-নিয়ন্ত্রণের মধ্য-দিয়ে অন্নদানের দ্বারা বিশেষভাবে পূরণ করেন তাঁহাকেই গুরু বা প্রকৃত আচার্য্য বা শিক্ষক বলে। বি + প্রা-ধাতু (পুরণ করা) হইতে বিপ্র হইয়াছে; তাই বিপ্রের প্রকৃত অর্থ বিশেষভাবে পূরণ করেন যিনি।

তাই, Tryon Edwards বলিয়াছেন—

"The great end of education is to discipline rather that to furnish the mind; to train it to the use of its own powers rather than fill it with the accumulation of others."

তাই, পাতঞ্জলে আছে—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরই তিনি মুক্তস্বভাব। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ নিরতিশয় বর্ত্তমান। আর তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ন'ন বলিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদেরও গুরু।'

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজং। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

* "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥" —তন্ত্রসার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। আগেই বলেছি, teacher যদি হাতে-কলমে experienced না হ'ন,—মানুষের যা' ভেদ ব'লে মনে হয় সেগুলি experience-এর ভিতর-দিয়ে with a solution graduated knowledge-এ merge ক'রে একটা normal equilibrium-এ যাঁরা দাঁড়াননি,—তাঁরা যদি teacher হ'ন, তবে এ-ভেদ ও বিকৃতি যে অবশ্যম্ভাবী তা'তে কোন সন্দেহ নাই। তাদের inclination-গুলি যা'-দিয়ে supported হয় না তাকেই কাট-ছাট দিয়ে, নিজের বুদ্ধিমত twist ক'রে নিয়ে মানুষের সামনে ধরেন, আর নিজেদের move-এ similar pose-এ accelerate করেন,—অথচ তাদের knowledge-এর luminosity এত বেশী নেই যে ঐ-ভেদগুলি with observation study ক'রে, automatically and synthetically মানুষের becoming adjust করতে পারেন;—অথচ তাঁরাই যদি হ'ন teacher dictator, তাহ'লে জন-সমাজের ভিতর অমনতর ভেদ, বিকৃতি, অশান্তি, দুর্ব্বিপাক যে কেন হবে না তা'ই ধারণা করা যায় না! মনে রাখবেন, মহান পূরণ—great fulfilment যেখানে আছে—তিনিই মহাপুরুষ।*

প্রশ্ন। Sect বা সম্প্রদায়-হিসাবে যেমন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, রামাইৎ, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান

---

* 'মহাপুরুষ' মানে মহান্ পূরণকারী। পুর্-ধাতু কর্ত্তরি উষ্ করিয়া পুরুষ কথাটি হইয়াছে। যিনি পূরণ করেন তিনিই পুরুষ।

তাই, Dr. Alexis Carrel বলিয়াছেন—

"Among the multitude of the weak and defective there are, however, some completely developed men. He is much more than the sum of all the facts accumulated by the particular sciences. We never apprehend him in his entirety. When one contemplates him in the harmony of all his organic and spiritual activities, one experiences a profound aesthetic emotion." —'Man the Unknown'

এরাই হ'চ্ছেন মহান পূরণকারী মহাপুরুষ। এরা সর্ব্বসংস্কারের ঊর্দ্ধে, তাই সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রভৃতিরাও তো তেমনই এক-একটি সম্প্রদায়? এই সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে চির-বিচ্ছেদ চলেছে, অথচ প্রত্যেকেই কিন্তু বিশ্বাস করে ও বলে, আমি ধর্ম্ম করছি—এ কেমন-ক'রে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, অনেকে ধর্ম্ম করতে পারেন বটে—প্রত্যেক sect-এর যে-সমস্ত normal teachings আছে, তাদের মধ্যে মানুষের being and becoming-এর যেগুলি অনুকূল তা'-ই দিয়ে যার যতখানি বা যেটুকু হয়। আর, ঐরকম normal teacher dictator যেখানে নেই, সেখানকার দুর্দ্দশা যে স্বাভাবিক দুর্ভাগ্যকে বহন করে, তা' তো প্রত্যেক জায়গায় স্পষ্টতরই দেখা যায়—আপনারা কি তা' দেখতে পা'ন না?

প্রশ্ন। তবে তো দীক্ষাগ্রহণ করতে হ'লেই যখন practically ঐ দাঁড়াচ্ছে—একটা sect-এর fold-এ ঢুকে আর সবার সঙ্গে বিরোধ বাধাচ্ছি, তখন এমনধারা দীক্ষা জীবনকে কতখানি উন্নত করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অবনতির দীক্ষাগ্রহণে কিংবা উন্নতির বাধা হয় এমনতর দীক্ষাগ্রহণে যে ভাল-ক'রে তাই-ই হবে তা'তে আর আপত্তি কী? তাই, আমার মনে হয়, গুরু যদি practically educated না হ'ন, তার চাইতে মানুষের normal গুরু বাপ, মাকে অনুসরণ ক'রে, being and becoming-এর process সাধারণতঃ তাঁদের experience-এ যা' আছে তাই অবলম্বন ক'রে, যতদিন ঐ-রকম teacher না-পাওয়া যায়—তেমনতর চলাই ভাল।*

প্রশ্ন। আমাদের দেশের প্রায় সব সম্প্রদায়গুলিই তো জাতি বা race-হিসাবে আর্য্য—আবার, প্রায় প্রত্যেকটি সম্প্রদায় বা sect-ও তো দেখছি

---

* শাস্ত্রে গুরুর মাহাত্ম্য যেমন কীর্ত্তিত হইয়াছে তেমন শিষ্যের গুরুকরণার্থ যা' কর্ত্তব্য তাহাও নির্দ্দিষ্টই আছে। শিষ্য বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে গুরুসমীপে বহুদিন অবস্থান করিয়া গুরুকরণ করিবে। তাহা না করিয়া যাকে-তাকে গুরু করা অপেক্ষা স্বভাবগুরু পিতামাতাকে অবলম্বন করিয়া থাকাই নিরাপদ—যে পর্য্যন্ত প্রকৃত সদ্‌গুরু লাভ না হয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিভিন্ন মহাপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্ট হয়েছে—কিন্তু এদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব, শিখ-মুসলমানের হাঙ্গামা, আর সেদিন আম্বেদকারের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রস্তাব শুনে মনে হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই পৃথক—তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যার বা যে-জাতির যেমনতর process of construction চলেছে, যে-রকম system maintained হ'লে তাঁদের বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়া on easy move চলে বা চলতে পারে—আর, যেমন-ক'রে বা যে-নিয়মে সেগুলি maintained হ'য়ে accelerated হয় towards further becoming—সেইগুলি তার বা সে-জাতির ধর্ম্ম। তাহ'লেই বুঝুন, man in general-এর কি-রকম ধর্ম্ম হওয়া উচিত বা ধর্ম্ম কী? অবশ্য, কুকুরের ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম থেকে ঐ-নিয়মে অনেকটা differ করে। প্রত্যেক species-এরই laws of ধর্ম্ম প্রত্যেক species হ'তে অমনতরভাবে খানিকটা differ করেই—অবশ্য এগুলি details-এ, কিন্তু যা' principle of life তা' যদিও সবারই সমান।*

আম্বেদকারই হ'ন আর যেই হ'ন—এ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ মানেই ভাব বা অবস্থান্তর-ছাড়া আর কিছুই না। Unsolved problems যাদের কাছে experience এর ভিতর-দিয়ে solved হয়নি তাঁরা যেখানেই যে ভাবান্তরই গ্রহণ করুন না কেন, সে Himalayan ignorance with the highest peak Everest তাঁদের কাছে তেমনি দণ্ডায়মান থাকবেই থাকবে! !

প্রশ্ন। আম্বেদকারের grievance তো তা' নয়? তাঁর grievance হ'ল

---

* প্রত্যেক জাতি যেমন-যেমন জীবনবৃদ্ধির চলনাকে আবিষ্কার করে যেমন-যেমন নীতি-সমূহকে ধারণ ক'রে আছে তাহাই practically সেই জাতির ধর্ম্ম। কিন্তু সবাই চায় ঐ জীবন ও বৃদ্ধিই। "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

! শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির তাৎপর্য্য-সাধারণতঃ ধর্ম্মান্তর বলিতে আমরা যা দেখি তাতে শুধু ভাব ও অবস্থান্তর ঘটে মাত্র তা'তে মানুষের অজ্ঞানতার গায়েও হাত পড়ে না, উন্নতিও সুদূরপরাহত থাকে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাঁদের community হিন্দুসমাজে status পায় না, অন্য সমাজে গেলে social status পাবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যদি একটা social status-লাভের প্রলোভনে majority of bad hygienic nuisance—sweeper-দের মধ্যে included হ'য়ে থাকতে চায়—তাদের above-এ থেকে তাদিগকে elevate করার প্রলোভনকে ত্যাগ ক'রে,—তাদের status-এর খোরাক জুটিয়েই ঐ majority-র শ্রীবৃদ্ধি করতে চায়, তা'তে যারা তা' আছে তাদেরই বা সুবিধা কি, আর দুনিয়ারই বা সুবিধা কি?

যা'-নাকি মানুষের becoming-কে deteriorate করে, সবার কাছেই তা' পাপ। পাপকে ধ্বংস ক'রে যা' জীবনকে elevate করে, শ্রেয় যা'— তা' সবার পক্ষেই তাই, মানুষ চায়ও তাই। উচিত—যারা ঐরকম livelihood-এ ব্যাপৃত তাদের instinct-গুলিকে elevation-এ goad ক'রে superior becoming-এ accelerate করা। তাদের অমনতর instincts আছে ব'লেই তারা তা'-ই করে এবং সেই করাগুলিকেই সুবিধা ব'লে মনে করে—যা'-নাকি অন্য সাধারণের পক্ষে hygienic nuisance ব'লে পরিত্যক্ত হয়।

আর, সেই জন্যই যাদের ঐ-রকম livelihood তাদের contact-এ,—যারা তাদের চেয়ে a little elevated অর্থাৎ যারা ঐ রকম-ছাড়া অন্য activity-র ভিতর-দিয়ে নিজেদের সাধারণতঃ maintain ক'রে চলতে পারে, তারা—যেতে নারাজ হয়, কারণ তা' মানুষের life-এর পক্ষে environment and individual-হিসাবেও deteriorating. আর, ঐ-জাতীয় যারা—হিন্দুই হোক্, মুসলমানই হোক্, বৌদ্ধই হোক্, খৃষ্টানই হোক্—তারা সবার ভিতরে একই রকমের। যেমন সাপকে সবাই ভয় করে, আগুনের সংস্পর্শে শরীরকে কেউ রাখতে চায় না, পচা, দুর্গন্ধ ইত্যাদি সকলের পক্ষেই অস্বস্তিকর—অন্ততঃ যারা বিশেষভাবে অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে—সে হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক আর খৃষ্টানই হোক—আর বন্য জাতিই হোক।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর এটাও স্পষ্ট দেখতে পান, যাদের আপনারা so-called depressed class ব'লে অভিহিত করেন, তাদের ভিতর যারা ঐ-রকম কাজে ব্যাপৃত নয় অথচ elevated, প্রকৃতিই তাদের আপনাদের contact-এ এনে, কেমন-ক'রে একৃশা ক'রে ফেলে দেয়। আপনারা বামুন, কায়েত, বৈশ্য হ'য়েও কত depressed আর অস্পৃশ্যদের সাথে এক-বিছানায় শোয়া, তাদের হাতে জল খাওয়া—সবই ক'রে থাকেন। এই রকম association হ'তে-হ'তে society-তে কেমনভাবে included হ'য়ে যায়—আর চিরকাল এমনতর হ'য়েই আসছে।

তা'-ছাড়া, বিশেষ-বিশেষ কাজে প্রত্যেকের একটা dignity আছেই—সে-হিসাবে তো আর ঘৃণ্য কেউই নয়কো? ঐ ঘৃণ্যত্ব এসেছে শুধু ব্যবহারিক ব্যাপারের ভেতর-দিয়ে। আর, এ-রকম অস্পৃশ্য জাতি যে এখনও ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের further becoming-এ elevate করা হয়নি—এটা আমার মনে হয় জাতিগত ignorance-এরই ফল। কারণ, ঐ nuisance-গুলিকে otherwise profitable করার কোন কায়দাই আমাদের মস্তিষ্ককে অধিকার করেনি। যখন society আরো elevated হ'য়ে উঠবে, হয়তো মানুষকে আর ঐ-সমস্ত কাজ করতে হবে না—বিজ্ঞান হয়তো তার একটা চূড়ান্ত সমাধান ক'রে মানুষকে ঐ অস্পৃশ্যতার হাত হ'তে চিরদিনের মত উদ্ধার ক'রে দেবে।*

আর, এমনও অনেক দেখেছেন—অস্পৃশ্য জাতি তার সেই জাতিসূচক পদবী বজায় রেখেই সেই জাতীয়োচিত profession ত্যাগ ক'রে, অন্য

---

* বর্তমানে যেমন কলের পায়খানা ও sanitary privy প্রভৃতির আবিষ্কারে অস্পৃশ্য মেথরের বৃত্তি সমাজ হইতে অপসারিত হইতেছে এবং উহাদের প্রসারে ও সমধিক প্রচলনে এই bad hygienic জীবিকা মানুষ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিবে। Motor Lorry-র প্রচলনে ধাঙ্গরের কাজও কমিয়া যাইতেছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

elevated profession-এ নিযুক্ত হ'য়ে, সেই profession-এর society-র ভিতর move করার দরুন তাদের অনেকের অস্পৃশ্যত্ব নষ্ট হ'য়ে,—যাদের বলেন Caste Hindu বা আর্য্যদ্বিজ—তাদের মধ্যে খানাদানায় সচল হ'য়ে রয়েছেন।

প্রশ্ন। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মত মনে হয়—এক-দলের লোককে আর-এক দলের লোক নিজের দলে ভেড়াতে সদাই ব্যস্ত! এদের সবার unified হবার কোনও পন্থা আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Religious Teacher Dictator-দের যদি একজনকে অন্যে স্বীকার ক'রে fulfil করতেন—with honourable dignifying submissive acceptance তাহ'লে লাখ সম্প্রদায় হ'য়েও এই বিরাট বিভেদ সৃষ্ট হ'ত না। যদি প্রত্যেককে যথাযথভাবে fulfil ক'রে প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠার ভিতরে নিজে মেরুদণ্ড হ'য়ে চলতে পারেন,—হয়তো এমন একদিন আসতেও পারে, যেদিন সমস্ত ভেদ ভেদ-থেকেও পরস্পরে অভেধ আলিঙ্গনে নিবিড় হ'তে পারে!*

---

* Bible-এ আছে—

"I have come to fulfil and not to destroy." আমি পরিপূরণ করিতে আসিয়াছি, ধ্বংস করিতে নহে।

তাই, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"ইঁহারা সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর-দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইঁহাদিগকে উপাসনা করিতে বাধ্য।"

"Every prophet is a creation of his own times; the creation of the past of his race; he, himself, is the creator of the future. The cause of to-day is the effect of the past and the cause for the future. In this position stands the messenger. In him is embodied all that is best and greatest in his own race; the meaning of the life for which that race has struggled for ages and he himself, is the impetus for the

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। বিশ্বাসকে অনেক বলে অন্ধ, আমাদের দেশের লোকের তো ধারণা—বোকা যারা তারাই হয় বিশ্বাসী, আর বুদ্ধিমানেরা হয় সাধারণতঃই অবিশ্বাসী। বিশ্বাস-ভাঙ্গাটাও তেমন অন্যায় ব'লে আমাদের মনে হয় না। বিশ্বাস কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখন কোন-কিছুতে মানুষের তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ প্রশ্নের একদম মীমাংসা হ'য়ে যায়—অথবা তৃপ্তিতে তার সমস্ত প্রশ্ন, সমস্ত মীমাংসা হারিয়ে যায় সেই অবস্থাকেই প্রকৃত বিশ্বাস বলা যেতে পারে। আর, তার তৃপ্তি যখন যা'-কিছু ভাল, যা'-কিছু মন্দ, সুন্দরে পর্য্যবসিত ক'রে জীবনকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,—জীবনের যা'-কিছু সমৃদ্ধি কাণায়-কাণায় ভ'রে উপ্‌চে ওঠে তার পারিপার্শ্বিককে একটা জ্যান্ত ফোয়ারার নিঃস্রাবণে অভিষিক্ত ও উদ্দীপ্ত শক্তির প্রস্রবণে তেজীয়ান্ ক'রে তোলে—তাই হ'চ্ছে ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসের অভিব্যক্তি।* আর সে-বিশ্বাসের কাণায়-কাণায় প্রীতি ও প্রেম ভ'রে

---

future, not only to his own race but to unnumbered other races of the world."

—Swami Vivekananda

আরো রহিয়াছে—

"প্রাচীন রীতিসমূহ অযথা ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্ব্বকাল সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process-এর দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গড়িয়াই হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে ঐরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।" —'স্বামি-শিষ্য সংবাদ'

"শুধু ইহাই নহে, ভক্তগণের উচিত, তাঁহারা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাতেজস্বী জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন। এমন-কি তাঁহাদের দোষদৃষ্টিবিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকেন; তাঁহাদের দোষোদ্ঘোষণ উহাদের শুনা পর্য্যন্ত উচিত নয়।" —স্বামী বিবেকানন্দ

*"faith marches at the haed of the army of progress.—It is found behind the most refined lise, the freest government, the profoundest philosophy, the noblest purity, the purest humanity." —T.T. Munger

"Epochs of faith are epochs of fruitfulness; but epochs of unbelief, however glittering, are barren of all permanent good." —Goethe

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

থাকে। তাহ'লেই দেখুন, বিশ্বাস যদি অন্ধই হয়, তাহ'লে শুধুমাত্র এই-রকম বিশ্বাসই অন্ধ হ'তে পারে,—কারণ, তখন তার আর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকে না। তাই, তার প্রিয়পরম-ছাড়া, তাঁরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি-ছাড়া নজরে আর কিছুই ভেসে ওঠে না;—এত চক্ষুষ্মান্, তাই বুঝি মানুষ তাকে অন্ধ ব'লে অভিহিত করে;—যেমন তীব্র আলো,—যখন চক্ষু তাকে ধরতে পারে না তখন অত আলোও নেই ব'লে মনে হয়,—কারু যদি অমনতর ধৃতিশক্তি থাকে তাহ'লে সে বুঝতে পারে। তা'-ছাড়া আমরা যে-সমস্ত commercial বিশ্বাস ব্যবহার করি, সে তো বিশ্বাস নয়! দুর্ব্বল বেকুবীর একটা নামান্তর মাত্র—তার দুর্দ্দশা তো ঢেরই হ'তে পারে। অজ্ঞানী বা অজানা বিশ্বাসই ঠক্‌কে আমন্ত্রণ ক'রে, ঠ'কে অতৃপ্তি ও অস্বস্তির অবসাদে অবশ হ'য়ে ওঠে। ও-রকম বিশ্বাসকে বিশ্বাস না-ব'লে অন্ধ অলস পরনির্ভরতা বললেই শ্রেয়ঃ ব'লে মনে হয়।*

"Strike from mankind the principle of faith, and men would have no more history than a flock of sheep." —Bulwer

"We stand on a mountain pass in the midst of whirling snow and blinding mists, through which we get glimpses now and then of paths which may be deceptive. If we stand still we shall be frozen to death. If we take the wrong road we shall be dashed to pieces. We do not certainly know whether there is any right one. What must we do? 'Be strong and of a good courage.' Act for the best, hope for the best, and take what comes ..... If death ends all, we cannot meet death better."

"Liberty, Equality, Fraternity,' p. 353—Fitz-James Stephen

Quoted by William James

"All the scholastic scaffolding falls, as a ruined edifice, before one single word—faith." –Napoleon

* "Credulity is belief on slight evidence, with no evidence or against evidence. In this sense it is the infidel, not the believer, who is credulous."

—Tryon Edwards

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা জীবনে, চলার পথে, যেমন জায়গায় যেমন-ক'রে চললে তাঁদের চলার কোন প্রকার অবসাদ না এসে জোটে, তাঁদের পারিপার্শ্বিক তাঁদের সম্মুখে যা'তে কোন-রকম বিশ্রী ও বিপদ হ'য়ে না দাঁড়ায়—যথাযথভাবে যেখানে যেমনতরভাবে manipulation-এর দরকার, তাঁদের জানাকে খাটিয়ে সেখানে তেমনতর ক'রে নিয়েই চলতে থাকেন। তাই, তাঁদের চলার সম্পদ আদর্শ বা ইষ্ট ব্যতিরেকে পারিপার্শ্বিকের কাউকে বিশ্বাস ক'রেও অবিশ্বাসকে আহরণ করতে হয় না, আবার অবিশ্বাস ক'রে বিশ্বাস করতেও রুচি থাকে না। এক-কথায়, তাঁরা কাউকেও বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন না—যেখানে যেমন করা উচিত, যা'তে যা' হয় জেনে তাই-ই ক'রে থাকেন। তাই, প্রকৃত জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা যে অবিশ্বাস ক'রে থাকেন—তার কী মানে আছে? বরং বেকুব-জ্ঞানীদের পক্ষেই ও'র কোন-একটা category সম্ভব।*

প্রশ্ন। এই বিশ্বাসহীনতার মূল কোথায়? জাতি হ'তে এর উচ্ছেদ-সাধন করতে হ'লে আমাদের কি-কি করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশ্বাসহীনতার চালকই হ'চ্ছে ইষ্ট আদর্শহীনতা। বিশ্বাসহীনের শ্রেষ্ঠ ব'লে কেউ নেই—প্রবৃত্তি-লুব্ধ ego with inferiority in a great disintegrating fashion তার personality-র মহিমময় চালক—যার মাহাত্ম্যে অজ্ঞানতা, lack of observation heredity-তে instinct হ'য়ে ঢুকে পড়ে। Inquisitiveness, শ্রদ্ধা বা আস্থা না-থাকা—এক-কথায় honourable enticement of pursuit to know না থাকা—একটা luxury

---

"The simple believeth every word." —Solomon

"Credulity is the common failing of inexperienced virtue." —Johnson

* "Biologically considered, our minds are as ready to grind out falsehood as veracity, and he who says, 'Better go without belief for ever than believe a lie!" merely shows his own preponderant private horror of becoming a dupe."

'The will to Believe'—William James

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বা বাহাদুরী হ'য়ে দাঁড়ায়।* তাহ'লেই বুঝুন, উহার উচ্ছেদ করতে হ'লে আমাদের কী করা কর্ত্তব্য। ঐগুলি আমাদের চরিত্রে যা'তে একদম না-থাকে তাই কি করণীয় নয়?

প্রশ্ন। বিশ্বাসঘাতকতার মূলে কী থাকে, আর অকৃতজ্ঞতাই বা আসে কেমন-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান আমন্ত্রক অকৃতজ্ঞতা;—না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধি, করায় অশ্রদ্ধা, কিন্তু পাওয়ায় অত্যন্ত আসক্তি—মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে, তাকে তার প্রয়োজনীয় nurse and nourishment দিয়ে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে সুস্থ, সবল আর সংবৃদ্ধ ক'রে তোলার একটা প্রাণের আকুল ঝোঁক (মার যেমন তার সন্তানের জন্য) ঐ অমনতর একটা ভাব বা knack-এর অবসাদ বা অপলাপ—এইগুলিই অকৃতজ্ঞতাকে প্রসব করে।‡ তাই দেখা যায়, কামলোলুপতা যেখানে যত বেশী, কামলোলুপতার service যেখানে যত উদ্দীপ্ত ও polite—সেখানেই এর আসল কুৎসিত শ্রীমান

---

* "Some men are so naturally cool-hearted that the moralistic hypothesis never has for them any pungent life, and in their supercilious presence the hot young moralist always feels strangely ill at ease. The appearance of knowingness is on their side. Yet, in the inarticulate heart of him, he clings to it that he is not a dupe, and that there is a realm in which all their wit and intellectual superiority is no better than the cunning of a fox. The sceptic with his whole nature, adopts the doubting attitude." 'The Will to believe'—William James

‡ "How black and base a vice ingratitude is, may be seen in those vices with which it is always in combination, pride and hard-heartedness or want of compassion." —South

"Of all the vices to which human nature is subject, treachery is the most infamous and detestable being compounded of fraud, cowardice, and revenge. The

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

চেহারা stands with a wise pose!* আবার, এমনই যাঁর কাছ থেকে নিজের জীবন, যশ ও বৃদ্ধির জন্য nurse and nourishment পাওয়া গেছে,—তিনি যখন কোনক্রমে তাঁর নিজের বাঁচা ও বৃদ্ধির জন্য কিছু পেতে চা'ন—ঐ অকৃতজ্ঞতা তখন অবলীলাক্রমে, লুক্কায়িত বিষাক্ত ছুরিকার সহিত কৃতঘ্নতাকে নিয়ে, তার জীবন, যশ ও বৃদ্ধির উৎসকে বেকুবের মতন নিঃশেষ করতে দৃপ্ত ও বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়ায়—কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার রূপই এই!

প্রশ্ন। অল্প-বিশ্বাসে, অকৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধাহীনতায় এদেশে পরিবার পর্য্যন্ত ঠিকমত চলে না, সঙ্ঘ তো দূরের কথা—আর, দেশ তো কতদূরে প'ড়ে আছে তার ঠিক-ঠিকানাই নেই! এর কি কোনই কুল-কিনারা নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-দেশ জাহান্নমের জাহান্নমীরূপে যত বেশী সম্মোহিত, এই অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার অভ্যুদয়ও সেখানে তত বেশী!

প্রশ্ন। আচ্ছা, সঙ্ঘ গ'ড়ে তুলতে গেলে বিশ্বাস দিয়ে তার ভিত্তি রচনা করতে হয়—অথচ জাতির মধ্যে বিশ্বাসহীন ও বিশ্বাসঘাতকের যদি এত আধিক্যই ঘটে, তবে সঙ্ঘ বা জাতিগঠন তো আমাদের সুদূরপরাহত—তাহ'লে উপায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-দেশে প্রত্যেকের ভিতর, প্রত্যেকের প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকের ভিতর, আদর্শ ও ইষ্টপ্রাণতা even with a fanatic zeal—যেমন-

---

greatest wrongs will not justify it, as it destroys those principles of mutual confidence and security by which only society can subsist." —L. M. Stretch

"Ingratitude; thou marble-hearted fiend, more hideous when thou showest thee in a child, then the sea-monster." —Shakespeare

"There is but one thing without honour, smitten with eternal barrenness, inability to do or to be,—insincerity, unbelief. He who believes nothing, who believes only the shows of things, is not in relation with nature and fact at all." —Carlyle

* "The nurse of infidelity is sensuality." —Cecil

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ক'রেই হোক—infused হ'য়ে ওঠেনি, প্রত্যেকে যে-পর্য্যন্ত তাঁরই interest নিজের interest ব'লে প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি, সে-দেশে বা তেমনতর জায়গায় বিশ্বাসের স্থল কোথায়? মানুষের প্রবৃত্তিগুলি তো আর বিশ্বাসের স্থল নয়কো? বিশ্বাস করা যেতে পারে তাঁকে, তাঁ'তে বা সেখানে, যেখানে এক common জীবন্ত Ideal—আর প্রত্যেকের libido বা সুরত তাঁ'তে এমনভাবে fanatically tight and 'ligared', যা'তে-নাকি সমস্ত বৃত্তি বা প্রবৃত্তির আসক্তি তার কাছে অনেক শিথিল হ'য়ে দাঁড়ায়—আর কেবল-মাত্র সেখানেই প্রত্যেক individual-এর ভিতর-দিয়ে প্রত্যেক individual-এর বিশ্বাস মাথাখাড়া ক'রে তৃপ্তির মোহিনী সম্ভার বহন ক'রে চলতে পারে!

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

৪

প্রশ্ন। ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, রাজনৈতিক স্বার্থ-পূরণের জন্য দেখতে পাই, লোকে ধর্ম্মের নামে কত নীচতা, কত গোলমালের সৃষ্টি করছে—এর কি কোনও সমাধান নেই? অনেক নেতাই তো দেশে হিন্দু-মুসলমানের গোলমাল আরো বাড়িয়ে দিয়ে স'রে পড়ছেন—এ গোলমাল থামে কী করলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যখন তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি-মানসে ধর্ম্মের coating দিয়ে তাকে খাড়া ক'রে বিরাট পারিপার্শ্বিককে তারই ইন্ধন ক'রে তুলতে প্রয়াস পায়, তখন ঐ-প্রকারই ঘ'টে থাকে। মানুষের Ideal বা ইষ্টে থাকে তার being-এর interest—আর, এই Ideal-এ যিনি really interested—এক-কথায়, যার libido তার Ideal বা Superior Beloved-এ এমনতরভাবে অনুরক্ত বা আসক্ত, যা'তে-নাকি তাঁর wishes fulfil করা ছাড়া তার জীবনের কোন প্রকার mission-ই থাকতে পারে না—যদি প্রকৃত কেউ নেতা থাকেন তো তিনিই নেতা হবার উপযুক্ত।* তিনি বুঝতে পারেন ও infer করতে

---

* "একজন ইংরাজ কা'কেও নেতা ব'লে স্বীকার কর্‌লে, তা'কে সব অবস্থায় মেনে চ'ল্‌বে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হ'তে চায়, হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। শিরদার তো সর্দ্দার।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"Nothing quickens the perceptions like genuine love. From the humblest professional attachment to the most chivalric devotion, what keenness of observation is born under the influence of that feeling which drives away the obscuring clouds of selfishness, as the sun consumes the vapour of morning." —Tuckerman

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পারেন তাঁর পারিপার্শ্বিকের প্রকৃত interest কী, কোথায় এবং কেমন-ক'রে। যে নিজেকে তার প্রত্যেকটি বৃত্তির সাথে Superior Beloved-এর fulfilment-এর পথে চালনা করেনি, সে কি-ক'রে অন্যকে চালনা করতে পারে?*

শুধুমাত্র আকাশে যার ভগবান নির্ব্বিকার হ'য়ে ঝুলতে থাকে, তাঁর wishes বা fulfilment-এর বালাই তার সম্মুখে কিছুই এসে দাঁড়ায় না ‡ —বৃত্তি বা প্রবৃত্তিই যে তার অশরীরী অজানিত ভগবান সে-সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে? বৃত্তি-ক্ষুধাই তখন তার প্রেরণা হ'য়ে দাঁড়ায়, আর তাদের চাহিদাই হয় তার ভগবদ্‌বাণী! ✞ এই প্রেরণা আর ঐ বাণী তার সেবাকে পরিচালিত ক'রে থাকে—তাহ'লেই Himalayan blunder তার উত্তর-সাধক হওয়া-ছাড়া তার সামনে আর কে দাঁড়াতে পারে?1

কিন্তু জ্যান্ত ইষ্ট বা আদর্শ বা Superior Beloved-এর বেলায় তো— libido 'ligared' হ'লে—ও-সব হ'তে পারে না? Conflict, rapping ইত্যাদি তাকে তার টান-অনুপাতিক adjust করবেই করবে—আর blunder তদনুযায়ী দূরে স'রে দাঁড়াবে। তাহ'লেই বুঝুন, কে নেতা হ'লে, কেমন-ক'রে

---

* "No man is free who is not master of himself." —Epicterus

‡ "Beware of the man, whose god is in the skies." —George Barnard Shaw

✞ "We are shaped and fashioned by what we love." —Goethe

"Give me that man that is not passion's slave, and I will wear him in my heart's core, any in my heart of hearts." —Shakespeare

"Our headstrong passion shuts the door of our souls against God." —Confucius

1 "What a curious phenomenon it is that you can get men to die for the liberty of the world who will not make the little sacrifice that is needed to free themselves from their own individual bondage." —Epictetus

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কী করলে, এই সমস্ত দুর্ব্বিপাকের হাত হ'তে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন। ধর্ম্মের নামে, নেতার বা মহাপুরুষের নামে মানুষ চিরদিনই সমষ্টিগতভাবে কতটুকুই বা জয়ের অধিকারী হ'চ্ছে? দুর্লঙ্ঘ্য অজ্ঞানতা তার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে! আজ ইটালী যে এবিসিনিয়ার মত দুর্ব্বল জাতিকে কামান দিয়ে জয় করতে চলল, তা'তেই কি বোঝা যায় না মানুষের সভ্যতা কতখানি পঙ্গু? এমনি-ক'রে ধ্বংসের দ্বারা জয় করা-ছাড়া জয়ের কি আর কোনই practical পন্থা হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শপ্রাণতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে, জীবন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনের পূজারী হ'য়ে—হাতে-কলমে করা, গবেষণা ও জ্ঞানের জ্যোতিতে যাঁরা জাজ্জ্বল্যমান, তাঁরাই প্রকৃত সভ্য। আর, দেশে যখনই ইহারই জ্যোতিতে প্রত্যেকে যেমনতরভাবে উদ্দীপ্ত, দেশের সভ্যতাও তেমনতর,*—এ বুঝলে সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন, ইটালী, এবিসিনিয়াই হোক আর চীন-জাপানই হোক, আর যেই হোক, কোথায় কেমনতর কী—যার জন্য তাদের চলন, বলন ইত্যাদি এমনধারা হ'য়ে উঠেছে, উঠছে!

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্য-সভ্যতার প্রথম হ'তেই আমরা পরিচয় পাই যাজক, ঋত্বিক্, হোতা, উদ্গাতা প্রভৃতির। এঁরা কী ছিলেন, আর আর্য্য culture-এর সঙ্গে এঁদের কী সম্বন্ধ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঋষিরা doctrines, philosophy and principles with

---

* "True religion is the foundation of society—the basis on which all true civil government rests." —Edmund Burke

আর, এই true religion-ই হ'চ্ছে আদর্শপ্রাণতা। যীশুখৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে কেন্দ্র করিয়াই জগতের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই, খৃষ্টান Daniel Webster বলিতেছেন—

"All that is best in the civilisation of to-day, is the fruit of Christ's appearance among men."

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

practice—যা'-নাকি মানুষের প্রাণন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনকে accelerated এবং elated ক'রে তোলে, যাজকেরা তাই-ই জনসমাজে propagate ক'রে, with practice manipulate ক'রে, হাতে-কলমে দৈনন্দিন জীবনে তাকে work out ক'রে, মানুষের চরিত্র ও সম্পদকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলেন। যাজকেরা demonstrator, teacher—জাতির প্রত্যেকের উন্নতি-পথের পরম বন্ধু। প্রত্যেকটি মানুষ যাজকের প্রতি অতি উদ্দীপ্ত সম্বেগ ও ভক্তিপরায়ণ ছিল।

যে যাজক হাতে-কলমে with pose and practice work out করেন তিনিই ঋত্বিক—আর যিনি করেন তিনিই প্রকৃত হোতা। ছন্দে উদ্দীপ্ত দর্শন ও কর্ম্মের গাথাগুলি with emotion and attitude মানুষের instinct-কে নাড়া দিয়ে মানুষকে উন্মুখ ও উদ্বুদ্ধ ক'রে যাঁরা বা যিনি গান করেন তিনি উদগাতা—আর এই হ'চ্ছে আর্য্য culture-এর সাথে তাঁদের নিবিড় করা সম্বন্ধ।

প্রশ্ন। বর্ত্তমানে ভারতে আর্য্যগণের মধ্যে যাজক তো দেখতে পাই না? থাকার ভিতর আছেন পুরুত—তাঁদের যে কী পতিত অবস্থা তা' আর কে না জানে? তাঁদের উচ্ছেদই তো সমাজের ভালর জন্য প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কিছুরই উচ্ছেদ করা যায় না। বিশেষ-বিশেষ পরিবর্ত্তন বা অবস্থায় যা'-যা প্রয়োজন, প্রকৃতিই সেগুলিকে মাথাতোলা দিয়ে খাড়া ক'রে দেয়। ঋষি থাকলেই normally তাঁর যাজক এসে খাড়া হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদের এসেছিলেন—সেদিন কোত্থেকে বিবেকানন্দ কেমন ক'রে মাথাতোলা দিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর যাজক হ'য়ে—হোতা উদগাতাদেরও কোন অভাব রইল না। তাঁর doctrine-গুলি work out ক'রে, করিয়ে, দুনিয়ায় কত ছিটিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা, তার ইয়ত্তা নেই,—এখনও যে দিচ্ছেন না এমনতর নয়কো, যদিও তাঁদের অনেকেই নেই এখন।

আবার, যদি ঋষি আসেন—যাজক, ঋত্বিক, হোতা, উদ্গাতা আবার মাথাতোলা দিয়ে কোত্থেকে কেমন-ক'রে যে দাঁড়াবেন, তার কোন ঠিকানাই

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নাই। তাঁরা এমনি-ক'রেই ধন্য হ'ন—দশের ও দেশের পূজা পা'ন, আর প্রত্যেককে পূজা পাওয়ার উপযোগী ক'রে তোলেন! মানুষের জীবন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনে ইচ্ছুক ও শ্রদ্ধাবান যারা অন্ততঃ ঐ সাধারণ প্রত্যেকের কাছে ঋত্বিকই পুরোহিত-আখ্যায় সম্মানিত হ'ন। আগেই যিনি মানুষের কল্যাণকামী হ'য়ে তাকে ধারণ ও পোষণে সম্বর্দ্ধিত ক'রে উন্নতিতে নিয়োগ করেন—এক-কথায় মানুষকে study ক'রে তার higher becoming কি-ক'রে হ'তে পারে, যথাযথভাবে with manipulation accelerate করেন,—প্রত্যেক মানুষের interest-ই যাঁর self-interest, এই হ'চ্ছে যাঁর normal temperamental characteristic—এই যদি হয়, মানুষের তিনি কী!

ঋষিই যদি এসে থাকেন তাঁর interest-ই যাঁদের interest, তাঁরা automatically তাঁর যাজক তো হবেনই—আর, সে interest fulfil করতে যেমন-ক'রে যা' করতে হয়, যেমনভাবে যা' হ'তে হয়, সংস্কৃত হ'য়ে তাঁদের উঠতেই হবে—প্রাণের তাড়ায়, অনুরোধে নয়, বা রকমারি ক'রে নয়।

যাদের Ideal নাই, Ideal-এর interest-এ যারা interested নয়, যজমানের উন্নতিই যাদের স্বার্থ নয়কো, অথচ যজমানের অর্থ যাদের লোভকে লেলিহান ক'রে তোলে, যজমানের অর্থে পুষ্ট হবার জন্যে যাদের পৌরোহিত্যের ভড়ং, যজমান অন্যায় করলে জাতিপাত, সমাজ-চ্যুতি, নানারকম শাস্তির ভয়-দেখানর বিধান—কেবল তাদের অর্থ-আহরণের জন্য—আর এইজন্য যাঁরা পুরোহিত, তাঁদের দুরবস্থার আর কি-ক'রে গতি রোধ করা যেতে পারে? যেমন-ক'রে যাঁকে পুরোহিত ব'লে মানুষ সম্মানে অবনত হ'য়ে পূজার আকুতিতে হাত বাড়িয়ে দেয়—বুকভরা আকুল আকূতির আবেগ-উদ্দীপনায়, যাদের দেখলে মাথা অবনত হ'য়ে পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায় বা লুটিয়ে পড়ে, অমনতর অবস্থায় দাঁড়ালে পুরোহিতদের আজকালকার এ-দূর্দ্দশা কোথায় পলায়ন করবে—তার ইয়ত্তা নেই!

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাহ'লেই চাই তা'-ই করা, তা-ই হওয়া যা'তে মানুষ আবেগভরে, নতজানু হ'য়ে, আকুল আগ্রহে, সশ্রদ্ধ স্ফুটবাকে ব'লে সার্থক হয়, দিয়ে সার্থক হয়, ভেবে সার্থক হয়—আমার পুরোহিত, আমার দেবতা—আমার পরমপথের হাত-ধ'রে-তোলো পরম-সাথিয়া!

প্রশ্ন। ওদের দেশে যে clergyman-রা আছেন তাঁরা তো সমস্ত দেশটাতে organised way-তে ছড়িয়ে আছেন, কিন্তু আমাদের দেশের পুরোহিতদের এ দুরবস্থা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়, ও-দেশের clergyman-রা আমাদের দেশের ঋত্বিক, যাজক category-র। যাজক, ঋত্বিকদের আর্য্যসমাজে অনেকটা ঐ-রকম function-ই ছিল। পৌরোহিত্য তাঁদের ছিল normal function, তাঁদের এমনতর service ছিল যে তাঁরা তাঁদের যাজনের ভিতর যে বাড়ীগুলি ছিল, তাদের প্রত্যেকটিকে এক-একটা practical school ক'রে তুলেছিলেন—আর, তাঁরাই ছিলেন সেই domestic school-এ demonstrator teacher.* তাঁদের প্রধান কাজই ছিল প্রত্যেক বাড়ী-বাড়ী ঘোরা, প্রত্যেকের অবস্থার খোঁজ নেওয়া, বাড়ীর কোন্ মানুষের কী প্রয়োজন এবং তা' কী ক'রে fulfilled হ'তে পারে, প্রত্যেকটি মানুষের need-এর ভিতর-দিয়ে, with conversation, philosophical uplift ঘটিয়ে by manipulation, practically সে need-গুলি fulfil ক'রে, মানুষের জীবনের বাধাগুলি with penetrating manipulation and observation, overpower-ক'রে—পারলে বরং তাদের useful ক'রে তুলে মানুষের

---

* পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিপ্রের প্রধান করণীয়ই ছিল ঐ যাজন—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ ৮৮

—মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

becoming-কে accelerate করা—আর practically with intelligent adjustment and manipulation, যা' নাকি মানুষের জীবন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনের অনুকূল—with a bravo push and extolment তাকে establish ও acclerate করা—by a magnanimous embracement.

এই ঋত্বিক যাঁরা তাঁদের দীক্ষ-যাজকও বলা যেতে পারে, আর, এই ঋত্বিক বা দীক্ষ-যাজকদিগকে higher scientific philosophy-তে imbibe ক'রে দক্ষ ও ক্ষিপ্র ক'রে তোলেন যিনি তাঁকে বা তাঁদের ঋত্বিগাচার্য্য বলা যেতে পারে। এঁরা সাধারণতঃ ঐ ঋত্বিক বা দীক্ষ-যাজকদের ভিতর-দিয়েও যে-মানুষদিগকে educated করতে হবে—with a concordant manupulation তাঁদের অবস্থার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেক জীবনকে service দিয়ে থাকেন। তাই, এঁরা দেবতা ব'লে জনসমাজে একদিন দীপ্ত হ'য়ে অমৃত পরিবেষণ করেছিলেন।

এঁরা এক-কথায় আদর্শপ্রাণ—আদর্শই এঁদের পরমধাম, আদর্শে বেঁচে-থাকাই এঁদের অমৃত—আর প্রত্যেক মানুষকে দুঃখ, দুর্দ্দশা, আপদ, বিপদ, জরামৃত্যু, ব্যাধিরোগ, শোক, আলস্য ইত্যাদির হাত হ'তে রক্ষা ক'রে, প্রাণন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনকে সমৃদ্ধ ক'রে আদর্শে উন্নীত করাই জীবনের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষকে আদর্শে with all his passions interested ক'রে তুলতে পারলেই এঁরা মনে করেন এঁরা মুক্ত হলেন।* এমনতরভাবে যত মানুষ মুক্ত হয়, এঁরা তত মুক্তির আনন্দে বিভোর হ'য়ে, আবেগভরে জীবনের সামগানে, প্রাণনের সোমরসে, বর্দ্ধনের পুণ্য ও পরম স্রোতে নিজেকে

---

* শ্রীভগবান্ উবাচ

"যৎকরোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ।
যত্তপস্যতি তং সর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্॥
মল্লোকং স প্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে মমতুল্যং প্রভাববান্।
যস্তু শাস্ত্যাদি মনমামাশ্বেত্বেন পশ্যতি॥

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভাসাইয়া দেন! তবেই বুঝুন—এঁরা কী ছিলেন! আবার যদি এঁদের অভ্যুত্থান হয়, দেশের কী-ই না হ'তে পারে?

প্রশ্ন। অনেকে তো বলছেন—মোল্লা ও পুরুতরা সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধন করছেন। এঁদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না-হ'লে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব নয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' বিকৃত হ'য়ে যায়, প্রকৃতিই তাকে—প্রশমিত ক'রেই হোক, উচ্ছেদ ক'রেই হোক—অপনোদন ক'রে থাকেন। মানুষ যখন একটা মহানের তক্‌মা নিয়ে, সেবার বিকৃত নখরে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে ছিঁড়ে ক্ষুণ্ণ ক'রে নিজের বৃত্তির বুভুক্ষার খোরাক আহরণ করতে থাকে,—ঐ তকমার প্রলোভনে যদিও তারা enticed হয়, কিন্তু যখনই মানুষ অনুভব করতে পারে যে, সে-অনুসরণে তাদের রক্তের লোহিতকণা-গুলি শোষণে শুকিয়ে পাংশু হ'য়ে যাচ্ছে, তখন তারা উপায়ান্তর না দেখে নিজের অস্তিবৃদ্ধির সংরক্ষণ-ক্ষুধায় উদ্দীপ্ত বুভুক্ষায় আপ্রাণ হ'য়ে ঐ-তাকেই আহার্য্যের উপকরণ ক'রে থাকে।

তাই, মানুষ যখনই মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির অনুপূরক কর্ম্মী বা সেবক না-হ'য়ে আত্মবৃত্তিস্বার্থপূরক হ'য়ে ওঠে, তার উচ্ছেদ বা প্রশমন প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক-সংঘাতে নিজেই ক'রে থাকে। মানুষের জীবন-বৃদ্ধির সেবক, আপ্রাণ আদর্শপ্রাণ অমৃতের পরিবেশক মহান মোল্লাগণই হোন, আর পুরোহিতগণই হোন—যখনই তাঁরা তাঁদের সমস্ত বৃত্তি-দিয়ে আদর্শ-স্বার্থপরিপুষ্টিতে উদগ্রীব ও আপ্রাণ হ'য়ে উঠবেন, প্রত্যেক পরিবার ও পারিপার্শ্বিককে সেই আদর্শস্বার্থে স্বার্থবান ক'রে তুলতে পারবেন—যাই হোন

স জায়তে পরং জ্যোতিরদ্বৈতং ব্রহ্ম কেবলম্।
আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।।" —শিবগীতা, ১৩ অধ্যায়
"মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্তশিরোমণি।।" —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাঁরা, আর যেমনই হোন তাঁরা, মানুষ অমৃতের পরিবেষক ব'লে তাঁদের তেমনি পূজা করবে, আবার মাথায় ক'রে রাখবে!

প্রশ্ন। যে-জাতির কোন সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ নাই, সে-জাতিতে আবার যজন ও যাজনের কোন মানে আছে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই! যেখানে আদর্শ নাই, সেখানে নীতি বা উন্নতি ব'লে কোথায় কী থাকতে পারে? যার গন্তব্যস্থান নাই, তার চলা ইতস্ততঃ ছাড়া আর কী হ'তে পারে? যে যুক্ত নয় তার সংবেদ কোথায়? গীতায় আছে—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।"

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্য-যাজক, মুসলমান-যাজক আর খৃষ্টান-যাজক—বাংলায় তো কত যাজকই আছেন, কিন্তু এঁদের বিরোধের তো অন্ত নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়, এখন যেমন চলছে—এঁরা যতটা আদর্শ ও ধর্ম্মের যাজক তার চাইতে অনেক বেশী সম্প্রদায় ও custom-এর যাজক—তা' যাই হোক আর যেমনই হোক। কারণ, কোথাও কোন দিন আদর্শ ও ধর্ম্মের ভিতর further fulfilment-ছাড়া কোন-রকম প্রভেদ থাকতে পারে ব'লে মনে হয় না। তাই, কোন আদর্শকে খাটো করা বা কোন ধর্ম্মকে খাটো করা মানেই নিজের আদর্শ ও ধর্ম্মকে হীনতায় অভিলিপ্ত করা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?* তাই, অত ভেদ, অত বিবাদ, অত বিষাক্ততা!

---

* Bible-এ আছে—

"I have come to fulfil, not to destory."

কোরাণে আছে—আল্লা বলিতেছেন হজরতকে, মহম্মদ, হাজার হাজার নবীর কথা তোমাকে বলিলাম; আরো কত হাজার নবী আছেন যাদের কথা তুমি জান না।

আবার আর্য্যগণের চিরন্তন ধর্ম্মই পূর্ব্বতনদের স্বীকার করিয়া চলা।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। এমন কোন যাজক কি হ'তে পারে না যিনি জনসাধারণের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য উদ্‌গ্রীব? ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-যাজকের দিক দিয়ে মানুষ কিছুই পায় না, তাই তো লোকে দেশ ও সমাজের দোহাই দেয়—বলে, আগে দেশ, তারপর ধর্ম্ম-টর্ম্ম যা'-কিছু!

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যদি তাদের instinct-এর উপর দাঁড়িয়ে কোন Ideal-কে follow করে—যথাসম্ভব আপ্রাণতায়, তা'তে acquisition in all respects বেড়েই যায়, আর ভেদ-বিভেদও হয় না। মনে করুন, যে-কোন University-র যে-কোন professor-এর নিকট হ'তে যে-কোন degree গ্রহণ করেন না কেন, as a custom সাধারতঃ তা' equal ব'লেই গৃহীত হয়,—যদিও master, teacher, method ও practice-এর যদি হিসাব ক'রে দেখা যায়—ঢের রকমারি হ'তে পারে।

আগে দেশ, তারপর ধর্ম্ম-টর্ম্ম—এই-রকম conception বা expression—এইটাই হ'চ্ছে একটা মহান্ বিকৃতির কালো নিশান! যাদের observation আছে, experience আছে, তারা শুধু এই কথা শুনেই এক কথায় ব'লে দেবে—It is down to devil no doubt! যেখানে Ideal নেই, Ideal-কে বহন করার আকৃতি নেই, command যেখানে brain ও nerve-কে irritate ক'রে তোলে, অথচ authority পাওয়ার জন্য কেন্নোর লড়াই,—দেশ যে সেখানে জাহান্নমের হিম-গহ্বরে শীত-নিদ্রায় অভিভূত, তার কি কোন সন্দেহ আছে?*

তাই, কোন ধর্ম্মকে খাটো করা বা কোন মহাপুরুষকে ঘৃণা করা—অজ্ঞতা ও হীনতারই পরিচায়ক। কারণ, মহাপুরুষগণ সম্পূরণ করিতেই আবির্ভূত হ'ন। এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার যাঁহারা করেন তাঁহারা জনসাধারণের অজ্ঞতার সুবিধা লইয়া অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

* "True religion is the foundation of society—the basis on which all true civil government rests."
—Edmund Burke

"I have lived long enough to know what I did not at one time believe—that no society can be upheld in happiness and honour without the sentiment of religion."
—Laplace

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

'দেশ' আর 'আদেশ' দু'টো কথার মূল একই। কোন Ideal-এ অনুপ্রাণিত হ'য়ে, তাঁর wishes এবং command-এর fulfilment-এর জন্য well interested যাঁরা, তাঁর সেবার ভাবনাই যাদের উদ্দাম ও উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে, সপারিপার্শ্বিক এমনতর লোক একসঙ্গে যত যেখানে বাস করে, সেই ভূমিকেই তাঁর দেশ ব'লে অভিহিত করা হয়।* 'দেশ' কথার মানেই হ'চ্ছে এক-কথায়—the abode of servants of the same Ideal and interest!

প্রশ্ন। আচ্ছা, নারীরও কি যাজন-কার্য্যে অধিকার নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়! কিন্তু তাঁদের বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘন ক'রে নয়কো!

প্রশ্ন। আদর্শ যাজক যিনি হবেন, তাঁর জীবন কেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে with action and expression যিনি তাঁর Ideal-কে fulfil করার interest-এ interested, পারিপার্শ্বিকে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্বেগ ও আতিশয্যে যিনি normally সেবামুখর হ'য়ে ওঠেন, আদর্শ ও ধর্ম্মের ভিতর ভেদ যাঁদের practically solved হ'য়ে, সেবা ও

"Never trust anybody not of sound religion; for he that is false to God can never be true to man." —'Dictionary of Thoughts'

"A city may as well be built in the air as a commonwealth or kingdom be either constituted or preserved without the support of religion. —Plutarch

* "The Franks came pouring into the Roman empire just because they had no idea theretofore of being confined to any particular Frankland. They were kings of the Franks. The same was true of the other German nations. They also had chiefs who were the chiefs of the people and not the chiefs of lands. There were kings of the English for many a year, even for several centuries after A. D. 449, before there was such a thing as king of England." 'The State'—Woodraw Wilson

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সম্মানের সহিত সব মহাপুরুষেই তাঁরই—ঐ ইষ্টেরই—বিভিন্ন প্রতীক ধারণা যাঁর নিশ্চয় হ'য়ে উঠেছে, মানুষের জীবন ও বৃদ্ধি যাঁর স্বার্থ, এবং সেবায় তা' সম্পাদন করা যাঁর normal interest হ'য়ে উঠেছে ইত্যাদি চিহ্নই প্রকৃত যাজকের চিহ্ন!

প্রশ্ন। বাংলার আর্য্যগণ তো আচার ও কর্ত্তব্যবিমুখ হ'য়ে হীনবল—তাঁদের উন্নয়নের প্রকৃত পন্থা কী? কী-কী করলে অল্পদিনেই তাঁরা আর্য্যগৌরবে পুনরায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'তে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-উপায় অবলম্বন ক'রে চললে মানুষ সব-বিষয়ে উন্নত হ'তে পারে, সেই প্রকার চলাকে শাস্ত্র আচার ব'লে অভিহিত করেছে। উন্নতিলাভ করতে হ'লে, যেমন-ক'রে চললে উন্নত হ'তে পারা যায়, তা' না-ক'রে কোথাও কখন কেউ উন্নত হয়েছেন ব'লে জানা যায়নি—তাই, শাস্ত্র আচারকে অত মুখর ক'রে ধ'রে রয়েছে।*

বংশপরম্পরা যে-উপায় অবলম্বন ক'রে চললে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হ'তে পারা যায়—যাঁরা তেমন-ক'রে চলেছেন—সেই চলা হ'তে তাঁদের ভিতর দিয়ে তাঁদের সন্তান-সন্ততির ভিতর তেমনি-ক'রে চলার একটা সহজ instinct (অর্থাৎ, না চললে মনে একটা খোঁচা-বেঁধার মত বা ভাব ঝোঁক—যাকে সাধারণতঃ আমরা সহজাত সংস্কার ব'লে থাকি) জন্মের সাথে-সাথেই সত্তার সহিত সহজভাবে পরিবিদ্ধ থাকে। উপযুক্ত সময় ও environment-এ পড়লে, ঐগুলি উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সংঘাতেই হোক বা আপনা-আপনি গজিয়ে, উপযুক্তভাবে চরিত্রকে রাঙিয়ে মানুষকে চলার সম্পদে সম্বর্দ্ধিত ক'রে থাকে।

---

* "আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি।"

—মনুসংহিতা, ৪—১৫৬, ১৫৮

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আবার, ঐ সংস্কারকে,—বা না চললে খোঁচা-বেঁধার মত ভাবকে—যে কত ingore ক'রে বিরুদ্ধ চলাকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসশীল, ঐরূপ করতে-করতে তাদের ঐ সংস্কার, instinct বা ঐ খোঁচা-বেঁধা ভাব suppressed হ'য়ে ভিতরে সুপ্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু ঐ achieved instinct কিছুতেই—এমনকি বহু হাজার বছর বিরুদ্ধভাবে চ'লেও—একদম নষ্ট হ'য়ে যায় না; উপযুক্ত soil-এ উপযুক্ত nurse and nourishment-এ, thousand of years-এর suppressed instinct হয়তো অতিকষ্টে—অন্ততঃ একটা weak growth নিয়েও, অল্প-অল্প গজাতে থাকে! আবার, তা' ন্যায়তঃ nurse and nourishment-এর পরিচর্য্যায় পুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোভিত হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তের প্রত্যেকটি individual ও environment-কে তাক লাগিয়ে দিতে পারে;—শুনেছি আপনাদের science-ও নাকি এমনতর কথাই ব'লে থাকে?*

তাহ'লেই বুঝুন, আমরা যতই আচারভ্রষ্ট আর্য্যদ্বিজ হ'য়ে থাকি না কেন, আমাদের নিরাশ হবার কোন রকম কথা নাই,—science আমাদের কাহাকেও নিরাশ করে না! তাই, ঋষির শাস্ত্র সবার পক্ষেই যা' সর্ব্বাবস্থায় আচরণীয় ব'লে ঘোষণা করেছেন,—তা' যদি আমরা এখনই করতে আরম্ভ করি, আমার খুব মনে হয়,—অল্পদিনের ভিতরই অবনতির বিকট ব্যাদান হ'তে রক্ষা পাব!!

* "As long as the hereditary qualities of the race remain present, the strength and the audacity of his forefathers can be resurrected in modern man by his own will."
–'Man the Unknown'—Alexis Carrel

! পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে—

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তং সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ।।
এবমাচরতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসো মূলং আচারং জগৃহুঃ পরম্।। —মনুসংহিতা, ১—১০৯, ১১০

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। ঋষির শাস্ত্রে এতই করার বিধান আছে যা' করতে গেলে আমাদের আর উন্নতি কখনও করতে হবে না! অন্যান্য জাতিদের মত মোকথা আমাদের অল্প কয়েকটি করণীয় কি হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, নিশ্চয়ই! মোকথা করণীয় তো আছেই। মোকথা করণীয় মানে অবশ্যকরণীয়।

তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধানই হ'চ্ছে practically with action and expression—কার্য্যতঃ ও ভাবতঃ আদর্শ বা ইষ্টানুরক্তি।* তারপরই হ'চ্ছে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও শিক্ষা;‡ তৃতীয়তঃ হ'চ্ছে যজ্ঞ, বলি✝ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের ভিতর শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের পূজা অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনা, যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠতর উন্নতির বা শ্রেয়ের পথে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা—এক-কথায়

আরো শাস্ত্রের অভয়বাণী রহিয়াছে—

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চদুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥
মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ!
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাত্ততঃ॥'

আর এই তপস্যার মূলই হ'চ্ছে আচারানুবর্ত্তিতা।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলিতেছে—

"There is no better known or more generally, useful precept in the moral training of youth or in one's personal self-discipline, than that which bids us pay primary attention to what we do and express, and not to care too much for what we feel." 'The Gospel of Relaxation'—William James

* "গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন।" —শিবসংহিতা

প্রথমেই চাই ইষ্টানুরাগ।

‡ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

শরীরের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার দ্বারা মনের স্বাস্থ্য—ইহাই আমাদের দ্বিতীয় করণীয়।

মনুসংহিতার সেই "অধ্যাপনম্ অধ্যয়নং।"

✝ তৃতীয়তঃ, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং যাজন করণীয়—তার সঙ্গে সঙ্গে দান।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সবাইকে যথোপযুক্তভাবে এমনতর সেবা করা যা'তে-নাকি প্রত্যেকেই ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় সম্যগ্‌ভাবে বর্দ্ধিত হ'য়ে পরম প্রগতিতে নিরন্তর হ'তে পারে।

চতুর্থতঃ, নিয়মিত সন্ধ্যা, প্রার্থনা ইত্যাদি।* তাহ'লেই দেখুন, আমাদের মাত্র কয়েকটিই করণীয়ঃ—প্রথম হ'চ্ছে practically with action and expression—কার্য্যতঃ ও ভাবতঃ—আদর্শ বা ইষ্টপ্রাণতা; দ্বিতীয়তঃ, নিজের ও পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও শিক্ষা; তৃতীয়তঃ, ব্যষ্টি ও পারিপার্শ্বিকের এমনতর সেবা যা'তে প্রত্যেকের ভিতর ইষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আর চতুর্থতঃ সাধনা, সন্ধ্যা, প্রার্থনা ইত্যাদি। এই-তো গেল জীবনপথে জীবন, যশ ও বৃদ্ধির আমন্ত্রক অবশ্যকরণীয়—মানুষের, অন্ততঃ আর্য্যগণের।

প্রশ্ন। আপনি যে বললেন, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে থাকলে পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে ভাল গুণগুলি আপনা-আপনি গজায়; তাই কি ভগবান মনু বলেছেন, আর্য্যাবর্ত্তে যে আর্য্যগণ না থাকবেন তাঁরা হীনত্ব-প্রাপ্ত হবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, তা' তো নিশ্চয়ই! যে-কোন soil-এই যে কোন বীজ অঙ্কুরিত বা উত্তমরূপে বিকশিত হয় না। তাহ'লেই সমাজের ভিতর যে dormant instinct-গুলি আছে, তাদের উত্তমরূপে বিকশিত করতে হ'লে, তাদের অনুকূল উন্নত soil-এর প্রয়োজন তো আছেই! ✝

প্রশ্ন। আচ্ছা, মুসলমানদের ভিতর যেমন সার্ব্বজনীন প্রার্থনা প্রচলিত আছে, বাংলার আর্য্যগণের সমাজে তেমন কোন ব্যবস্থা হ'তে পারে না কী?

---

* চতুর্থতঃ, যজন—অর্থাৎ নিয়মিত জপ, ধ্যান, ব্রত, তপস্যাদি।

✝ তাই, মনুসংহিতায় আছে—

> "তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
> বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
> এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
> শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তিকর্শিতঃ॥', ২—১৮' ২৪

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যদের জীবনের তপস্যা একটা প্রধান অঙ্গ ছিল, এবং করলে এখনও আছে। তাই, প্রত্যেক individual সাংসারিক গোলমালকে এড়িয়ে যতক্ষণ তপস্যায়* নিরত থাকতে পারতেন, ততক্ষণ থাকতেন। তাই, congregation-হিসাবে বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম্ম পুস্তিকাদির আলোচনা-ছাড়া তেমনতর কোন প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল ব'লে শোনা যায় না। তবে অনেক আগে সামগানের কথা শোনা যায়,—আরও এখনও কীর্ত্তনের 'চল' আছে!

তবে আমার মনে হয়, আমাদের সন্ধ্যামন্ত্র যা' আছে—গায়ত্রী, প্রাণায়াম বাদ দিয়ে—সেগুলি congregational প্রার্থনা-হিসাবে চলতে পারে। ভাবের প্রতি নজর রেখে অর্থবোধ নিয়ে ঐগুলি পাঠ বা আবৃত্তিতে এবং একটা পাঠের পর চোখ বুঁজে একটু চিন্তায়, মন—এমন-কি শরীর পর্য্যন্ত কেমনতর হ'য়ে ওঠে, কিছুদিন একটু করলেই হাতে-হাতে বোধ করতে পারা যায়। ভাবের সহিত ঐ শব্দগুলি উচ্চারণে এতই তীব্রতা ও enlightenment এনে দেয় যা'তে নাকি পারিপার্শ্বিক-সহ সমস্ত জীবনটাই কেমনতর জীবনে মুহূর্ত্তে যেন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। গায়ত্রী ও প্রাণায়াম বাদ এই জন্য বললাম—ইহা জপ ও চিন্তার সহিত meditation-এর জন্য, তাই উহা নিরিবিলি হ'য়ে করতে পারলেই ভাল।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই পালনীয় এমন কোন সার্ব্বজনীন প্রার্থনা বা সন্ধ্যা সবারই জন্যে চলতে পারে নাকি? সন্ধ্যা যা' যা'

---

* ভগবান্ মনু বলিতেছেন—

"যদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥
ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যাত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রাহ্মবর্চ্চসমেবচ॥
শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্দ্ধনৈঃ॥"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আছে তা' তো শূদ্র পালন করতে পারে না, আর, ওর ভিতর জড়ের পূজো আছে—যেমন জল, সূর্য্য ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। Enlightened আর্য্যরা জড়ের পূজো নিয়ে কখনই বেকুবের মতন ব্যাপৃত ছিলেন না। সূর্য্য, বাতাস, জল ইত্যাদি সেই পরমপুরুষের দান—যা' প্রতিনিয়তই আমাদের জীবন ও বৃদ্ধিকে invigorate ও accelerate করছে। তাদের উপলক্ষ ক'রে সেই almighty-তে কৃতজ্ঞতার সহিত আকৃষ্ট বা মুগ্ধ হতেন। আর, যে-প্রার্থনার কথা পূর্ব্বে বলেছি তা' congregation-এর মধ্যে সবাই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন-কি শূদ্রও—অবলীলাক্রমে করতে পারেন।

প্রশ্ন। বাংলায় তো দেখি আর্য্য দ্বিজ-সমাজ ও আর্য্য মুসলমান সমাজেরই প্রাধান্য। উভয় সমাজেরই নেতৃ ও শীর্ষস্থানীয়গণ আর্য্যজাতীয়—আর, উভয় সমাজই বহু অনার্য্যকে কৃষ্টিভূত ক'রে নিয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেই অন্ত্যজভাবদুষ্ট নীচপ্রবৃত্তির পোষণের জন্য আর্য্যনারী-সম্ভোগ-প্রয়াসী। আর্য্য দ্বিজ-সমাজ ও আর্য্য মুসলমান-সমাজ এমন কী প্রতিবিধান করতে পারেন যা'তে আর্য্যরক্ত অনার্য্য প্রতিলোমজ-সংস্পর্শে কলুষিত না হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্য-দ্বিজদের ভিতর যেমন আর্য্য-দ্বিজেতরে কন্যাদান একদম নিষিদ্ধ, কিন্তু আর্য্য-দ্বিজেরা আর্য্যেতরের কন্যা নিয়মের ভিতর-দিয়া সংস্কৃত করিয়া লইতে পারেন—এই রকম ব্যবস্থা আছে।*

---

* প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।

ব্যাসস্মৃতিতে আছে—

> "উদ্বহেত ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাং।
> স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।।"

বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিবে—ইহাই ছিল সাধারণ বিধি। নিম্নবর্ণীয় পুরুষ কখনও উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবে না। কারণ, তাহাতে হীনপ্রবৃত্তিসম্পন্ন সন্তান উৎপন্ন হয়—ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বাণী; তাই, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইহা সকলেরই পালন করা বিধেয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর্য্য-মুসলমানদের ভিতরও ঠিক তেমনতরই ব্যবস্থা আছে শুনিয়াছি। যে-কোন মুসলমানকে যে-কোন মুসলমানের কন্যা দিতে হইবে এমনতর কোন প্রথা মুসলমান-সমাজে আছে বা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহা কিছুতেই ভাবিতে পারা যায় না—আর্য্য মুসলমান-মনীষিগণ এমনতর বেকুব হ'তে পারেন যে তাঁহারা অনায়াসে উন্নতির নিজত্বকে বলি দিয়ে হীনত্বে আপনাদের নিঃশেষ ক'রে ফেলবেন। আমি শুনেছি, আজও ইংরাজদের ভিতর নাকি সামাজিক নিয়ম এমনতরই—শুনতে পাই, হিটলারও নাকি আর্য্য-বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য এই-রকম কড়া আইন জারি করেছেন। আর্য্য-দ্বিজই হোন, আর্য্য-মুসলমানই হোন, আর আর্য্য-খৃষ্টানই হোন—যাঁরা নিয়মকে উল্লঙ্ঘন ক'রে, being weak to retain their own compactness, weak imbecility ওরফে এই-রকম liberalism-কে fan ক'রে মহান আর্য্য-বৈশিষ্ট্যকে অপঘাত ক'রে থাকেন, তাঁদের চাইতে জাতির more virile imbecility-র T. B. bacillus আর কে বা কি হ'তে পারে?

আর্য্য-দ্বিজই হোক, আর্য্য-মুসলমানই হোক আর আর্য্য-খৃষ্টানই হোক—Embodiment of Ideal এঁদের আলাহিদা হ'লেও—ধর্ম্মতঃ অর্থাৎ বাঁচা-বৃদ্ধি-পাওয়ার বৈশিষ্ট্যের culture-হিসাবে, normally and generally, কোন বৈষম্যই দেখতে পাওয়া যায় না—যা'-কিছু বৈষম্য স্থান, কাল এবং পাত্রের।* তাহ'লেই যখনই দেখা যাবে এই আর্য্য-বৈশিষ্ট্যকে যিনি বা যাঁরাই অপঘাত করছেন, তাঁরাই এই-আর্য্য-instinct সম্পন্ন being-এর বাঁচা ও বৃদ্ধির পরম শত্রু—ইতরের উপাসক, এবং তা' নিরোধ করা আর্য্য-দ্বিজ, আর্য্য-মুসলমান,

---

* হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানগণ মূলতঃ ও প্রধানতঃ সকলেই আর্য্য। আর্য্যরক্ত ইঁহাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেকের ধর্ম্মই মহান সম্পূরণকারী ধর্ম্ম। পূর্ব্বতনদের ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্ম্মানুসারে স্বীকার, সম্মান এবং শ্রদ্ধা করে। এবং আর্য্যনীতিসমূহ এঁদের সকলেই—জীবন-বৃদ্ধির বুভুক্ষু হইলে—পালন করিতে বাধ্য। কারণ, আর্য্যবিধিসমূহ আধুনিকতম Science of Heredity, Science of Eugencis প্রভৃতি বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত আর বিজ্ঞানের সত্যের কাছে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ভেদ থাকিতে পারে না। ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর্য্য-খৃষ্টান—এক-কথায় যাঁরাই আর্য্যরক্ত বহন করছেন তাঁদেরই একান্ত কর্ত্তব্য!।

প্রশ্ন। কিন্তু তা' কার্য্যতঃ সম্ভব হ'তে পারে কেমন-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই নিরোধের উপায় আর্য্য মুসলমান-সমাজে ও আর্য্য খৃষ্টান-সমাজে ভালভাবেই বিদ্যমান আছে—কেমল নাই এই ছুঁৎ-দুষ্ট আর্য্য দ্বিজ-সমাজে—যদিও সংহিতায় অনেক রকম ব্যবস্থাই আছে।

ইহারা এতই দুর্ব্বল যে চলতি অনার্য্য সামাজিক প্রথাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে ঋষি, শাস্ত্র এবং সংহিতাকেও অনুসরণ করতে পারে না। পতিতা স্ত্রী যে কোন ভুলের দরুনই পতিতা হ'য়ে থাকুক না কেন, শাস্ত্রে তাকে সংস্কৃত ক'রে নেবার অনেক ব্যবস্থা আছে।*

---

* "স্বয়ং বিপ্রতিপন্না যা যদি বা বিপ্রতারিতা।
বলান্নারী প্রভুক্তাবা চৌরভুক্তা তথাপিবা॥
ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা বিধিয়তে।
ঋতুকাল উপাসীত পুষ্পকালেন শুধ্যতি॥"
"ন স্ত্রী দূষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোবেদকর্ম্মণা।
নাপো মুত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা॥"
"স্ত্রিয়াম্লেচ্ছস্য সম্পর্কাচ্ছুদ্ধিঃ সান্তপনে তথা।
তপ্তকৃচ্ছং পুনঃ কৃত্বা শুদ্ধিরেষাভিধীয়তে॥
সংবর্ত্তেত যথাভার্য্যাং গত্বা ম্লেচ্ছস্য সঙ্গতাম্।
সচেলং স্নানমাদায় ঘৃতস্য প্রাশনেন চ॥" —অত্রিসংহিতা

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—
"সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ॥
ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধিঃ"

ইত্যাদি প্রায় সংহিতাতেই নারীকে সংস্কৃত করিয়া পুনর্গ্রহণ করিবার বিধান রহিয়াছে। মহর্ষি পরাশর বলিতেছেন—
"বন্দীগ্রহেণ যা ভুক্তা হত্বাবদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ!
কৃত্বা সান্তপনং কৃচ্ছং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ॥ ১০।২৫

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যাঁরা পতিতা হয়েছেন তাঁরা যদি অনুতপ্তা, কৃত-প্রায়শ্চিত্তা হ'য়ে ন্যায়তঃ বর্ণ, বংশ-হিসাবে শ্রেষ্ঠতর কোন পুরুষকে অবলম্বন করতে চান এবং সে-পুরুষ যদি উপযুক্ত হ'ন—অন্ততঃ এতটুকু উপযুক্ত হ'ন যে তিনি virile থাকেন, তাঁর বহনোপযোগী সামর্থ্য থাকে, এবং আদর্শ স্বার্থ বা আদর্শ-প্রাণতার সহিত পারিপার্শ্বিকের সেবায় তিনি ইষ্ট-প্রতিষ্ঠাপরায়ণ থাকেন—সেই পুরুষেরই তাদিগকে গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।* অবশ্য ঐ স্ত্রী ভক্তি-আনতা ও যতদূর সম্ভব বৃত্ত্যনুসারিণী হওয়া চাই। আর ইহা সত্ত্বেও, যে-বর্ণের পুরুষই হোক না কেন—অনুলোম-হিসাবে উপযুক্তা সত্ত্বেও যদি কেহ অমনতর স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি জাতি ও জন-সমাজের যে পরম অহিতকারী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরকম স্ত্রী সহধর্ম্মিণী না হ'লেও সহানুসারিণী যে হ'তে পারেন, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। এদিগকে এমনতরভাবে হীনতার অপনোদন ক'রে রক্ষা করতে পারলে আর্য্য-দ্বিজজাতি, আর্য্যদ্বিজ-সমাজ ও আর্য্য-দ্বিজ প্রত্যেকটি পরিবার কত প্রকারে সমৃদ্ধ হ'য়ে উন্নতিতে অবাধ হ'তে পারেন তার ইয়ত্তা নেই,—আর, একে গতানুগতিক প্রচলিত অবনত-সংস্কার-সম্ভূত সমাজিক প্রথার দণ্ডদ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে, আর্য্যেতরের খোরাক জুটিয়ে, ইতরতার পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনে নিজেদের উন্নতির সর্ব্বনাশ ঘটান-ছাড়া এর সার্থকতা কোথায়—খুঁজে পাওয়া যায় না! যে-জীবন ভাব ও কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে নিজের পারিপার্শ্বিককে পরিশুদ্ধ ক'রে নিতে পারে না, সে-জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকু—সে সর্ব্বতোভাবে পারিপার্শ্বিকের খোরাক-ছাড়া আর কী হবে? !

---

* "সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী ম্লেচ্ছৈর্ব্বা পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু॥" —অত্রিসংহিতা

প্রাজাপত্যে যদি নারী শুদ্ধা হয় তবে তাহাকে শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

! ঋষি ও শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ আমাদের ন্যায় অমানুষ ছিলেন না, তাই তাঁহারা বিধান দিয়াছেন—

"ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা বিধীয়তে।" —মহর্ষি অত্রি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। এই পতিতাদের কিরূপে শাস্ত্রবিধিমত গ্রহণ করা যায়? আর, এদের সহিত সমাজ-ব্যবহারই বা কিরূপ হওয়া উচিত? আর, এই পতিতাই বা আপনি কা'দের বলেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ-রকম অনুতপ্তা, কৃতপ্রায়শ্চিত্তা, শ্রদ্ধাবনতা, বৃত্ত্যনুসারিণী পতিতা নারী কোন পুরুষকে, তাহাকে বহন করিবার জন্য, অনুরোধ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে 'অববধূ' অথবা শুচি বা শুদ্ধি-পত্নী বলা যেতে পারে। এদের গ্রহণ করতে হ'লে গুরু বা গুরুজন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এমনতর চারিবর্ণের সামনে ইষ্টস্মরণ ক'রে স্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও প্রার্থনাবাক্যের পর, পুরুষ ইষ্টস্মরণ ক'রে সমাগত চারিবর্ণের সামনে 'আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার শুচি-পত্নী হইলে, আমার সেবা ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় সহানুসারিণী হইয়া সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় সহানুসরণ কর'—এই বলিয়া গ্রহণ করলেই চলতে পারে এবং এদের সধবার সমস্ত সঙ্কেতই বহন করা উচিত।

ইহারা তপস্যা ও উপাসনা-ব্যাপারাদির বা ব্রতপূজাদির উপকরণ ও সরঞ্জাম-সংগ্রহ, রন্ধনাদি—বা পুরুষের নিজবর্ণের পংক্তিভোজন-ব্যাপারে অন্নাদি-রন্ধন ও পরিবেষণ-ছাড়া—সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্মই করিতে পারেন। তপস্যানিরত দ্বিজদেরই শুধু ইহাদের পরিপক্ক হবিষ্যাদি অন্ন-ব্যবহার নিষিদ্ধ। আর, ইহাদের গর্ভজ পুত্রসন্তান পিতার বর্ণমর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চললে—যদি পতিতা ব্রাহ্মণী, সবর্ণা এবং সমকুল-সম্পন্না হ'য়ে থাকেন তাহ'লে তিন পুরুষের ভিতর, আর ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং ক্ষত্রিয়া স্ত্রী যদি হ'য়ে থাকেন তাহ'লে পাঁচ পুরুষের ভিতর, ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্যা স্ত্রী যদি হয় তবে সাত পুরুষের ভিতর; ক্ষত্রিয় পুরুষ ও স্ত্রী হ'লে তিন পুরুষের ভিতর, ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্যা স্ত্রী হ'লে পাঁচ পুরুষের ভিতর; বৈশ্য পুরুষ ও স্ত্রী হ'লে তিন পুরুষের ভিতর,—পিতার সমকুলে বা তদুচ্চকুলে কখনই বিবাহ করতে পারবে না। অবশ্য কন্যাসন্তানের বেলায় সাধারণ শাস্ত্রানুমোদিত সবর্ণ ও

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অনুলোম নিয়মই ব্যবহৃত হইবে। আর ঐ-ঐ কালমধ্যে ঐ সন্তানগণ পিতার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি বাদ তাঁর সম্পত্তি হ'তে ভরণ-পোষণেরও অধিকারী হ'তে পারেন।

স্বামীতে উপগতা নিঃসন্তান বালবিধবা, ধর্ষিতা কন্যা এবং যে সকল রজঃস্বলা বাগ্‌দত্তা কন্যাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে জোর ক'রে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া হয়েছে এমনতর কন্যা যদি পতি ত্যাগ করে, আর অকরণীয় পুরুষে বাগ্‌দত্তা—ইহারা বিশৃঙ্খলাদুষ্টা হইলেও ইহাদের পতিতা বলিয়া গণ্য করা বিধিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। * ইহারা বিবাহিতা হইতে চাহিলে যথাসময়ে বিবাহিতা হইতে পারেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ষিতা ও অকরণীয় পুরুষে বাগ্‌দত্তা কন্যা উপযুক্ত পুরুষে বিবাহিতা হইলে অববধূ বা শুচিপত্নীরূপে আখ্যাত হইবে না।

---

* মহর্ষি বিষ্ণু বলিতেছেন—

"ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥
পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা॥
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাসাং ন বিদুষ্যতি॥"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাঞ্ছে য়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ।"

'উদ্বাহতত্ত্ব' ধৃতবশিষ্ঠ-বচনে আছে—

"কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্॥
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়ং তথৈব চ।"

অন্য যোগ্য বরে অর্পণ করার জন্যই কন্যাকে হরণ করিবে—ইহাই শাস্ত্রবচনের উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠ-সংহিতার সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে—

"পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ-সংস্কার হইতে পারে।"

মহর্ষি বশিষ্ঠ পৌনর্ভব পুত্রের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"পুনর্ভূঃ কৌমারং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যানঃ সহ চরিত্বা তস্যৈব কুটুম্বমাশ্রয়তি সা পুনর্ভূর্ভবতি বা ভর্ত্তামুরৎসৃজ্য অন্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, উপযুক্ত পুরুষে দত্তবাক্ রজঃস্বলা কন্যাকে বলপূর্ব্বক জিদের বশবর্ত্তী হইয়া যদি তার অনভীপ্সিত কোন পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়—শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী সে-বিবাহ সর্ব্বৈব অসিদ্ধ।* এই অসিদ্ধ বিবাহকে অগ্রাহ্য করিয়া যদি কোন কন্যা সেই দত্তবাক্ পুরুষকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রার্থনা করে, তবে সেই কন্যা অববধূ বলিয়া গণ্যা হইবে না।

প্রশ্ন। এমনতর হ'লে কি adultery-র প্রশ্রয় দেওয়া হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একানুরক্ত স্ত্রীকেই পবিত্রা ব'লে থাকে। তাই, যে সেই একানুরক্তি ত্যাগ ক'রেই হোক বা যেমন-ক'রেই হোক অন্যানুরক্তা হ'য়ে ওঠে, তাকেই অপবিত্রা বলতে পারা যায়। আর, ইহা physically তো দূরের কথা, mentally-ও যদি হয় তাকেও দুষ্টা বা অপবিত্রা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যাপারে যদি mentally পবিত্র থেকে, by chance, বেকায়দায় befooled হ'য়ে unwilling physical corruption হয়—তা'-ও mental corruption হ'তে অনেকগুণে ভাল; কারণ, এতে breeding element তেমন দুষ্ট হ'য়ে ওঠে না,—সেইজন্য বংশ এবং জাতিও অনেকাংশেই unaffected থাকে।

আর যে একবার adulterated হয়, সে যতরকমে ও-তে ব্যাপৃত হোক না কেন, পুনঃ পুনঃ ওরই নানারকমই আবৃত্তি করে মাত্র—যত রকমে ও' ঘটে থাকে, ঐ adultery-রই নানারকম ধাঁচ বেড়ে যায় কেবল। সেইজন্য যে adulterated হয়েছে তা'তে যদি অন্য কেহ বা কাহারা similarly engaged

---

* পূর্ব্বেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্য উল্লেখ করিয়াছি—

"দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ।"

অপাত্রে দত্তকন্যাকেও পুনর্ব্বার হরণ করিয়া শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণপ্রদ বরে প্রদান করা যায় অর্থাৎ এখানে পূর্ব্বের দান অসিদ্ধ বলা হইতেছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হয়, তাহ'লে তারা ঐ adultery-র পাপে দুষ্ট না-হ'য়ে বরং দুষ্টাস্ত্রী-গমনের পাপে সংবিদ্ধ হ'য়ে থাকে। *

কিন্তু যেখানে স্ত্রীলোক এমনতরভাবে গাঢ়তমে অবলীলাক্রমে ঢুকছে, তা'-হ'তে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ তাকে গ্রহণ করে এবং তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে, যতদূর সম্ভব স্ব-স্থ ক'রে ভগবান ও সমাজের সেবায় নিজের সহিত তাকে নিয়োজিত করে, তেমনতর স্থলে সে-পুরুষ ঐ পাপস্পৃষ্ট হ'লেও মহানুভবতার পরমাদরে আদৃত হ'য়ে পুণ্যপ্রতিষ্ঠাই লাভ ক'রে থাকে এবং সমাজ ও জাতিকে ঐ বিকৃতির হাত হ'তে রক্ষা ক'রে ধন্যবাদে সমাসীন হয়!

প্রশ্ন। আপনি যা' বললেন, তা'তে তো একজনের সহিত বিবাহিতা নারীর—adulterated হওয়ার জন্য—বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন না হ'লেও অন্য-পুরুষের সহিত বিবাহের বিধি দেওয়া হ'ল না কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Adulterated স্ত্রী যদি তার Ideal of religion ত্যাগ না করে—তবে তার স্বামীও অমনতরভাবে তাকে রাখতে পারেন। যদি—willingly corrupted যারা—তাদের স্বামী, সংস্কৃত ক'রে, পুনরায় তাদের গ্রহণ করে, তাহ'লেও সেই-বধূ সেই পুরুষের অববধূ বা শুচিপত্নী ব'লে গণিত হবে এবং তাদের রেখেও সেই-পুরুষ সহধর্ম্মিণীরূপে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন।

আর, যেখানে এমনতর ব্যাপার হয়েছে—যে-কোন-রকমেই হোক তার বধূত্ব খারিজ হয়েছে, এবং অন্য পুরুষে সেই স্ত্রী রক্ষার প্রার্থনা জানিয়েছে,—সে-স্থলে যদি কোন পুরুষ তাকে গ্রহণ করে, সেখানে কোন আপদের সম্ভাবনা দেখা যায় না; আর, যেখানে ও-সব প্রশ্ন নেই,

---

* তাই, ব্যভিচারিণী স্বৈরিণী-গমনে অতি সামান্য পাপ। ত্রিরাত্রোপবাস করিলেই শুদ্ধ হইতে পারে। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু সতীত্ব হরণ করিলে মহাপাতক বলিয়া স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সেখানে তো অনায়াসেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রহণ চলতে পারে। আর শাস্ত্রেও আছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।"

অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত, বিকৃত, cretinous—না-জেনে যদি এমনতর পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়;—before puberty, এমন-কি, after puberty বাগ্‌দান করা হয়নি অথচ স্বামীর প্রতি কোন inclination-ও ঘটেনি এমনতর কন্যার পতির যদি বিবাহিত হবার অল্পকাল করেই মৃত্যু ঘটে, আর সে-কন্যা যদি পুনরায় বিবাহিত হ'তে চায়;—বিবাহ হ'য়েই স্বামীর প্রতি কোনরকম inclination ঘটিবার পূর্ব্বেই স্বামী যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়ে থাকেন, এমন-কি তিনি বেঁচে আছেন এমনতর প্রমাণযোগ্য কোন সংবাদও যদি না পাওয়া যায়, এমনতর উপযুক্ত সময়ক্ষেপ করবার পর কন্যা যদি অন্য পতি গ্রহণেচ্ছু হয়;—যার পুরুষত্ব নাই এবং তা' চিকিৎসার অসাধ্য এমনতর পুরুষের সঙ্গে যদি না-জানিয়া বিবাহ হয়—এমনতর কন্যা যদি পুনরায় পত্যন্তর-গ্রহণে ইচ্ছুক হয়; আর যাহার স্বামী আদর্শ, ইষ্ট বা ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অন্যরূপে জীবনযাপন করছেন, আর কোন প্রকারে ফেরার সামর্থ্য বা অবস্থা নাই, এমনতর পতিত পুরুষের স্ত্রী—ইচ্ছা করলে পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারেন। ইহাই শাস্ত্র ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন। কিন্তু নারীর যদি ঐ-বিবাহের সন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও কি উক্ত পঞ্চ আপদে সে পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অনেক স্মৃতির মতে ঐ-রকম বিবাহ আপত্তিকর না-হ'লেও আমার কিন্তু পছন্দ হ'তে চায় না। আর অপুত্রক বিবাহেচ্ছু বিধবা-বিবাহ কিংবা পতিতা-গ্রহণ আমার মনে হয় দেবর অথবা পতির নিকট-সম্পর্কিত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কোন ব্যক্তির সঙ্গে হওয়াই সুবিধাজনক—শুনি, বৈদিক যুগেও নাকি এমনতরই ছিল! *

প্রশ্ন। কোন বয়স্কা নারী যদি কল্পনার খেয়ালে বা ভুল বুঝে কোন অপাত্রে proposal দেয়, এবং পরে বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়, তবে কি তার ঐ পুরুষকে বিবাহ করতেই হবে, না আজীবন অবিবাহিতা থাকা উচিত, না অপর যোগ্য পুরুষকেও বাগ্‌দান ক'রে তাকে বিবাহ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বর-গ্রহণের যথাযথ নিয়ম যা'-কিছু সবগুলি যদি comply ক'রে কন্যার selection নিয়োজিত হয়,—মনে করুন, কন্যার admiration যদি বরের প্রতি এমনতর উৎক্রমণশীল শ্রদ্ধা ও attachment হ'য়ে দাঁড়ায়, যার ফলে তাকে ছেড়ে অন্যকে বিবাহ করায় মস্তিষ্কে একটা বেদনাপ্লুত স্মৃতি জেগে থাকে—এমনতর স্থলে বাগ্‌দানে বর যদি তাকে গ্রহণ না-ও করে, কন্যার এমতাবস্থায় আমরণ অবিবাহিতা থেকে, সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে ইষ্টানুপূরক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকাই শ্রেষ্ঠ নীতি।

আর, যেখানে এমনতর ব্যাপার ঘটে যে কন্যা enticed হ'য়ে ভ্রান্তির অনুরঞ্জনে অমনতর ক'রে থাকে, আর offer না-দিয়ে proposal উত্থাপন ক'রে থাকে,—আর এমনতর ব্যাপার সংঘটিত হয় যার ফলে—ঐ যাকে proposal দিয়েছে—তার স্মৃতিই তার কাছে বিষবৎ repulsive,—এমনতর স্থলে ঐ-কন্যার ঐ-পুরুষকে বিবাহ করা কিছুতেই সমীচীন তো নয়ই—সে যদি যথোপযুক্তভাবে অন্য পুরুষকে বিবাহও করে, তা' দুর্নীতিসম্পন্ন হবে

---

* "ঋগ্বেদে দেখা যায় যে পতির মৃত্যু হইলে বিধবারা তাঁহাদের দেবরগণকে বিবাহ করিতেন।" —'বঙ্গদর্শন', ১২৮৫, ১৭৬ পৃঃ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—

"বৈদিক যুগে বিধবার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই বিবাহ দেবর অথবা পতির নিকট-সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে হইতে বলিয়া ধরা যায়।"

—'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩২০, ৯৮ পৃষ্ঠা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ব'লে মনে হয় না। কারণ, ঐ proposed পুরুষের সঙ্গে যদি তার বিবাহ হয় ঐ venomous repulsion তাদিগকে দুষ্ট ও নষ্ট ক'রে তুলে জীবন ও বৃদ্ধিকে সর্ব্বনাশের দিকে নিয়ে তো চলবেই, তা'-ছাড়া তাদের সন্তান-সন্ততি এমনরতই কলুষভাবাপন্ন হ'য়ে উঠবে যে তারা আজীবন একটা কুৎসিত-চরিত্র-সম্পন্ন ঘৃণিত জীবন বহন ক'রে সমাজ এবং জাতিকেও contaminate ক'রে দুর্ব্বল ও দিশেহারা ক'রে তুলতে পারে। তাই, অমনতর স্থলে ঐ-রকম বিবাহই বরং দুর্ব্বহ, দুঃশীল ও দুর্নীতি-জ্ঞাপক—যা' আমার মনে হয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তাহ'লে বর্ষীয়সী নারী যদি কোথাও offer দেয়ই, কি-কি নিয়মের ভিতর-দিয়ে চললে তা' বেশী সুফলপ্রদ হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মেয়ের প্রথমতঃ admiration-আনত choice করা পুরুষের সম্বন্ধে তার পিতামাতা বা গুরুজনের ভিতর ব'লে ও আলোচনা ক'রে তাঁদের দিয়ে ঐ পুরুষ বা তার স্বজন-গুরুজনের নিকট proposal দেওয়া উচিত। Proposal accepted হ'লে মেয়ের নিজে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সহিত further consideration করা উচিত। তারপরেও—যদিও তখনও তার admiration and inclination অটুট ও আনতিপূর্ণ থাকে, তখন through observation-ই হোক আর ভদ্রোচিত নিজ বিশেষত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেই হোক, retest ক'রে তৃপ্ত হ'লে স্বয়ং বা আপ্ততুল্য কাহারও দ্বারা offer দেওয়া চলতে পারে। এই offer—যদি বিশেষ বংশ, বর্ণ ও সামাজিক জীবন-বৃদ্ধিদ ইষ্টানুকূল মর্য্যাদার অপলাপী বা হানিকর না হয়, তাহ'লে কিন্তু অটুট ও অপরিবর্ত্তনীয় থাকাই শ্রেষ্ঠবংশ-মর্য্যাদা-পরিচায়ক সহজ-কঠোর বজ্রনীতি—অবশ্য ইহা বর ও কন্যা উভয়েরই। আর, এই বাগ্‌দান বা offer-এর পূর্ব্ব-পর্যন্ত উভয়ের মেলামেশা নিতান্তই গর্হিত; কারণ, মেলামেশায় প্রবৃত্তির উৎক্ষেপে মানুষকে সাধারণতঃ এমনতরই অন্ধ ক'রে ফেলে, যার ফলে তার observation অন্ধ ও enticed হয়ে ওঠেই ওঠে। তাই, সেখানে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভ্রান্তির কুহকে বিপন্ন হবারই সম্ভাবনা অধিক। এই বাগ্‌দান বা offer দেওয়ার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত কন্যার মনোনীত পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বা সজ্জন-ছাড়া কোন প্রকার কামজভাবে বা স্বামীভাবে কিছুতেই চিন্তা করা উচিত নয়কো। আর, এইরূপ চিন্তা করলে প্রজনন ও জাতি দুই-ই কিছু-না-কিছু দুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তাই, উহা পাপ বলিয়াই পরিগণিত!

প্রশ্ন। Proposal-এর কথা যে বললেন, মেয়ে যদি proposal নিয়ে দেয় তা'-ও কি ঠিক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ যেমন ক'রে বলেছি তা'-ই করাই শ্রেষ্ঠনীতি; তবে মেয়ে যে অবস্থা-বিশেষে proposal দিতে পারে না, তা'-ও নয়কো। তবে এ-কথা ঠিকই, proposal জিনিসটা বাগ্‌দান বা offer ব'লে কদাচই counted হ'তে পারে না। বাগ্‌দানটা proposal নয়কো—proposal-এর ভিতর-দিয়ে test করাও যেতে পারে—সে test-এ finally stand করতেও পারে, না-ও পারে। তাই, proposal দেওয়া হ'লেই যে সেখানে সব শেষ হ'য়ে গেল, তা' কিন্তু কিছুতেই হ'তে পারে না। এই proposal-এর ভিতর-দিয়ে উভয়কে উভয়ে স্পর্শও করা উচিত নয়,—আর, এ-স্পর্শ যদি কুৎসিত হয় অথচ কন্যার কাম-মর্য্যাদার হানিকর না-হয় তাহ'লে বরং প্রায়শ্চিত্তার্হ।

আবার, এ-রকম স্থলে মেয়ের observation আরও keen হওয়া উচিত, পুরুষের পুরুষত্বকে আরো কঠোরভাবে ফাঁকে থেকে observe করাও উচিত। ইহাতেও যদি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও তৃপ্তি অটুট থাকে, তখন offer দেওয়া বা বাগ্‌দান করার বিষয় বিবেচনা-সাপেক্ষ এবং ইহাই আমার সমীচীন ও সুন্দর ব'লে মনে হয়।

প্রশ্ন। কাহারও স্ত্রী যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ষিতা হয় সে-ক্ষেত্রে কি হইবে?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহিতা কোন স্ত্রী অনিচ্ছসত্ত্বে ধর্ষিতা হইলে শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মে সংস্কৃত হইলেই হইল। * অনিচ্ছাসত্ত্বে ধর্ষিতা হইলে due to disinclination তাহার মস্তিষ্কে সাধারণতঃ এমনতর কোন দুষ্ট scar-এর সৃষ্টি হয় না যা'তে breeding element একদম দুষ্ট হইয়া যায়। তাই, শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মানুসারে ধর্ষণের অপকৃষ্টতাকে অপসারিত করিয়া বাহ্যিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে recoup করিয়া লইলেই অনায়াসে চলিতে পারে, তাই তার বধূত্বও খারিজ হয় না। এমতাবস্থায় সে-স্ত্রীকে ত্যাগ করার মহাপাতকে—physical aspect affected হইয়া physical distortion আনিয়া, এমন-কি পুরুষ ও পরিবারের সমস্ত বংশশুদ্ধও দুষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আমি স্বচক্ষে এমনতর বহু পরিবার দেখিয়াছি। কোন সমাজে দু'পাঁচটি এমনতর case হইলে সেই সমাজটি পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশের পথিক হইয়া দাঁড়ায়!

প্রশ্ন। বাংলার আর্য্যসমাজ আবার পুষ্ট ও জনবলে বলীয়ান হ'য়ে উঠতে পারে কেমন-ক'রে? শুনতে পাই, এদেশে নারীর সংখ্যাও নাকি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারী যদি যথানিয়মে বিবাহিতা হয়, পতিতাকে যদি যথানিয়য়মে সংস্কৃত করিয়া সমাজে গ্রহন করা যায়, আর ইষ্ট ও কৃষ্টিকে আপ্রাণ অনুসরণ করিয়া সম্ভবমত বহু-বিবাহ প্রচলন করা যায়,—এটা অতি

---

* পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—

"সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী ম্লেচ্ছৈর্ব্বা পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু॥
বলাদ্ধৃতা স্বয়ং বাপি পরপ্রতারিতা যদি।
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি॥"
স্ত্রিয়া ম্লেচ্ছস্য সম্পর্কাচ্ছুদ্ধিঃ সান্তপনে তথা।
তপ্তকৃচ্ছং পুনঃ কৃত্বা শুদ্ধিরেষাভিধীয়তে॥
সংবর্ত্তেত যথা ভার্য্যাং গত্বা ম্লেচ্ছস্য সঙ্গতাম্
সচেলং স্নানমাদায় ঘৃতস্য প্রাশনেন চ॥" —অত্রিসংহিতা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নিশ্চয় যে, অল্পদিনের ভিতরই দেখিতে-দেখিতে আর্য্যদ্বিজ-সমাজ উপযুক্ত, মস্তিষ্কবান, স্বাস্থ্যবান, বিশ্বস্ত ও কর্ম্মপটু জনপ্রাবল্যে মুখরিত হইয়া উঠিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

প্রশ্ন। শাস্ত্রে আছে শুনতে পাই, অসবর্ণ বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ—আপনি তবে এ অশাস্ত্রীয় বিবাহ প্রচলিত করারই বা এত পক্ষপাতী কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই কলিযুগে বহুকাল ধ'রে এই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে।* ভগবান বুদ্ধদেবেরও অনেক আগে এই ভারতবর্ষকে তখনকার civilized nation-রা এমনতর সম্মানের চক্ষে দেখত; তা'তে ভারতকে পূজা করা-ছাড়া invade করার পরিকল্পনাই কারু মনে উদিত হয়নি! আপনাদের ইতিহাসও নাকি এমনতরই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে? !

তারপর, যখন এই আর্য্য-কৃষ্টিকে এই কৃষ্টির ভক্তগণ বৃত্তি-স্বার্থপর হ'য়ে অবহেলায় অমর্য্যাদা করতে সুরু ক'রে দিলে, যুগাদর্শ বহুদূরে থাকায় মানুষের স্মৃতি যখন তাঁর influence হারিয়ে ফেলতে লাগলে, বৃত্তি-প্রভুত্ব বৃত্তিমাফিক চলনেই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করতে আরম্ভ করলে—তখন-থেকেই এল অধঃপতন, আত্ম-কলহ,—অন্য civilized nation-দের উৎপ্রগতির আবহাওয়ায় এরা আর সঞ্চেতন ক'রে রাখতে পারলে না,—তারা ভক্তি হারাল, ভারতবর্ষকে আক্রমণ করতে সুরু ক'রে দিল!

---

* ৮৫ নং পদটিকা দেখুন।

ভারত যখন স্বাধীন ছিল তখন এই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিল। আর আজও ভারতের যে-সব রাজ্যে হিন্দুগণ তাঁহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন সে-সব প্রদেশেই অনুলোম অবসর্ণ বিবাহ এখনও চলিতেছে। নেপাল, ত্রিবাঙ্কুর এবং মহারাষ্ট্রে এই অনুলোম বিবাহ আজও তাদের আর্য্যসমাজকে অটুটভাবে পরস্পর-সংবদ্ধ রাখিয়াছে।

! গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস ভারতে আসিয়া পাটলিপুত্রে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বহু বৎসর বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ যে তখন ভারতে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশ যে বহিঃশত্রুকর্তৃক চির অপরাজিত এবং অজেয় তাহা তিনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

'Megasthenes Report'—শ্রীরজনীকান্ত গুহ কৃত বঙ্গানুবাদ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তার কিছুদিন পরে থেকেই আপদ্ধর্ম্মের মতন এই অনুলোম বিবাহকে তখনকার মনীষীরা স্থগিত ক'রে রেখেছিলেন,* কারণ, এর ভিতর-দিয়ে শত্রুদের অনেক অনিষ্ট আচরণের হয়তো সম্ভাবনা হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধিদ নিয়মের স্থগিতি ও অবহেলা মানুষকে নির্ব্বীর্য্য ক'রে তুলতে লাগল। তা' তো তুলবেই! বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট পরিপূরণ যদি না হয়, বৈশিষ্ট্য কি দুর্ব্বল, অপহৃত হ'য়ে ওঠে না?

তাই হ'য়ে দাঁড়াল;—তাই এখন আর ওকে নিরস্ত ক'রে রাখলে আমাদের সত্তা এমনতর জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে যার ফলে annihilation অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে! ‡ আমি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহকে চালাইনি;—বহুপূর্ব্ব থেকে মনীষীদের experience ওকে আহরণ ক'রে শাস্ত্রে অর্থাৎ শাসনে মানুষের বাঁচা-বাড়ার অনুকূলে নিয়োগ করেছিল। আমি দেখে, শুনে, বুঝে ঐ আপদ্ধর্ম্মী স্থগিতিকে নিরসন করতে বলছি মাত্র। মানুষ যদি ঐ শাস্ত্র-ঘোষণাকে অমূলক অভ্যাসী সংস্কারের পাথর-চাপায় রোধ বা স্থগিত

---

* বাংলার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অসবর্ণ বিবাহ—'আদিত্য' ও 'বৃহন্নারদীয়' পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া—বাংলায় স্থগিত করিয়াছিলেন।

বৃহন্নারদীয় এবং আদিত্য পুরাণের বচন উল্লেখ করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলিয়াছেন—

"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।" —উদ্বাহতত্ত্বম্

‡ "Whereas continuous and close inbreeding among the higher animals may lead to general deterioration and sterility; these consequences may be obviated and the relatively infertile rejuvenated by access to new environment."

'Introduction to Sexual Physiology'—Marshall, F.R.S.

"When artificial limitation takes place naturally strong and fertile stock produces very probably no more scions than a feeble and infertile one. Hence in the upper classes, where such limitation is commonly practised, degeneracy is constantly tending to show itself, and happily, is constantly being checked by the infiltration of new blood from below."

'Darwinism and Modern Socialism'—F. W. Headley, F.Z.S.

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ক'রে রাখে, ফল হাতে-হাতে ফলছে ও আরো তীব্রতর সম্বেগে যে অতি সত্বরই ফলতে থাকবে—তা' আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না!

ইহা কলিতে নিরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ হয়নি,*—তা'-ই যদি হ'ত তবে এখনও

---

* বেদে, প্রত্যেকটি সংহিতায় অন্যান্য বহু মনীষিগণের বাক্যে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন রহিয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—

"আদিত্যপুরাণে আছে, 'মহাত্মাগণ লোক-রক্ষার্থ কলিকালে এই সকল ধর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন (১) দত্তাকন্যার পুনর্দান, (২) দেবর দ্বারা পুত্র-উৎপাদন, (৩) দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, (৪) দ্বিজাতির অসবর্ণ বিবাহ, (৫) দত্তক ও ঔরস, এই দ্বিবিধ পুত্রের অতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার পুত্রকে পুত্র লিয়া গ্রহণ, (৬) শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, গোপালক, কুলমিত্র, ও যাহারা ফসলের অর্দ্ধভাগ দেয় এমন কৃষক—এই সকল ব্যক্তির অন্নভোজন।"

তাহারা আরও বলেন, "বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে—পণ্ডিতগণ কলিকালে এই সকল ধর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন, যথা দত্তাকন্যার পুনর্দান, দেবর দ্বারা পুত্র-উৎপাদন, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিজাতির অসবর্ণ বিবাহ, (৭) কমণ্ডলু ধারণ ও (৮) সমুদ্রযাত্রা।"

কিন্তু শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধান এই "যেখানে বেদ স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ দেখা যাইবে, সেখানে বেদের বিধিই প্রামাণ্য। আর যেখানে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ থাকিবে সেখানেই স্মৃতির বিধিই প্রামাণ্য।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্ধৈধে স্মৃতির্বরা॥" —ব্যাস সংহিতা। ১—৪

এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমাদের উদ্ধৃত বহু বেদ, মনু ও পরাশর সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধির বিরুদ্ধে আদিত্য পুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন অগ্রাহ্য।

আবার, কোন্ কোন্ মহাত্মা বা পণ্ডিত ঐ নিষেধ বিধি দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ঐ দুই পুরাণে নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনু প্রভৃতি স্মৃতি-সংহিতাকারগণের তুলনায় নগণ্য। ....

ঐ দুই উপপুরাণের ঐ সকল বিধি কোনদিন কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হয় নাই ও তাহা নগণ্য।

আবার, ইহাও খুব সম্ভব যে, আধুনিক সময়ে ঐ দুই বচন ঐ দুই উপপুরাণ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।...

আপত্তিকারীরা ভুলিয়া যান যে, মনুসংহিতা ও মহাভারতাদি কলিকালেই রচিত, তাহা কলিকালেরই ধর্ম্মশাস্ত্র; পরাশর এই কলির জন্যই ব্যবস্থা দিয়াছেন। কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও অর্জ্জুন এই কলিকালেই বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ, ভীম, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি এই কলিকালেই অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন।" —'মহাভারত-মঞ্জরী'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কেন অনেক জায়গায় চলছেই,—বরং কোথাও-কোথাও আপদ্ধর্ম্ম হিসাবেই এর নিরোধ বা স্থগিতি ঘটেছিল। আর এটা এমনতরভাবে চলতো যে সবর্ণ বিবাহের পর, যদি প্রয়োজন হয়, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হওয়াই সমীচীন—আমিও তাই-ই বলছি। *

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি তো সমাজে অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ পুনঃ প্রচলন করবার কথা আমাদের বার-বার ক'রে বলছেন; কিন্তু কাজে তা' করতে গেলেই তো বিপদ! এ-রকম একটা আদর্শ স্থাপন করতে যে এগোয়, তাকে সম্মান করা তো দূরের কথা—অনেকেই তো তাকে কামুক, দুশ্চরিত্র ইত্যাদি ব'লে গালাগালি দিয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। কথায় বলে, 'চোরনী মাগীর ডাঙ্গর গলা'—তার মানে হ'চ্ছে এই, যার ভিতরে তার বুদ্ধি ও চলনা-মাফিক যতখানি error থাকে, তা' যা'তে কোন-রকমে লোকের কাছে exposed না হয় তার জন্য, সে irresponsibly and abnormally without any reasoning, consideration, inferential insight and outlook এমনতরভাবে protest করতে থাকে, যে-protest দেখে মনে হয় সে-যে কখনও অমনতর চিন্তারও স্থান দিয়েছে তা' ভেবেও উঠতে পারা যায় না—কাজে ফলান তো দূরের কথা!

কিন্তু একটু inquistive interest নিয়ে যদি তলিয়ে দেখা যায়, generally দেখতে পাওয়া যাবে—তাদের তজ্জাতীয় inner character অত্যন্তই rotten, সে সমাজের জলে ডুব মেরে কত অপকর্ম্মই যে

---

* "গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।।৪
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মাণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।।"১২
—মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

গলাধঃকরণ করছে তা' দেখলে অবাকই হ'তে হয়! সাধারণতঃ তাদের করা ও বলার সাথে কোন-রকম সৌহৃদ্যই খুঁজে পাওয়া কঠিন। যে হয়তো হরদম চুরিই করছে কিংবা লাম্পট্যই যার inner character, সে খুবসে গলাবাজি ক'রে সাধারণতঃ বলতে থাকে,—চোর বা লম্পটের মুখ দেখতে তার সবখানা অন্তর ঘৃণায় উথলে ওঠে! তাদের কাছে অনুলোম অসবর্ণ বিয়ের কথাই বলুন, কোন social reformation-এর কথাই বলুন বা সমাজের যে-কোন interest নিয়েই deal করুন না কেন,—তার rotten complex-এর গায়ে যখনই হাত পড়বে, সে ferociously moralist হ'য়ে দাঁড়াবেই কি দাঁড়াবে—যদিও irresponsible লাম্পট্য-ব্যাপারে তাদের বিশেষ-কোন কঠোরতাসূচক আপত্তি না-ও থাকতে পারে। এরা এমনতর-ক'রে তো চলেই, আর বিদ্যাবত্তার লাঙ্গুল দিয়ে কত নিরীহ অল্প-বুঝদের যে কর্ম্ম নিকেশ করে তার তো ইয়ত্তাই নেই।

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের অপলাপ হ'য়ে এই আর্য্য-সমাজটা যে কতখানি disintegrated into lumps হয়েছে, আর eugenic uplift-এর দিক দিয়ে newer blood-এর nurturing না-পেয়ে সমাজের individual-গুলি যে কতখানি সব-দিক দিয়ে দৈন্যের অধিকারী হ'য়ে উঠেছে ও উঠছে তা'-কি তারা ভাবতে পারে? Without the supply of filtered progressive newer blood জাতির আয়ু, বৃদ্ধি, বল, বর্ণ ইত্যাদি সবই যে deteriorate করতে থাকে তা'-কি তাদের ভাববার অবসর আছে?

এটা ওরা বুঝেই দেখে না, মানুষের উন্নত চলনার পথ যেখানে যখন যেমনতরভাবে যতটা আহত বা অবরুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়, জাহান্নমে চলনার পথও বিকৃত-প্রকৃতি-প্ররোচনায় সেখানে তখন তেমনতরভাবেই ততখানি উন্মুক্ত হ'য়ে ওঠে—তাই, uplifting eugenic law-ও যেখানে যখন যে-কোন-কারণেই হউক যেমনতরভাবে যতটুকু prorogued হয়েছে, জাহান্নমী প্রতিলোম-আকাঙ্ক্ষাও মানুষের sexual egoistic inferiority-র ইন্ধন হ'য়ে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তেমনতরভাবে মাথা-তোলা দিয়েছে। হয় উন্নতির পথে আগুয়ান হও, নয় সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন কর—তুমি কিছুতেই মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না—এই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক বেদ; কিন্তু এই সহজ সরল সত্যটা কি তারা বুঝতে চায়? নিজেরা exposed হবার ভয়ে জাতটা জাহান্নমে যায় তা'তে তাদের ক্ষতি কী? বাপের নাম থাক বা না-থাক, নিজের ঘৃণ্যতাকে লোক-চক্ষুর আড়ালে রেখে, moralistic সাধু সেজে, লোক ঠকিয়ে, বাহাদুরি নিয়ে চলতে পারলেই তো তাদের পক্ষে যথেষ্ট! These mass-effiminate scoundrels always resist to support this natural progressive eugenic law though their inner sexual character is generally weak and polluted. অমনতর রকমটা দেখলেই যদি আপনারা immediately surmise ক'রে নেন, ঐ-জাতীয় প্রাণীদের যে inner sexual life damaged বা rotten, তা'তে প্রায়শঃই আপনাদের ভুল হবে না ব'লেই তো আমার মনে হয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৫

প্রশ্ন। আচ্ছা, বাঁচতে যদি চাই-ই তবে বাঁচার মত ক'রে আমরা আজ পর্য্যন্ত বাঁচতে পারলাম কৈ? আজও তো ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক শক্তির উৎস হ'য়ে ওঠেনি—মানুষের নির্জ্জীবতা, অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতা ও যাদু-দেখার বিকৃতবুদ্ধির খোরাক জুগিয়ে রাষ্ট্র-শক্তিমানের দৃপ্ত তর্জ্জনী-হেলনে বুভুক্ষু কুক্কুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে—কঃ পন্থা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই তো! মানুষ সাধারণতঃ বাঁচার মত বাঁচতে চলল কই? বৃত্তি-স্বার্থোন্মুখ মানুষ তার বৃত্তির water-tight compartment-এ থেকে, সেই বৃত্তিগুলিকে নিজের being বা আমি ক'রে নিয়ে, তারই উদ্দীপ্ত বুভুক্ষার চাহিদায়, তারই তৃপ্তি-সাধনার্থ সেই বৃত্তিসিদ্ধি-জ্ঞান-লোলুপ হ'য়ে, শুধু তারই পরিতৃপ্তির জন্য ছুটলো—তার প্রত্যেক বৃত্তি তার being-কে সেই রঙ্গে রাঙ্গিয়ে প্রত্যেকবার প্রত্যেক মানুষ গ'ড়ে তুলল!—অথচ কোন বৃত্তির সমাধান তার কোন বৃত্তি দিয়েই হ'য়ে উঠলো না—ফলে, নিবিড় ignorance-এর কাল-কুটিল problem-সমষ্টির হাহাকারে দিগ্‌বিদিকশূন্য টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভোগ-সম্পদে তার সুরত বা libido-কে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে নিশ্চেষ্টতায় গা' ঢেলে দিল! এই এত-বড় একটা being—মানুষ—যার নাকি আব্রহ্মস্তম্ব-পর্যন্ত অজর, অমর,—প্রত্যেক কণাটি যার অমৃত দিয়ে গড়া, অমর, অনাদি সনাতনেরই আত্মজ্জন যা'-কিছু সব—সে-ই হ'ল দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত জরামরণশীল!*

সে যদি normally ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হ'ত, তার বৃত্তিগুলি যদি interlinked

---

* "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ॥
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥" —গীতা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হ'ত with the interest of his Ideal, সে যদি তার যা'-কিছু সব দিয়ে, ইষ্টস্বার্থ-বুভুক্ষু অন্তরকে সার্থক করার আকৃতিতে তার জগৎ ও জগতের প্রত্যেকটিকে আহরণ ক'রে, শুধু তাঁকেই পূজায় প্রসন্ন করার মানসে আবেগোদ্দীপ্তভাবে চলত এ-দুনিয়ায়—তার ইষ্টস্বার্থের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে মাপতে তার দুনিয়া ও দুনিয়ার—প্রত্যেক যা'-কিছুকে,—তার এই নিবিড় ভক্তি পেত জ্ঞান, পেত চলার পথ, জয় করত তার সম্মুখে যা'-কিছু-সব বাধা, বাধাগুলি হ'ত তার অমৃতাগ্নির ইন্ধন, আর তার চলন সৃষ্টি করত—সেবা, সাহচর্য্য ও সহানুভূতিতে ইষ্টপ্রতিষ্ঠার আবেগময়ী দীপ্তি,—যা'তে-নাকি তার চলার পথের পারিপার্শ্বিকের যা'-কিছু একটা বিরাট মুক্তির আলোকে আলোকিত হ'য়ে—অমরত্বের মহান অমৃতে স্নাত হ'য়ে উঠত!* এ ভাবতে গেলেও আমার কল্পনার চক্ষু কেমনতর যেন দীপ্তিময় হ'য়ে ওঠে। ভুল কিন্তু বেশীতে নয়—একটুতে; সেই একটু ভুলই একটা বিরাট মরণস্রোত সৃষ্টি ক'রে তুলেছে—তা' না?

প্রশ্ন। বৃত্তিরও তো টানই, আর Ideal-এর প্রতি ওই টানটা এলেই তো এতখানি হয়—সেই টানটা মানুষের আসে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ এই libido বা সুরত কোন-কিছু liking-এর ভিতর-দিয়ে যেখানে 'ligared' হ'য়ে থাকে, মানুষের বুভুক্ষা ও tendency of move তেমনতর হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষ তাই সাধারণতঃ তার liking-এর অনুকূল বা favourable যা' তা'তে inclined হ'য়ে পড়ে, প্রতিকূল যা' তা'

---

* "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।"
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ২১ শ্লোক

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" —উপনিষৎ

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।" —গীতা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সে মঙ্গলজনক হ'লেও বুঝতে চায় না—তার প্রতি থাকে একটা সাধারণ disinclination. Superior যা'-কিছু তার উপর মানুষের একটা respect থাকলেও—এ respect-টা শুধু expression of one's own becoming হ'লেও—তার প্রতি inclination-এর সাধারণতঃ অভাবই দেখা যায়।

আর, ঐ Superior Beloved, ইষ্ট বা Ideal-এ মানুষ যখন attached হ'তে চায়—তাঁকে ভোগ করার জন্য নিজের being and becoming-এর আকৃতিতে, অমনি ঐ superior Beloved-এর প্রতি একটু attachment-এর টানে, অন্য অনেক বা সমস্ত বৃত্তিগুলি—যেগুলি তার libodo-তে impulse পড়ার দরুন মস্তিষ্কে গ্রথিত হ'য়ে আছে বা ছিল—তাদের ভিতরে conflict বাঁধতে সুরু করে। তখন সেই বৃত্তিগুলি তাদের রঙ্গে রঙ্গিয়ে, মানুষের being-টাকে চুরি ক'রে তাদের ভোগক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে চায়। এর ফলে ইষ্টস্বার্থ হওয়া মানুষের কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়।

Superior Ideal-এ attachment যার যত বেশী, সে তেমন তার বৃত্তিগুলিকে ignore ক'রে ইষ্টস্বার্থপরায়ণ ক'রে তুলতে পারে;—নতুবা ঐ complex বা বৃত্তিগুলি পারিপার্শ্বিকের বহুরকম impulse-এ উদ্দীপ্ত হ'য়ে, প্রত্যেক রকমে মানুষের being-কে inclined ক'রে ভোগতৃপ্তির মানসে ছিনিয়ে নিয়ে যায়;—এই হ'চ্ছে একটা কারণ, যার জন্য মানুষ ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠতে পারে না।

গীতায় আছে—

> "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

এই বৃত্তিগুলিই being-টাকে রঞ্জিত ক'রে তোলে—আর তারই রকমে; তাই মায়া হ'চ্ছে যা'-নাকি পরিমিত করে।* তাই, মানুষ যদি এমনতরভাবে

---

* মায়া=মা-ধাতু (পরিমাপনে)+করণে য'+আ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

born and brought up হ'ত—যা'তে-নাকি ইষ্ট instinct তার ভেতরে জ্বল-জ্বলে sensitive হ'য়ে থাকত,—মা, বাপ, পরিবার, পারিপার্শ্বিকের ভিতর-থেকে তদনুযায়ীই impulse পেত, তবে বোধ হয় এমনতর দুরদৃষ্টে প্রত্যেকে এমনভাবে নিষ্পেষিত হ'ত না!

প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য জাতিগুলি যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গ'ড়ে তুলেছে—তা'তে তো এ-ধর্ম্মের বিশেষ কোনই স্থান নেই? খুঁটি-নাটি স্বার্থ নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছে—কিন্তু কৈ সব জাতির মিলন-ভিত্তি যে ধর্ম্মই, তা' তো আজও কারু কোনই আলোচনার বিষয় হ'য়ে ওঠেনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আরে পাগল! অত মানুষ যে কেউ এক-সূতোয় গেঁথে ফেলে, তা' কি-দিয়ে? তা' ঐ interest.

যিনি মানুষের being and becoming-এর interest-কে যত fulfil করতে পারেন, তাঁ'তে তত মানুষ ঐ fulfilment-অনুযায়ী গ্রথিত হ'য়ে ওঠে। এই-যে আপনাদের মুখেই শুনি, Mussolini টপ্-ক'রে কী ক'রে তুল্‌ল, হিটলার দেখতে-দেখতে সারা জার্ম্মাণীর interest হ'য়ে উঠল,—ও কি অমনি ভেল্কি, না নানারকমে service দিয়ে, কথায়, চালে, চলনে, সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে মানুষের being and becoming-কে with an uphill acceleration তুলে ধরা?

তবে ধর্ম্ম নেই কোথায়? ধর্ম্ম-কথাটা উচ্চারণ না-ক'রে কাজে করলেই যে ধর্ম্ম হবে না—তার কী মানে আছে? Action and expression-এ with demonstration যা' হয় তা'-ই perfect ব'লে মনে হয়—তবে এগুলি মানুষের সবদিকটা comply করে কি-না সে অন্য কথা।

মানুষের যে-ধর্ম্ম যা'কিছু-সবটা comply ক'রে becoming-কে

অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিশ্ব পরিমিত বা পরিমাপিত হইতেছে। আমাদের বৃত্তিগুলি আমাদের সত্তাকে বিভিন্নভাবে পরিমিত করিয়া রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

accelerate ক'রে তোলে, সে-ধর্ম্মে সাধারণতঃ সমস্ত দ্বন্দ্ব—প্রত্যেক individual-এর ভিতর-দিয়ে, প্রত্যেক পরস্পরের মধ্যে ever-embracing attitude-এ—চলে with sympathy, service and nourishment!*

প্রশ্ন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় তো কর্ম্মহীনতার মধ্য-দিয়ে গজিয়ে উঠতে পারে না? সর্ব্ব-মানবের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়-সাধনাই তো আজ মানুষের সব-চেয়ে বড় চাহিদা—জগৎময় ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবনের পরিপূর্ণ সার্ব্বাঙ্গিক সমন্বয় আজ কি-ক'রে practical হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন-রকমে না-চ'লে কি কিছুকে অতিক্রম করা যায়? মানুষকে যদি becoming-এর পথে চলতে হয়, তবে কর্ম্ম করতেই হবে, আর সেই চলার ভিতর-দিয়ে আহরণ করতে হবে being-এর পোষণীয় খোরাক আর becoming-এর চলাটাকে সুচারু ও নির্ব্বাধ করার লওয়াজিমা,—এইতো হ'চ্ছে কথা! তাই যেমন ধর্ম্ম, কর্ম্ম-সমন্বয় তেমনি হ'য়েই আছে,—আর এতেই ততটুকু perfection!

প্রশ্ন। মনে-মনে কল্পনা করি—পৃথিবীর সর্ব্বরাষ্ট্রের এক মহামিলনভূমি প্রতিষ্ঠিত হবে বাস্তব ধর্ম্মের গূঢ় সত্যের উপর। আর তা' যে শুধু সর্ব্বজাতীয় মানুষেরই সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, কর্ম্ম ও জীবনের যত-কিছু প্রবৃত্তিরই নিয়ন্তা হবে, তা' নয়; বিভিন্ন গ্রহ-তারার সঙ্গে স্থাপিত হবে এই ধরণী-রাষ্ট্রের নিগূঢ় যোগ,—এই মর্ত্ত্য-মানুষ চলবে একটা মৃত্যুহীন অনন্ত প্রগতির দিকে! আমাদের এ উন্মত্ত স্বপ্ন কি কখনও সত্য হ'তে পারবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই কল্পনা যদি অধীর-আবেগসম্পন্ন না হ'য়ে মানুষের কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আলোড়িত ক'রে practical pose-এ যথাযথভাবে worked out না হয়, তবে কল্পনার করা কল্পনারই মহামিলন সৃষ্টি করবে সন্দেহ নাই! কল্পনার স্বর্গে কল্পনারই বাস করার অধিকার! আমনপ্রাণ রক্ত-মাংসসঙ্কুল এ

---

* "যতঃ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" —বৈশেষিক-দর্শন

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জীবের করার দরজা-দিয়ে না গেলে সার্থক হবার পথ তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না—আপনারা কী বলেন?

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে 'কল্পনারই করা কল্পনারই মহামিলন সৃষ্টি করবে' বললেন, বেদান্তও তো তারই খোরাক জুগিয়ে আসছে। বেদান্তের অজরত্ব, অমরত্ব, বেদান্তবিৎ-এর পারিপার্শ্বিক জগতেই—এমন-কি নিজের জীবনেই তো মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না? তা'-ও কল্পনার জগৎ-ছাড়া আর কি? বেদান্তের অজরত্ব ও অমরত্বের কল্পনার realisation কি মানুষের দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আজও সত্যি-সত্যি দূর করতে পেরেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদত বা আসলের ছায়া বা ছাপ—যা' মস্তিষ্ক ধ'রে রাখে—তাকে মনন-দিয়ে বিন্যস্ত ক'রে, ঈপ্সিত যা' তা' পাওয়ার আকৃতিকে materialise করতে গেলে যা' করতে হয় তারই ভিতর কল্পনা* বাস করে। এক-কথায়, কল্পনাকে brain materialisation-ও বলা যায়—যার সম্বেগে physical manipulation-এ উদ্দীপ্ত হ'য়ে মানুষ তা' materialise-করে।

মানুষের জীবন নিজেকে নানারকমের ভিতর-দিয়ে enjoy করার প্রলোভনে নিজেকে পোষণ ক'রে with all his property further becoming-এর পথে চলে। তখনই তার হয় জানতে, আর জেনে নানারকম নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে manipulate ক'রে—বহুতে ব্যাপ্ত হ'য়ে self-enjoyment-এর আকৃতিতে সংবৃদ্ধ হ'তে চায়। তাই, তাহ'লেই এথেকে আমরা দেখে নিতে পারি—being-এর একটা আদিম instinct-ই হ'চ্ছে জীবন ও বৃদ্ধি। সে চায় অজর, অক্ষর হ'য়ে উপভোগ করতে-করতে eternal becoming-এর পথে চলতে। মানুষের যত রকমের problem-ই

---

* কল্পনা=কৢপ্ হইতে। কৢপ্-ধাতু মানে সামর্থ্য, যোগ্যতা। তাই সংস্কৃত 'কল্পনা' কথাটির অর্থ রচনা, উদ্ভাবনী শক্তি।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

থাক না কেন, সবের গোড়াতেই শেষে দাঁড়ায় এই problem. তাই, সে চায় এরই সমাধান করতে—যেমন-ক'রেই হোক, এই পেয়ে-পেয়ে eternally চলতে।*

তাহ'লেই বুঝুন, বেদান্ত একটা অলস কল্পনার খোরাক জুগিয়ে, কল্পনার কৃতিকে ignore ক'রে একটা বেপরোয়া জরামরণ-পরায়ণ বেকুব হ'তে শেখায়নি। সে শিখিয়েছে বলতে—অমৃতযোনিই তোমার উদ্ভব, তুমি অমৃত—দুঃখ, মরণ, জরা, ব্যাধি তোমার কিছু নেই,—তুমি নিত্য, শাশ্বত, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন। আর তুমি যদি তাই হও,—সর্ব্বশরীর মনপ্রাণে ইহা স্বীকার কর, ভাব ও বল; তবে তোমার সব-চলাকেই এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর—যা'তে তুমি তোমার ঐগুলিতে অটুট ও নিনড় হ'য়ে অবিরাম ক্রমোন্নত ভোগের ভিতর-দিয়ে, কত-কত রকমে নিজেকে উপভোগ করতে-করতে eternal becoming-এর দিকে নিরন্তর হ'তে পার।

ঋষি-ঘোষিত বেদান্তের impregnated and expressed intention-ই হ'চ্ছে এই। তাহ'লেই দেখুন সে-বেদান্ত আমাদের কী? বেদান্তের কথা বলি, কিন্তু যেমনতর-ক'রে চললে তাকে অনুসরণ করা হয়, তা' না চ'লে তাকে যদি আমাদের বৃত্তি বা complex-এর উপভোগ-সমাধানের লওয়াজিমা ক'রে চলি, তবে লাখ বেদান্ত আমাদের কী করতে পারে? আমাদের being-কে তো rule করবে অবস্থা ও সময়ানুযায়ী complex-গুলি—না আর কী?

কল্পনা যখন brain-এ adjusted and materialised হ'য়ে করাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে না, সে-কল্পনাকে বোধ হয় ইংরাজীতে imagination বলে।

---

* "Creation, activity, movement is the essential quality of the real—is the Real, and life is an Eternal Becoming, a ceaseless changefulness."

—S. Alexander, Space, time and Deity

"সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মা ন ভুবম্ ভূয়াসমেবেতি।
ন চাহননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈযা ভবত্যাশীঃ। এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে।"

—ব্যাস

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাহ'লেই বুঝুন, সে-কল্পনার জগতে—যে-কল্পনা করাতে উদ্বুদ্ধ ক'রে material manipulation-এ materialise ক'রে তোলে না—কল্পনার সব-ছাড়া আর কী হ'তে পারে? এই রক্তমাংস-সঙ্কুল জীব আমাদের সাথে তার কতখানি নিবিড় সম্বন্ধ থাকতে পারে?

প্রশ্ন। তবে আপনিও তো বলছেন, বেদান্তের ঐ অনুভূতিও একটা জীবন্ত কল্পনাই—তবে এ-কল্পনা নিয়ে অলস হ'য়ে থাকলে চলবে না, এ-কল্পনাকে বাহিরের জীব-জগতেও materialise ক'রে তুলতে হবে—আর তারই zeal যা'-কিছু জোগায় Vedantic realisation?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, এগুলি brain materialisation out of observations from the processes and pursuits of the Being on its way through enjoyment towards eternal becoming আর তার থেকেই যা'-কিছু teaching of বেদান্ত—আর সে adjustment এমনতর, মানুষ অনুসরণ করতে গেলেই in details, পরতে-পরতে তার fulfilment দেখতে পাবেই—তা' সবারই সমানভাবে নানারকমের ভিতর-দিয়ে।

প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্ব্বমানবের মহামিলন-ভূমির ঐ কল্পনাও আমাদের কেমন-ক'রে তবে করায় বাস্তব ক'রে তোলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পারম্পর্য্যানুযায়ী যেমন-ক'রে করলে তা' পর-পর সমাধান হ'য়ে একটা অন্যটাতে উপচে ওঠে—করার পদ্ধতিই তাই। আমরা যাই-কিছু করি না কেন,—যখনই অমনতর-ক'রে পারম্পর্য্যানুযায়ী ক'রে যাই, তখনই তা' কৃতকার্য্যতায় সার্থক হ'য়ে ওঠে। আর তা' না-ক'রে, করার বহর যতই বাড়াই না কেন, যতই লাফালাফি করি না কেন, কিছুতেই তা' হ'য়ে ওঠে না। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারেই তো এইগুলি সব দেখছেন—যদি না-দেখে থাকেন, নজর করুন, দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন। আপনি যে জ্যান্ত আদর্শের কথা বলেন, তাঁ'তে attached হ'য়ে চললেও তো দেখা যায় মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই একটা surfeit-এ এসে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পৌঁছায়, মানুষের উন্নতি আরো-আরো প্রসারের দিকে দ্রুত অগ্রসর তো হয় না? দিন-দিন বেড়েই তো যাওয়া উচিত—একটা থেমে-যাওয়াই তো অনেকের এসে হাজির হয়,—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চলতে গেলেই একটা goal-এর দরকার *—আর এই goal না-থাকলেই, সব-চলনই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দিশাহারা হ'য়ে সাবাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। করতে গেলেই, কি-ক'রে তা' করতে হবে তা' জানা চাই—আর তা' না-জানলে যে-জন্যে যা' করা হ'চ্ছে, লাখ করায়ও তা' হয়ে উঠবে না।

তাহ'লেই এই চলা এবং করায় এমনতর একজন আদর্শ দরকার—যাঁর practical observation with a process adjusted হয়েছে to a perfection in the fulfilment of his Ideal—যাঁকে দেখে আমাদের এই চলাগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তা'র দিকে—আর, করাগুলিও নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তাঁ-থেকে। আর, তা' না-হ'লে, এই বৃত্তি-সাজান মাথা আমার, পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের সংঘাতে নানারকমে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হ'য়ে

---

* "The human mind is essentially partial. It can be efficient at all only by picking out what to attend to and ignoring everything also—by narrowing its point of view. Otherwise what little strength it has is dispersed, and it loses its way altogether. ... It is, then, a necessity laid upon us as human beings to limit our view."

'Selected Papers on Philosophy', p. 168—W. James

"When our activity is set toward a precise end, our mental and organic functions become completely harmonised. The unification of the desires, the application of the mind to a single purpose, produce a sort of inner peace. Man integrates himself by meditation, just as by action."

'Man the Unknown'—Dr. Alexis Carrel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নানান টানে নানারকমে ছিঁড়ে, জাহান্নমের অট্টহাসির অনাহত-শব্দে প্রলীনতায় সাবাড় হ'য়ে যাবে—এটা স্থির নিশ্চয়।

তাহ'লেই দেখুন, আমাদের being and becoming-এর পরম উদ্ধাতাই হ'চ্ছেন সেই জ্যান্ত আদর্শ, যাঁকে দেখে চলতে পারি,—হিজিবিজি দিশেহারা না-হ'য়ে যা'-থেকে করতে পারি—হিজিবিজি না-ক'রে, কৃত-কার্য্যতায় সার্থক হ'য়ে। আর, ওই যে বললেন, আদর্শ বা ইষ্টে attached হ'য়ে চললেও মানুষ কিছুদিনের মধ্যে surfeit-এ এসে পৌঁছায়—attachment যদি সত্যিকার হয়, সে-attachment যদি libido-কে uphill excite ক'রে তোলে,—তা'-কি হওয়ার যো আছে? তখন আপনার ঐ বৃত্তিগুলি *—যাদের, আদর্শে disinterested থাকলে, শাস্ত্রকারেরা রিপু বলেছেন—ঐ তারা আদর্শে interested হ'য়ে fulfilment-এর ভিতর-দিয়ে তাঁকে enjoy করতে গিয়ে, সমস্ত জগতের প্রত্যেকের সমাবেশে even in details এমনতর-ক'রে তুলবে, যা'তে বলতে বাধ্য হবেন, 'মরণ! তুমি ঢের দূরে দাঁড়াও, আমার এখনও কিছু করার সমাধান বা তৃপ্তি হ'য়ে ওঠেনি—আমার ঢের করবার আছে, ঢের ভাববার আছে, ঢের দেবার আছে! উপভোগের আমার অনন্ত উৎস অবিশ্রান্ত আবেগময় হ'য়ে, অফুরন্ত উধাও হ'য়ে ছুটেছে,—তুমি ছুঁয়ো না আমায়, আমার এ প্রস্রবণ ছুঁলে তোমার সর্ব্বনাশ নিরেট, নিথর, নির্ঘাত!' আর, যখনই দেখবেন কারু cessation এসেছে,—ঠিক বুঝবেন, এ-attachment তার intellectual কোন বৃত্তির পোষণোদ্দেশ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়,—libido Ideal-এ attached মোটেই নয়—অর্থাৎ তার সমগ্র সত্তা একটা আবেগময় ঝোঁক নিয়ে আদর্শে যুক্ত হয়নি—এর test তো আপনারা অনেকেই জানতে পারেন, একটু দেখলেই।

---

* "Everything depends on the faith you are able to put in the Instructor. Transference then becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet."

—Sigmund Freud

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

একটা মেয়ে-মানুষে যখন আপনার মন নিনড় হ'য়ে তাকেই centre ক'রে ফেঁপে ওঠে, তখন কি-ক'রে থাকেন? আপনার কওয়া, বলা, চাল-চলন, ভাব, ভঙ্গী, আদব-কায়দা কি-রকম হ'য়ে ওঠে? আবার তেমনি একটা মেয়ে-মানুষ যদি পুরুষে এমনি নিনড় হ'য়ে ফেঁপে ওঠে তাহ'লেই বা কেমন হয়? করুন না একটু অনুধাবন, সব বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন। আপনি তো বলেন, জীবন্ত আদর্শে আসক্তি জীবনকে প্রসারিত করে,—কিন্তু এই টানের পরিপন্থী যা'-কিছু তাই তো সংসার—ঐ টান থেকে যা' সরিয়ে নিয়ে যায়? ঐ সংসার আর ভগবানে আপোষ ক'রে যে আমরা চলি—তা' কি কখন সম্ভব? অনেকেরই তো একটা হতাশ আপসোসই হয় পরিণাম!

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই তো আমি বলি, মানুষের সংসারটা যখন ঐ Ideal-এর interest fulfil করার জন্যই কেবল হ'য়ে ওঠে, * তার পরিবার পরিজনও তেমনি interested হ'য়ে থাকে—সংসারটা তখনই অমৃতেরই হয়। কিন্তু তা' না-হ'য়ে যদি Ideal-এ শুধু intellectual attachment হয়, আর libido থাকে entwined with wife or otherwise—তখন যা' হবার তা'-ই হয়।

---

* "We need not fear any excessive influence. A more generous trust is permitted. Serve the Great. Stick at no humiliation. Grudge no offence thou canst render. Be the limb of their body, the bread of their mouth. Compromise thy egotism, never mind the taunt of Boswellism. Be another; not thyself, but a platonist; not a soul, but a Christian; not a nuturalist, but a Cartesian; not a poet, but a Shakespearian."

'Uses of Great Men'—Ralph Waldo Emerson

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আবার, সংসারের ভিতর কারু যদি Ideal-এ 'ligared' libido হয়, আর অন্যের যদি তা' না হয়, তখনই তার Ideal যেন ভগবান্ যীশুর ভাষায় ব'লে ওঠেন, 'Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against the mother-in-law.

'A man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son and daughter more than me is not worthy of me. He that findeth his life, shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.'

তা' তো হবেই—কারণ, যারা Ideal-এর interest-এ interested নয়, তাদের complex-গুলি তাদের দুনিয়া থেকে নানারকমে তাদের ভোগ-ইন্ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত, অশান্ত; আর, যে তার Ideal-এ interested, সে যদি এমনতর কোন পরিবার বা সংসারে বাস করে যাদের living Ideal ও তাঁর interested person-কে তাদের বৃত্তি-বুভুক্ষার উপকরণ-সম্বাহী করতে। কিন্তু সে always ব্যস্ত আছে তার Ideal-এর interest fulfil করতে,—তা'র যা'-কিছু সব বৃত্তির চাহিদা দিয়ে, আর তাই নিয়ে সে engaged. এ-স্থলে উভয়ের ভিতর সংঘর্ষ তো অনিবার্য্য—যতক্ষণ পর্যন্ত তার পরিবার, পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের জীবন, যশ ও বৃদ্ধির একমাত্র উপায় যে Ideal-এ interested হ'য়ে ওঠা, তা'-ছাড়া যে অন্য-কোন পন্থা নাই—তা'তে তার life, action and expression-দিয়ে through proper manipulation তারা convinced না-হয়। তাই, ভগবান্ যীশুর কথা সাদা-চোখে দেখতে গেলে অবসাদ ও হতাশার গানের মত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবপক্ষে পরিণাম-হিসাবে বড়ই আশার বাণী ও উদ্দীপনা নিশ্চয়। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ practical life-

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এর conflict-এর ভিতর-দিয়ে যেমনতর বোঝে বা তৈরী হয়, অতখানি আর-কিছুতে হয় কি না বোঝা যায় না। এটা ঠিকই জানবেন,—যে-attachment-এ libido attached হয়নি, সে-attachment-এ—যাঁর প্রতি মানুষ attached—তাঁ'তে তার complex-গুলি interested হ'তে পারে না! আপনার ছেলের প্রতি যে-attachment আছে, সে-attachment-এ আপনার libido * excited and 'ligared' ⁑ ব'লেই, তার interest-এ আপনি সর্ব্বতোভাবে অত interested,—আপনার complex-ই সাধারণতঃ এমনতরভাবে move করে না যা'-নাকি আপনার সন্তানের জীবন, যশ ও বৃদ্ধির অপলাপ ক'রে তোলে।

যেখানে attachment খুব মুখর দেখা যাচ্ছে, অথচ complex-গুলি interested হ'য়ে ওঠেনি মোটে,—সেখানে নির্ঘাতই বুঝবেন, এ-attachment বৃত্তিস্বার্থ শোষণী—consciously-ই হোক আর unconsciously-ই হোক—deliberate intellectual planning-ছাড়া আর কিছুই নয়কো। আর, সেই

---

* 'Libido'—Jung does not accept the Freudian views of the sexual etiology of the psychoneuroses, and although he uses the word libido in his general theory, this means for him general emotional energy, not specially sexual energy."

—'Encyclopoedia Britannica'

শ্রীশ্রীঠাকুর এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 'libido' কথাটি Jung-এর এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের সমগ্র সত্তার যে একটা ঝোঁক বা টান তাহাই 'libido.'

⁑ 'Ligare'—এই কথাটি একটি ল্যাটিন root; ইহার অর্থ—to tie, to bind. শ্রীশ্রীঠাকুর বহুস্থানেই এই অর্থেই ঐ ল্যাটিন root-টি ব্যবহার করিয়াছেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জন্যেই নির্ঘাত দেখতে পাবেন exuberance of common sense আরো dull হ'য়ে উঠেছে বা উঠছে। কেন-না সে তার ভোগবৃত্তির ইন্ধন-স্বরূপই নিজের Ideal-কে গ্রহণ করেছে—সে সোজা রাস্তা পেয়েছে তার বৃত্তিলিপ্সা-সম্পূরণের পথ—তার তথাকথিত Ideal-কে। সে দুনিয়ার দিকে চাইতে নারাজ, কারণ, ঐ লিপ্সা-চরিতার্থতার জন্য দুনিয়া খুঁজে বেহদ্দ হ'য়ে বেড়ান বেড়ায় না-ব'লেই দুনিয়ার সাথে conflict-ও কম হয়,—আর conflict কম হয় ব'লেই তা' adjust ও manipulate করতেও হয় কম,—তাই sense and experience-ও তার কমের দিকেই বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু libido-র uphill flowing attachment-এ—সে যত বেকুবই হোক না কেন—তার complex-এর সেই প্রিয়র interest fulfil করা—সুখ-প্রলোভনে নানা এৎফাঁকি planning করতে-করতে, চলতে-চলতে common sense সহজ ও কূট হ'য়ে এত দাঁড়ায় যে কিছুদিন পরে বোঝাই যায় না—এ' সেই-মানুষ!

আর-সব কথা ছেড়ে দিন,—একটা বেকুব মেয়ে-মানুষের যদি ছেলে হয়, আর সে-মা যদি to some extent পাগল না হয়, * তাহ'লে যদি একটু নজর ক'রে তাকান, দুনিয়ার এইরকম মেয়েদের common sense grow করার দিকে—বিস্ময়ে যে কত অবাক হবেন, আমার মনে হয় তার পরিসীমা থাকবে না! বুদ্ধি পাই না, চলার ভুল আরো ভুল ঘটায়,—এ সব-ব্যাপারই

---

* "But females, at any rate among mammals, seem only to attain their full development after one or more pregnancies. Women who have no children are not so well balanced and become more nervous that the others."

'Man the Unknown'—Alexis Carrel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ঐ-থেকে ঘ'টে থাকে। তাদের আপসোস হবে না তো আর কাদের আপসোস হবে? যারা ভালবাসার দোহাই দিয়ে নিজেকে প্রতিমুহূর্ত্তে অমনতর-ক'রে deceive করে—deceived হওয়াই যে তাদের একমাত্র সম্পদ।

প্রশ্ন। আপনি সংসার ছাড়েননি, আমাদেরও ছাড়তে বলেন না,—তবে আমরা এই-সব নিয়ে না-থাকব কেন? এই-ব'লে অনেকেই তো আমরা সারাদিন সংসারের চিন্তা নিয়েই কাটিয়ে দিই—আর তাকেই আপনার প্রতি fullest attachment ও activity ব'লে অনেকেই তো বেশ তৃপ্ত থাকছি। যখনই কথা ওঠে—আমরা বলি, 'এই-তো ঠাকুরের কাছেই আছি, তাঁর কাজই তো করছি—তা' যদি না-হ'ত, তিনি বারণই করতেন'—এই কি Ideal-এর প্রতি attachment-এর লক্ষণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কি লক্ষণ তা' তো পূর্ব্বেই বলেছি। ওর থেকে হিসেব-ক'রে বেছে নিতে পারেন ভিতরটার ব্যাপার কী? মানুষ সংসারে যখন ঠাকুরের কাজ করে, সংসারের প্রত্যেকেই যখন ঠাকুর নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে—তাঁরই wishes fulfil ক'রে—জীবন, যশ ও বৃদ্ধির উপঢৌকনে তাঁকে সম্বৃদ্ধ করতে,—সে-যে কী সংসার হয়, যদি না-দেখে থাকেন, একটু কল্পনা করলেও তার sensation কিছু-না-কিছু পেতে পারেন।

সে বা তারা সংসার নিয়ে অমনতর হাহাকারও করে না, অমনতর ব্যতিব্যস্তও হ'য়ে ওঠে না। তার বা তাদের বোধ-করা, বলা, আচার, ব্যবহার এমনতর রং-এ রঙিয়ে থাকে—সহজ ও common sense-এর দীপ্তিতে, যে তখন দশজনে দেখতে পায়, সেও বেপরোয়া চলে এমনতরভাবে,—তার সংসার যেন অমৃতে উপচে পড়ছে। দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতা তার চরিত্রগত সম্পদ হ'য়ে দাঁড়ায়। এই দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতাই হ'চ্ছে একটা direct symptom of normal libido flow. ঐ-রকম হয় ব'লেই সাধারণ মানুষে ব'লে থাকে—ভগবান্ তাকে এমনতর দিয়েছেন যে তার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমি বলি, এ দান নিয়েছে কিন্তু directly তার ঐ libido, নতুবা দিলেও কিছুতেই সে নিতে পারত না। একজন Ideal-হীন অথচ চাল চলনে খুব ফেনান—লোকে এক-কথায় সাধারণতঃ যাকে জ্ঞানী বলে—এমনতর মানুষকে একবারে যদি লাখ টাকাও দেন, দেখতে-না-দেখতে কিছু দিনের মধ্যে ফকির হ'য়ে আপনার কাছে দাঁড়িয়ে, pessimistic experience-এর জাবেদার বহর খুলে দেবে; কিন্তু কোন সার্থক libido-বান মানুষকে যদি—সেবাই হোক, সহানুভূতিই হোক আর সাহচর্য্যই হোক—কোন-কিছু দিয়ে তার becoming-এ একটু accelerate ক'রে দেন, সে হয়তো দেখতে-না-দেখতেই ঘুরে আপনার কাছে এসে কৃতার্থতার মহাসংবাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে, optimistic realisation-এর খবরগুলি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বলতে থাকবে। এই তো সেই ব্যাপার, যা' আসল হ'য়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে।

প্রশ্ন। কিন্তু আমাদের মুশকিল এমনতর যে আপনার এই সহজ কথাটাই বোঝা যায় না ব'লে এমন-রকমে মানে ক'রে নেব যে ঠিক আমাদের রকমের চলাতেই চলতে থাকবে,—এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ আপনার প্রশ্নই হ'চ্ছে একটা symptom of poverty of libido towards the Superior Beloved! ভেবে দেখুন, এই-সব কথা বোঝা যায় না, কিন্তু একটা মেয়েছেলে চোখ-ঠার দিয়ে চ'লে যায়, আপনি এক-গাড়ী বুঝ বুঝে, গন্তব্য ঠিক-ক'রে তার fulfilment-এর লওয়াজিমা সংগ্রহে উদ্ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন! দেখুন দেখি, এটা ঠিক কথা নয় কী?

তাহ'লেই বুঝুন, এই 'বোঝা যায়-না' ব্যাপারের অন্তরালে কতখানি কী আছে,—কত ব্যাং, সাপ, বাঘ—তার ইয়ত্তা নেই! আপনার Ideal-এর প্রতিষ্ঠা যে ঐগুলিতেই পর্য্যবসিত হবে, সে-সম্বন্ধে সন্দেহই কম ব'লে মনে হয়—যদি বা যতক্ষণ আপনার libido correctly excited হ'য়ে আপনার Superior Beloved-কে embrace না করে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আমাদের স্ত্রী, পুত্র সংসার—সবই তো আমাদের Ideal হ'তে বিচ্ছিন্ন করতে চায়? তবে আপনি যে Ideal ও environment এর concordance-এর কথা বলেন, সেটা একটা অসম্ভবকে সম্ভব করা-ছাড়া আর কি হ'তে পারে? আর এ হ'তে পারে না ব'লেই তো একদল লোক Ideal-এর চিন্তায় বনে, গুহায়, পর্ব্বতে গিয়ে মরে, আর একদল সে-আশা ছেড়ে সংসারের নাকানি-চুবুনী খেয়ে প্রাণ দেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এটা ঠিক জানবেন, libido যথাযথভাবে যখন মানুষের সমস্ত complex-গুলিকে Ideal-এর interest-এ interested ক'রে তুলে একটা ব্যাকুল embracement-এ Ideal কে আলিঙ্গন করে, তখন তা'—as a normal characteristic libido—Ideal, তার নিজের এবং তার পরিবার-পারিপার্শ্বিকের ভিতর concordance নিয়ে আসবেই। কারণ, তা' না হ'লে তার উপভোগই অবাধ হয় না। তাই, সে যতরকমেই ঢুঁড়ুক না কেন, ও তার করতেই হবে—যা'-কিছু একটা সামান্য ব্যাপার নিয়েও, যা'তে libido Zealous তা'তে অনাবিলভাবে আপনাদের দৃষ্টিপাতে এটা পড়বেই।

প্রশ্ন। Ideal-এর প্রতি attachment-ওয়ালা একটা মানুষ হাজার হাতীর কাজ করতে পারে আপনি বলেন, অথচ আমরা এতই তো আছি—কৈ, আপনার সামান্য wishes-গুলিও তো আজও আমরা completely fulfil করতে পারছি না—তবে ব্যাপারখানা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে আপনারাই জানেন!

প্রশ্ন। জীবন্ত আদর্শের প্রতি টান মানে কি তাঁর ঘাড়ে চেপে ব'সে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা,—আর তাঁর যত-কিছু advantage নেওয়া, কিন্তু তাঁর mission work সম্বন্ধে মোটেই dream করব না, যাজন করব না, মাথা ঘামাব না, খাটব না—অথচ তাঁর criticism করবার স্পর্দ্ধা নিয়ে ঘুরে বেড়াব, আর প্রতি-মুহূর্ত্তে expect করতে থাকব, কবে তিনি আমাদের সব activity দাঁড় করিয়ে দেবেন, আমরা দেখব! এ ধর্ম্মের ভণ্ডামী থেকে কি অধর্ম্ম ঢের ভাল না? আমাদের এমনতর বুদ্ধি আসে কেন?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ-তো ধর্ম্মের ভণ্ডামী বটেই—তা' জানতঃই হোক আর অজানতঃই হোক। এতে যদি ধর্ম্মই হ'ত, তাহ'লে জীবন, প্রাণন ও বর্দ্ধন কেমনতর-ক'রে মাথা-তোলা দিয়ে উঠত তা' বলাই যায় না! তবে এগুলি বৃত্তিধর্ম্ম নিশ্চয়ই—এতে বৃত্তির জীবন, যশ ও বৃদ্ধি যে অক্ষুণ্ণ ও বিবর্দ্ধনশীল হয় তা'তে কোন সন্দেহ নাই। আর এগুলি তখনই হয়—আমার attachment নাই অথচ বাঁচা বা প্রবৃত্তির খোরাক জোগাড় করতে ঐ Ideal-এর কাছ থেকে হবেই। তখন তাঁর wishes আমার কাছে একটা বিরাট ব্যতিব্যস্ততার conflict সৃষ্টি করে! Libido তাঁ'তে 'ligared' নয় ব'লে সেগুলি fulfil করতে আমার বৃত্তি ও physique একেবারে নারাজ, অথচ তাঁকে খুশি না-করলে আমার এ-সব খোরাকীও অব্যাহত হয় না। তখনই নানান ধাঁজে, নানান ভাঁজে ঐ-রকম সোরগোল ক'রে স্বার্থ-সম্পাদন করতে হয়,—গ্যাঁ, গুঁ ক'রে, Ideal-এর কথা বোঝা যায় না ব'লে দোদুল্যমানতার মান বাড়িয়ে কোন-রকমে চলতে হয়। তার কথা, বার্ত্তা, চাল, চলন জোরাল বা সতেজ হবে কেমন-ক'রে? জীবনের elixir–libido তো সেখানে work করে না? Pressure পড়লেই ন্যাকা ভক্তির গোঁঙরানী ছাড়া তার আর-কী আসতে পারে!

প্রশ্ন। তাহ'লেই তো সর্ব্বনাশ দেখছি—ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড়! তবে এমনতর libido excite করবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উপায় কিছু না, একটুমাত্র। With action and expression বলা—তাঁকে ভালবাসি, আর ভালবাসলে যা' করে, তেমনতরভাবে ক'রে যাওয়া—even in a theatrical pose with that intention, তার পরিপন্থীগুলিকে ignore ক'রে—আর তদনুযায়ী ভাবা। এইটুকুতেই যা' হবার তা' আপনি মাথাতোলা দিয়ে দাঁড়াবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কতরকম যুক্তি ও তার মীমাংসার অবতারণা ক'রে অবশেষে অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, এ অতি গুহ্যমত ব্যাপার যা' তোমাকে বলছি; কিন্তু এগুলি অবিশ্বাসী, সন্দেহী, আর যে ভক্তির প্রয়াসী নয় তার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কাছে ব'লো না। কিন্তু যারা সন্দেহী নয়, অবিশ্বাসী নয়, অসূয়াপরবশ নয় ইত্যাদি—তাদের কাছে যদি বল তা'তে মঙ্গলই সাধিত হবে। তা' হ'চ্ছে এই,

"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।"

এই ব'লে আরো বললেন—এমন-কি প্রতিজ্ঞা ক'রেই বললেন—তা' এতই real, দ্বন্দ্বহীন, প্রশ্নহীন, অবশ্যম্ভাবী—তা' হ'চ্ছে,

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।।"

এ-ও ঐ libido-রই কথা। আর, সমস্ত বৃত্তি যে being-টাকে নিয়ে নানা-রকমে বাঁদর নাচায়, তাদের indulgence না-দিয়ে living Ideal-এ interested ক'রে তোলার কথা। কোনরকমে এই হ'তে পারলেই সব ফরসা—ক্যা বাৎ!

প্রশ্ন। কিন্তু এই 'অহং' আর 'মাম্' নিয়েই তো যত গোলমাল। অনেকে তো বলেন—এই 'অহং' মানে পরমাত্মা, রক্তমাংসসঙ্কুল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ন'ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো হবেই! তা' না-হ'লে তো বৃত্তিগুলির কোন সুবিধা হয় না! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—যারা নাকি দুনিয়ার impulse carry ক'রে তোলে—তাদের অন্তরালে, বুঝি আর না বুঝি—অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ একটা-কিছু খাড়া ক'রে ধর্ম্মের গোঁজামিল দিলে মানুষের জীবন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনের কোন সুবিধা হয় কি? মানুষ প্রবৃত্তি-স্বার্থপরায়ণ হ'য়েই ঐ-রকম মানে করতে বাধ্য হয়,—আমার এইরকম ধারণা। নিজাত্মাই বুঝি না তা' আবার পরমাত্মা! ও-সব বুদ্ধি সর্ব্বনেশে—শূন্যে চুমুক দিয়ে দুধ খাওয়ার মত!

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার কাছে কত প্রশ্নই তো করলাম, সব প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসাও তো পেলাম—তবুও প্রশ্ন থেকে যায় কেন? মানুষ প্রশ্নের মীমাংসা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পেলেও প্রশ্নহীন, দ্বন্দ্বহীন হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শোনায় বা দেখায় জানা যতক্ষণ পর্যন্ত করায় মূর্ত্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ সে-সম্বন্ধে দ্বন্দ্বের পারে মানুষ দাঁড়ায় না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনার এ কর্ম্ম-স্রোতের মধ্যে আবার চোখ-বুজে সাধনার প্রয়োজনীয়তা কী? আপনার প্রবর্ত্তিত নূতন সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমাদের এই-সব-জাতীয় সমস্যার কি কোন সমাধান হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হয় না তবে কী বলি? না শুধু ঘবঘবি বাজাই? যা'-সব বলেছি তা' ক'রে, চোখ-বুজে যা' করতে বলি তা' করলে brain আরো fertilized হয়, becoming-এর পথ ক্রমেই বেশী অনুভব করা যায়—ফুটে ওঠে; সাথে-সাথে এই বাঁচার বিরুদ্ধে আবহাওয়ার ভিতরও স্নায়ুযন্ত্রাদি এবং মাংসপেশীকে regulate ক'রে অবস্থানুরূপ adjust ক'রে ক্রমে longevity-কে prolong করার knack ও ability অর্জ্জন করা যায়।

আমার ও-সব কথা নেই—এ-জন্মে ক'রে যাও, ও-জন্মে হবে। আমি হাতে-কলমে করলেই যা' হয় তাই আপনাদিগকে বলেছি। নিজেরাও তো করছেন—দেখতেই তো পাচ্ছেন, কী হয় নিয়মিত করলে?

প্রশ্ন। হাঁ, তা' তো পাচ্ছিই! আর শুধু আমরা নই—এখানকার প্রত্যেকটি বালকও অবাধে বুঝতে পাচ্ছে এর সদ্য ফল! আপনার উপদেশমত যে যতটুকু করছে সে হাতে-হাতে ততটুকুরই ফল পাচ্ছে! কিন্তু আপনি যে বলেন, আমরা যদি স্মৃতি নিয়ে সব-রকম পরিবর্ত্তন, এমন-কি দেহত্যাগের মধ্য-দিয়েও চেতন থাকতে পারতাম,—তবেই আমরা সত্যিকার অমরত্ব লাভ করতাম! সাধারণ স্মৃতিশক্তিই আমাদের নাই—তা' আবার জন্মান্তরের স্মৃতি জাগিয়ে তোলা বাতুলের প্রলাপের মত শুনায় না-কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যতক্ষণ না হ'চ্ছে, ততক্ষণ বাতুলের প্রলাপ তো বটেই! কিন্তু এই বাতুলতা করতে-করতে, যদি লেগে যায়—তবেই তখন আর বাতুলতা থাকবে না,—সেটা হবে অমৃতের প্রতুলতা!

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আচ্ছা, এই যে সেদিন বললেন, কানপুরের একটি ছেলের কথা*—তার নাকি আগেকার জন্মের কথা হুবহু মনে আছে? সবাইকে চিনতে পারে, সব-বিষয় বলতে পারে? আর এমনি আরো আরো কথা তো অনেক শোনা যায়! আচ্ছা, এগুলি যদি সব সত্যিই হয়, তাহ'লে তো আমরাও মানুষ—আমাদের মাথায়ও সেগুলি latent স্মৃতি অর্থাৎ বিস্মৃতি হ'য়ে আছে—এও

---

* "এলাহাবাদের 'লীডার' বড় বড় অক্ষরে একজন জাতিস্মরের অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী ছাপাইয়াছেন। জাতিস্মর একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালক—কানপুরের প্রেমনগর গ্রামের দেবীপ্রসাদ ভাটনগরের পুত্র। ১৯৩১ সালে কানপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শিবদয়াল মুক্তার কয়েকজন মুসলমান কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হ'ন। জাতিস্মর বালকটি বলে যে সে পূর্ব্বজন্মে সেই শিবদয়াল মুক্তার ছিল। বালক নাকি শিবদয়ালের জীবনকাহিনী, দাঙ্গা ও হত্যার কথা প্রভৃতি বিস্তারিত ও সঠিকভাবে বর্ণনা করিয়াছে। শিবদয়ালের বাড়ীতে গিয়া তাহার বিধবা পত্নী ও পুত্র কন্যাকে চিনিতে পারিয়াছে। ঘটনাটি যদি সত্য হয় তবে বিস্ময়ের কথা বটে! যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম ও জাতিস্মরত্ব বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও এই অদ্ভুত ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন।"

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', রবিবার, ১লা মে ১৯৩৮

"The story of a 4 year old girl, relating facts about her previous life is given by her father Mr. Nandi Lal, Office Superintendent, Fatehpur Collectorate, according to the 'Pioneer' correspondent there. Connecting the story since the child started speaking. Mr. Lal says that, when he was in Allahabad the little girl used to weep for her old home. Later, when her father was transferred to Fatehpur, the child at once recognised the house in which she was taken as her own and

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তো ভাবতে পারি? কায়দা-ফায়দা ক'রে কোন-রকমে যদি তাকে potent করতে পারি,—আর এমনি আমাদের পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকেই যদি পারে, তবে মজাটা কেমনতর হয়? হোক বা না হোক, এ পাগলা কল্পনায়ও কেমন আরাম লাগে—তা' না?

দেখুন, এই জগৎটা এই-রকম স্মৃতিবাহী চেতনার আবির্ভাবে কেমনতর, কত বড় হ'য়ে ওঠে—নিবিড় হ'য়ে যেন ভাবতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, ভাবুন তো দেখি—তুক-তাক ক'রে কোন-রকমে যদি লেগে যায়—এই স্মৃতিবাহী চেতনাটা কোন-রকমে potent হ'য়ে দাঁড়ায়—তাহ'লে মরণটা হয়তো আমাদের কাছে একটা ঘুম হ'য়ে দাঁড়াবে, আর আমাদের যা'-কিছু হারিয়েছে হয়তো তা' কিছুই হারাবে না,—শোকের বিষবাণ আমাদের আর হয়তো

---

revealed the past history of the houses, which was corroborated every bit by the neighbours. She told the whole story of her previous life—her marriage and the death of her husband at Allahabad; refusing however, to speak out the name of her husband, according to the Hindu Custom. Old history was unearthed by their child to the smallest details, and she recognised certain lady friends of Mrs. Lal, particularly the one with six fingers and these ladies also thought that the girl was no other than the Peshkarin, who lived in the same house occupied now by Mr. Lal. Another Brahmin lady, became curious to see the girl and no sooner the child saw the lady than she recognised her as the lady, to whom she gave away the idols before her death. This was quite true, and the Brahmin lady took the child to Allahabab to see her idols and there she prayed and offered sweets to her idols."

'Amrita Bazar Patrika', 13th may, 1939.
Saturday (Town Edition)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এমনতর বেকায়দা ক'রে ফেলতে পারবে না! আমার লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে ইচ্ছে করছে, বলতে ইচ্ছে করছে—অমৃত, অমৃত, অমৃত—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ।।
অচ্ছেদ্যোঽয়ং অদাহ্যোঽয়ং
অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু-
রচলোঽয়ং সনাতনঃ।।"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

নির্ঘণ্টপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অ

আ

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিষয়		পৃষ্ঠা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিষয়		পৃষ্ঠা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিষয়		পৃষ্ঠা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিষয়		পৃষ্ঠা
র		
রঘুনন্দনের মতে শূদ্র	...	৩৮
শ		
শক্তিশালী বৃহৎ সমাজের সৃষ্টি	...	১১২
শিক্ষক (প্রকৃত)	...	১২৩, ১২৪
শূচিপত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের বিবাহবিধি	...	১৫৭
শুঁড়ি	...	৪০
শূদ্র	...	১১—১৩, ২০—২১
শূদ্র (রঘুনন্দনের মতে)	...	৩৮
শূদ্ররা জলচল	...	২১
স		
সদ্‌গুরু বা কৌলগুরু	...	১০৯
সদ্ভাবে কর্ম্ম করা মানে কী	...	১১৯, ১২০
সমবেত প্রার্থনা	...	১৫১, ১৫৯
সমাজ-সংস্কারের মূল্য	...	৯৪
সমাজের সঙ্কীর্ণতা	...	১৫৬
সর্ব্বনেশে বুদ্ধি	...	১৯১
সংসারে সংঘর্ষ	...	১৮৩
সংস্কার	...	১৪৮, ১৪৯
সাধনার উপকারিতা	...	১৯১
সাম বেদ	...	৯৭
সামাজিক শাসন	...	৮৬, ৮৭
সাম্য	...	৬০
সার্ব্বজনীন প্রার্থনা	...	১৫২
সাহা	...	৪০
সাংসারিক সংঘর্ষের অবসান	...	১৮৩, ১৮৪

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিষয়		পৃষ্ঠা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিষয়		পৃষ্ঠা
Acquired instincts	...	১১৪
Admiration	...	৬১
Adultery	...	১৫৯, ১৬০
Attractive Zone	...	৬৩, ৬৪, ৬৭
Brahminical instinct	...	৪
Class-এর উদ্ভব	...	৬২
Clergyman	...	১৪২
Cohesive urge	...	৫৭, ৫৮
Crystallisation ও pulverisation	...	৫২—৫৪, ৬৫, ৬৬, ৬৯
Cult ও clan	...	৭৭
Habits and behaviour	...	৭৭—৭৯, ৮৫
Ideal ও environment-এর Concordance		১৮৮
Inquisitiveness	...	৬১
Offer দেওয়ার রীতি	...	১৬৩, ১৬৪
Proposal ও offer-এর পার্থক্য	...	১৬৪
Pulverisation ও crystallisation	...	৫২—৫৪, ৬৫, ৬৬, ৬৯
Repulsion	...	৬৮
Repulsive Zone	...	৬৪
Sense & experience বাড়ে কিসে	...	১৮৪, ১৮৫

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।